বিধবা দর্শনে

পুনর্ভূ ।

For Freedom's battle once begun,
Bequeathed by bleeding Sire to son,
Though baffled oft, is ever won—
Byron

শ্রীবিপিন বিহারী ঘোষ দ্বারা প্রণীত।

HARE PRESS : CALCUTTA.

মূল্য ।৵৹ আনা।

PRINTED AND PUBLISHED BY R. DUTT,
HARE PRESS
46, BECHU CHATTERJEE'S STREET, CALCUTTA

উৎসর্গ।

স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পবিত্র পাদমূলে আমার এই বহু পরিশ্রমের সামান্য ফল বহুমান সহকারে অর্পিত হইল।

সমালোচকগণ জানেন আমি কবি নহি। চিন্তাশীলগণ সহজেই বুঝিবেন আমি ভাবুক নহি। মহামহোপাধ্যায়-গণ দেখিতে পাইবেন আমি পণ্ডিত নহি। কিন্তু তাহাতে কি ?

বিনীত গ্রন্থকারস্য।

বিধবা দর্শনে।

একদিন শ্রান্ত কায় বিদেশ গমনে।
অতিথি হইনু কোন ভদ্র নিকেতনে॥
স্নান করি চলিলাম আহার কারণে।
বসিলাম নিজ মনে নিযুক্ত ভোজনে॥১

ভাবিলাম এই ভব আনন্দ আগার।
দুঃখের কাহিনী হেথা শুনি অকারণ॥
আলোক পূরিত দেশে—নেত্র নাই যার
নিজ দোষে সেই করে আঁধার দর্শন॥২

জনমি বালক মোরা জননীর কোলে,
সুখেতে শৈশব কাল করিয়া যাপন,
নিশ্চিন্ত আনন্দময় সহচর দলে
বিবিধ খেলায় দিন করি সমাপন॥৩

অনন্তর প্রিয়জনে করি পরিণয়,
জীবন আরামে করি সুখেতে প্রবেশ,
বহিয়া সুগন্ধ বায়ু শীতল মলয়
জুড়ায় উভয় চিত্ত ; স্বর্গ সম দেশ ॥৪

সংসার প্রতীত হয়। পুষ্প রাশি রাশি
তুষিয়া নয়ন রহে শোভি তরুপরে।
নাসিকা তুষিত হয়। স্বতঃ শত হাসি
উদে যথা বীচিচয় উদে সরোবরে ॥৫

প্রিয়ার কোমল কর করিয়া ধারণ।
ধীরে ধীরে চারি ধারে করি বিচরণ ॥
পরস্পরে নিরখিয়া ত্যজি উপবন।
মানবের যৌন সুখ অতীত বর্ণন ॥৬

কিন্তু হায় কি ভয়াল হয় সেই বন !
সঙ্গীহীন জন পাশে ! বিশেষে নবীনা
একাকিনী সে কাননে চলিতে চরণ
পারে কি ? পারে কি হায় সহচর বিনা !!৭

সহসা ললিত এক কোকিল কূজন
ভাঙ্গিল আমার এই চিন্তার শৃঙ্খল ;
চাহিলাম উর্দ্ধে ; ইচ্ছা করিতে দর্শন—
কোন শাখি যাহে পাখী এমন সুকল ॥৮

সম্মুখে মহিলা এক হেরিল নয়ন।
বিজলির মত রূপ জ্বলিছে তাহার।
শ্বেত বাস তবু তার সুঠাম গঠন
বিনা বেশে বিভাতিছে শোভা করি দ্বার ॥৯

বিমল সরল সেই মুখের মূরতি—
নৈশহীন নভোদেশে পূর্ণ শশধর।
কুচের কেতক কান্তি চিরিয়া আবৃতি
সুবাসে আমোদময় করিল সে ঘর ॥১০

না পাইনু অবসর তুষিতে নয়ন।
লজ্জাশীলা রামা ত্বরা করিল গমন ॥
চতুর ভ্রূলতা—শুভ্র সিতি সুচিকণ
ঝলকে লইল বিম্ব হৃদয়ে আসন ॥১১

তবে কি বিধবা এই অনঙ্গ সঙ্গিনী?
তবে কি ললনা এই কেতকী বিজনে?
লাবণ্য ইহার কি গো বন নির্ঝরিণী?
ম্লেচ্ছবাসী দেবমূর্ত্তি ইনি কি এখানে?১২

কি শোক বিষয় হায় বৈধব্য বিষম
তুমি কি হে সুকুমারি পার সহিবারে?
কোমল তোমার তনু নহে ক্লেশক্ষম!
সরল তোমার চিত্তঃ যাতনা না পার ॥ ৩

যখন শৈশব কালে মিলি সহচরী দলে
পুতুল লইয়া খেলা করিতে সকলে
বালুতে নির্ম্মিয়া ছেলে করিতে কৈশোর কোলে
অঙ্গ সহ বিবাহিতে সঙ্গিনী মণ্ডলে ॥১৪

কভু সাজিয়া ঘরণী বস্ত্রাবৃতা সুনয়নী
বিবিধ ধূলির অন্ন ধরি নম্র করে।
অনুকরি লজ্জাশীলা তরুণী কুল মহিলা
কল্পিত পতির অগ্রে রাখিতে সাদরে ॥১৫

তখন কি ভেবে ছিলে জনমের মত দিলে
লীলা পতি করে সেই সাধের তাম্বূল।
তখন কি ভেবে ছিলে জনমের মত দিলে
বিবাহ আপন পুত্রে প্রসবি পুতুল ॥১৬

পরিণয় রজনীতে শয়িতা পতি সহিতে
আছিলে, লো লজ্জাবতি, লোকাচার মতে।
ধরেছিলে করে করে এখনও বুঝি শিহরে
সে আনন্দস্পর্শ হায়, স্মরণ করিতে ॥১৭

কহিলেন "লো ললনে কথা কহ মোর সনে"
লজ্জায় তাহাতে তুমি দিলে না উত্তর।
বরঞ্চ ত্যজিয়া তায় সরিয়া ভূমেতে কায়
রাখিয়া নিস্পন্দভাবে র'লে জড়সড় ॥১৮

দেখিলে না একবার কিরূপ মূর্ত্তি তাহার
ভাবিলে দেখিব কত আসিলে যৌবন।
কিন্তু সে সুখের দিন আসিবে না কোন দিন
জানিলে কি তুমি তাঁরে করিতে হেলন ॥১৯

একবারি আলিঙ্গন একটী মুখচুম্বন
লভিতে অমূল্যমণি সেজন সদনে।
যেই ললিত কূজন কেহ করে না শ্রবণ
আদরে করিতে দান সে যাচক জনে।২০
যেই চারু বিলোকন হারাইয়া যোগ্যজন
ইতস্ততঃ চলি ছে জল নীলোৎপলে।
একবার স্থির করে বল্লভ বদন পরে
চুসিতে; চকোবি, সুধা নাশি চক্ষু পলে॥২১

নব বর্ষ বয়ঃ কালে হল পরিণয়।
তার পরে পতি সনে আর দেখা নয়॥২২
এই অবসরে আশা কুহকিনী হয়ে।
সদা এসে খেলা করে সরলারে লয়ে॥২৩

তাহার ছলনা কত বুঝিতে কি পারে—
না চরেছে যারা সেই মরুভূমি ধারে?
বিবিধ দশায় নারী বিবিধ হেরিছে।
যার যাহা বাঞ্ছা আশা তাহাই দিতেছে॥২৫

ভেবেছিল এ বালিকা কিছু দিন গেলে
পাইব যৌবনোত্থান ত্রয়োদশী এলে॥২৭
আসিবেন পতি ; যাব শ্বশুর আলয়ে
রসিব বল্লভ কোলে। কবেন বিনয়ে

শতেক মধুর কথা। নিশি আগমনে
তুষিবেন নব বধূ সহস্র চুম্বনে ॥২৮
চকোরের মত মম বদনে চাহিয়া
রহিবেন- চন্দ্রাননি বলি সম্বোধিয়া ॥২৯

প্রত্যুষে শয্যায় ত্যজি নমিয়া স্বামীরে
সাধিতে সংসার কাজ যাইব বাহিরে ॥৩০
সকালে করিয়া স্নান আসিব ত্বরায়
বসিব পচিতে অন্ন রন্ধন শালায় ॥৩১

অতি যত্নে দিব থালা প্রাণপতি কোলে
অবশিষ্ট আহারিব সকলের হ'লে ॥৩২
এইরূপে কিছুকাল হইলে অতীত।
প্রসূতি বয়স মম হবে উপনীত ॥৩৩

দিদির পুত্রের মত পরম সুন্দর।
প্রসবিব যথাকালে নব পুত্রবর ॥৩৪
রাখিব তাহার নাম অতীব যতনে।
মা মা বলে আধ বোলে ডাকিবে সঘনে ॥৩৫

ত্বরা শিশু বাড়ে ; ক্রমে পঞ্চ বর্ষকালে।
হাতে খড়ি দিয়া পাঠাইব পাঠশালে ॥৩৬
পথ হতে মা মা বলে ডাকিবে আমায়।
দৌড়ি গিয়া কোলে করি আনিব তাহায় ॥৩৭

লেখা পড়া হলে তার ত্বরা সমাপন।
অন্বেষিব যোগ্য কন্যা বিবাহ কারণ ॥৩৮
কালে পুত্রবধূ মুখ শারদীয় শশী।
হেরিব দম্পতি দোঁহে একাসনে বসি ॥৩৯

পৌত্র মুখ স্বর্গসুখ করিয়া ভুঞ্জন।
স্ত্রীপুরুষে যাব মোরা তীর্থপর্য্যটন ॥৪০
রহিব কাশীতে গিয়া মহেশ সদনে।
স্বামি পদশতদল নিয়ত সেবনে ॥

অর্থবান ন্যায়বান গুণের আকর।
পাঠাবে খরচ পুত্র জনক গোচর ॥
তীর্থ বাসী দুঃখীগণে ধন বিতরণ।
করিব সদত মোরা যত লয় মন ॥৪৩

এইরূপ চিতে ভাবিতে ভাবিতে
কত দিন হল গত।
আইল যৌবন আইল মদন
কাননে মধু আগত ॥৪৪
ডাকে পিকী ডালে নাচে শারী তালে
পতিসনে চূত বাসে।
কুসুম দুহিতা হল বিকসিতা
পাইল অলিরে পাশে ॥৪৫

প্রকাশিল দল হল না বিফল
মিলি গেল আলিঙ্গন।
যেই পরিমল ছুটিল সকল
করিল প্রিয় সেবন ॥৪৬
কিন্তু লো ললনে এ ফুল্ল কাননে
তুমি একা অভাগিনী।
ত্যজিলে সৌরভ যৌবন বিভব
আইল না এক প্রাণী ॥৪৭

সুচারু ভ্রূলতা প্রকাশিল পাতা
হেরিল না কোন জন।
নয়ন-কমল ক্ষরে পরিমল
ইতস্ততঃ সব বন ॥ ৪৮
হল বিম্বাধর লৌহিত্য আকর
অজ্ঞাত পলাশ তলে ॥
রল নিরন্তর কোন খগবর
চুম্বন করেনা ভুলে ॥ ৪৯
যুগ্ম মধুফল হইল বিফল
বৃন্তে বৃন্তে শুকাইল।
কেহ না স্পর্শিল কি ফল ফলিল
দর্শক ও নাহি মিলিল ॥ ৫০
অয়ি কল্প দ্রুম ? বিলাস বিভ্রম
নয়নরঞ্জন রূপ।
কেহ না চাহিল কহ না দেখিল.
তে তুমি স্বরূপ ॥ ৫০

নবীন লতিকা কেবল বালিকা
খেলিতে পবন সনে।
জনক তোমার মানি দেশাচার
অর্পিলেন যষ্টি এনে॥ ৫২

হেরিয়া সুচারু সে আশ্রয় দারু
ত্বরা প্রসারিলে কায়।
ভাবিলে তখন যাবৎ জীবন
রহিবে ধরি তাহায়॥ ৫৩

বিধি বিড়ম্বনে বিপুল পবনে
উড়াইল সে আশ্রয়ে।
মুহুর্হাহাকার প্রসূতি তোমার
করিলা তোমায় লয়ে॥ ৫৪

কিন্তু তার পরে রবে কারে ধরে
ভাবিলা না মনে আর।
সমস্ত জীবনে যাপিবে কেমনে
হইল না সে বিচার॥ ৫৫

কি প্রবোধ দিবে যবে মন চাবে
"রব কাকে বল ধরি"।
এসেছে মদন করেছ বারণ
পতিকে স্মরণ করি॥ ৫৬

এবে সে আশয় হইল বিলয়
জন্মিল আনন্দ জ্বালা।
একা মনে মনে এসুখ সদনে
কেমনে সহিবে বালা॥ ৫৭

এক দিন-যবে প্রদোষে নীরবে
শীতল মলয় বয়।
কেশ বিনাইয়া ভূষণে ভূষিয়া
সিন্দুর ললাট ময়॥ ৫৮

কুসুম মালায় আবরি খোপায়
হাসিয়া মধুর হাসি।
রসে ঢল ঢল বসি একস্থল
ভুবোনে আনন্দে ভাসি॥ ৫৯

হেন কালে দূরে ভগিনী প্রভুরে
আসিতে হেরিলে ধীরে।
লজ্জাবতী তায় ধরিয়া গলায়
কহিলে হের লো ফিরে॥ ৬০

দূরে পলাইয়া গেল সে হাসিয়া
আসিয়া মিলিলে তায়।
কত আলাপন করিলে তখন
তুষিলে নানা কথায়॥ ৬১

কহিলে নিদয় তুমি মহাশয়
এসনা হেথায় কেন?
ভাবি তব কথা পাই কত ব্যথা
আমাদেরে ভুল যেন?

তোমরা সতত নানা কাজে রত
জাননা মনের জ্বালা।
একা থাকে যারা কত দুঃখী তারা
ভেবে ভেবে হয় কালা॥ ৬৩

রসিক সুজন অমনি তখন
উত্তরিল প্রিয় ভাসে।
কেন, সখি, বল হবে তুমি কাল
থাকি একা পিতৃ বাসে॥ ৬৪
হীরক রতন খনিতে পতন
চিরকাল কেন রবে।
নয়ন রঞ্জন এ চারু শোভন
কেন বা অফলা হবে? ৬৫
যেই ভাগ্যবানে নম্রকর দানে
শিহরিলে সুলোচনি।
কেন সে তোমায় রেখেছে হেলায়
না করিয়া শিরোমণি॥ ৬৬
দয়িতের দোষ শুনি বুঝি রোষ
করিছ বিনত মুখে।
মালিন্য কারণ বল না বচন
আছ ভারি হয়ে দুখে॥ ৬৭
অতএব তায় আর পুনরায়
কবনা ঈদৃশী বাণী।
ভাগ্যবান যারা ভ্রম হীন তারা
চিরকাল আমি জানি॥ ৬৮
এসব কথায় দিলাম বিদায়
আর এক প্রশ্ন করি।
গৃহের গৌরব ভ্রাতৃ বধূ তব
কোথা সেই নারীশ্বরী॥ ৬৯

শুনি পরস্পর তব ভ্রাতৃবর
চকোরের ন্যায় সদা।
চাহি তার পানে সে শশী বয়ানে
রন্ আশা করি সুধা॥ ৭০

ভুঞ্জুক ভ্রমর পদ্মিনী গোচর
কে চায় বঞ্চিতে তারে।
কিন্তু যদি হেরি আঁখি তৃপ্ত করি
কি হানি হইতে পারে? ৭১

যেমন কমল যবে পরিমল
তুলিবনা একদল।
কেবল হেরিয়া নয়ন তুষিয়া
করিব যাত্রা সফল॥ ৭২

করিগো মিনতি গিয়া শীঘ্র গতি
আন ডাকি হেথা তায়।
তাহলে তোমায় দিইব বিদায়
সকলই যাব শয্যায়॥ ৭৩

তবে ধীরে ধীরে সুললিত স্বরে
মুখ অবনত করি।
কহিলে তখন পিতৃ নিবেশন
গিযাছে সেই-সুন্দরী। ৭৪

হইবে সন্তান থাকিলে এস্থান
পাছে কিছু ক্লেশ পায়।
সেই জন্য তায় প্রেরিলা তথায়
আট দশ দিন প্রায়॥ ৭৫

উভয়ে প্রণয় আছে অতিশয়
যা শুনেছ মিথ্যা নয়।
নয়ন অন্তরে না রাখেন তারে
পতি সদা মধুময়॥ ৭৬
শুনিয়া এ বাণী কহিলা তখনি
পতি প্রেম-হিংসি কারে।
তোমারও এমন হইবে রমণ
হারাবে হিংসিছ যারে॥ ৭৭
যথা পান্থগণ কাতর চরণ
চলিতে চলিতে ধীরে।
তৃষ্ণায় আকুল রবির বিপুল
কিরণ ধাতিছে শিরে। ৭৮
পেয়ে তরুবর শ্যামল বিস্তর
নিম্ন বিরচিত সর।
অঞ্জলি পূরিয়া সহর্ষে পিইয়া
সলিল পিপাসা হর॥ ৭৯
বহে অন্য মনা পূর্ব্বের যাতনা
সকলি বিগত হয়।
নব নব সুখ আইসে সমুখ
চারিদিক বিলোকয়॥ ৮০
ত্যজিয়া তাহায যাইতে না চায়
সুখ-জালে ভাসে মীন।
তেমতি তোমার সদনে তাহার
হইবে সুখের দিন॥ ৮১

এত বাণী শুনি কহিলে তথনি
"ধন্য তোমা সুধীজন
প্রবুদ্ধা যামিনী কাতরা কামিনী
কাঁদিছে শূন্য শয়ন। ৮২
কবরী বাঁধিয়া ভূষণে ভূষিয়া
ভগিনী আইল দ্বারে।
তুমিও হাসিয়া তরঙ্গে ভাসিয়া
অকূলে গেলে সাঁতারে॥ ৮৩
রুদ্ধ দ্বার করি শয্যার উপরি
শুইলে সভয় মনে।
কেননা ডুবোনে থাকিতে শয়নে
গেল—সে স্বামীর সনে॥ ৮৪
বেল ফুল হার ছিল দুই থার
একটী ঝুলিছে হেরি।
উঠিয়া তাহায় পরিলে গলায়
সুগন্ধে দেহ শিহরি॥ ৮৫
দীপ সন্নিধানে পতিত দর্পণে
চিরুণী তাহার পাশে।
লইলে যতনে দেখিলে বদনে
হাসিলে সুমন্দ হাসে॥ ৮৬
অতুল সৌন্দর্য্য অমূল্য ঐশ্বর্য্য
হেরিয়া আত্ম গৌরব।
বুঝি উপজিল তাতেই উদিল
সরল মনে উৎসব॥ ৮৭

লইয়া তাম্বূল গেছে পতিকুল
ভগিনী ; রয়েছে কটা।
তুলিয়া চর্ব্বণ করিলে তখন
দেখিয়া রূপের ছটা।
পাতি শ্বেত তল্প তোমার রতি কল্প
শয়িতা হেরিয়া কাম।
আইল চলিয়া বিদেশ ছাড়িয়া
প্রবাসী স্বকীয় ধাম ॥৮৯
মন্মথ প্রভাবে কভু বক্রভাবে
কভু লম্বমানা হয়ে।
কভু উপাধানে আলিঙ্গন দানে
কভু বা হৃদয়ে লয়ে ॥৯০
কেন আজি স্মর হইল প্রখর
জানি না কোন কারণ।
বিনা অপরাধে কেহ বাদ সাধে
শুনিনি আমি কখন ॥৯১
ভগিনী হেরিয়া স্বামীকে স্মরিয়া
হইল কি কুকাজ এমন ?
সদা খল চিত হয় উত্তেজিত
জাননা কি সহজে মদন ? ৯২
জানালার পরে রাখি দুই করে
এবে কর দূরে নিরীক্ষণ।
পাশে পুষ্প বন পরম শোভন
গন্ধ সহ বহে সমীরণ ॥ ৯৩

সমুখে চন্দ্রমা বদন সুষমা
আকাশ কি করেছে বিস্মিত ?
কাল মাঝে কেন ? সহি ক্লেশ হেন
প্রসন্ন হবে কি হায় চিত ?
দেহের ভিতরে যবে কীট করে
ধীরে ধীরে নিঠুর দংশন
সুতীব্র গরল অন্তরে প্রবল।
হাস্যময় কেননা আনন ? ৯৫
নিকটে উদ্যান কিবা রম্যস্থান
আহা মরি জুড়ায় নয়ন ?
পল্লবিনী দলে কুসুম সকলে
অলঙ্কার করিয়া ধারণ ৯৫
প্রবেশ দ্বারেতে জড়িয়া সুখেতে
পতি পাশে নিশিথে এখন
রয়েছে শুইয়া আনন্দ লভিয়া
ঘন ঘন কার আলিঙ্গন ॥৯৭
সারি সারি কত পুষ্প নানা মত
বিকসিত বয় তরুপরে।
বাস বিস্তারিয়া রূপে আলোকিয়া
ইন্দ্রসভা মত্তো এরা করে ॥ ৯৮
এটা কুঞ্জবন রাধিকা রমণ
নিশিতে আসিবে মনে জানি।
অনুসার মতে শ্যাম চুম্ব ল'তে
আসিয়াছে গোকুল ঘোষানী ॥ ৯৯

দূরে সরোবর কমল নিকর
বিমুদিত রয়েছে এখন।
কুসুম প্রধানা সজাতি যাতনা
দেখি তব দুঃখদিগ্ধ মন॥ ১০০
কুমুদিনী কুল পরিয়া দুকুল
সিত বর্ণ, হাসিছে সঘনে!
নবীন যৌবনে লভি স্বামিধনে
ভুঞ্জে সুধা যাহা এ জীবনে॥ ১০১
স্বচ্ছ নীল জল তারকা মণ্ডল
বিম্বিত রয়েছে শত শত।
যুবতীবসনে বোধ হয় মনে
রচিত কুসুম দেখি এত॥ ১০২
অফুল্ল কমল তুমি যাকে বল
আমি বলি ফুল ওটী নয়।
অযত্ন সহিয়া হেলায় পড়িয়া
স্মরজ বক্ষোজ ওটী রয়॥ ১০৩
কোথা তার মুখ? সদা সহি দুঃখ
রাখিবে কি বাহিরে এখন?
দুকুল ভিতর বিম্বহিমকর
হের তার সিঞ্চিত বদন॥ ১০৪
যদি যুনী হয় নিশীথ সময়
কেন তবে হেথা একাকিনী?
কেন বা শয্যায় হেরি না ইহায়
এ হীন দশায় কেন ইনি? ১০৫

বিরহ বিধুরা কোমল বধূরা
কিরূপে কাটায় বিভাবরী।
জানি'ল নিশ্চয় শয়ন বিষয়
পুছিতে কি কভু এত কবি ? ১০৬
বালুকার পরে রাখি কলেবরে
যতনে রচিলা বিধি যায়।
সদা প্রিয়ে স্মরি, পোহায় শর্ব্বরী
সে যাতনা কে বুঝিবে, হায়॥ ১০৭
সমস্ত প্রান্তর হেরিতে সুন্দর
রজতমণ্ডিত ধরাতল।
চিত্র পুরাতন করিতে নূতন
লেপন করেছে সর্ব্ব স্থল॥ ১০৮
বিধি চিত্রকর ; উচ্চে সুধাকর
শ্বেতবর্ণ কূর্চ্চিকা তাহার।
নয়ন রক্ষণে সুনীল বসনে
তুলিক্ষেপ তারকার হার॥ ১০৯
তরু লতা যত পুত্তলিকা মত
মনোহর ধরা পটে রয়।
বিহঙ্গ সকল গতনীড়তল
নীরব নির্জীব বোধ হয়॥ ১১০
এই কালে তব কার্য্যের গৌরব,
বিধে, আমি পারি ভুলাইতে।
যদি অনুপম তথাপি উত্তম
নয় ইহা যা পার করিতে॥ ১১১

যে লাবণ্যবতী নবীনা যুবতী
বিধবা বালিকা কালে হয়।
ম্লানমুখী তায় বিরসা বালায়
হেরিলে কি প্রীতি উপজয়! ১১২

মোহিবারে মন যদি হে যতন
কর তুমি, তবে ত্বরাতর।
তুলি ও তুলিকা, নূতন কূর্চ্চিকা
ভানুময় নানা বর্ণ ধর॥ ১১৩

প্রতিমা তোমার তুষি সবাকার
বিলোকন জীব চেতনায়।
শোভিবে যেমন উদিলে যৌবন
যুবতী যুবকে শোভা পায়॥ ১১৪

এমন সময় যবে ধরাময়
বহিতেছে সুখ নির্ঝরিণী।
একাকিনী ঘরে হত কামশরে
ক্রমে ক্রমে হলে উন্মাদিনী॥ ১১৫

অসহ্য যাতনা অনঙ্গ বেদনা
ছুরিকা আঘাত ইহা নয়।
কাঁদিয়া কাতর বর্ষিলে বিস্তর
নয়নে আসার অশ্রুময়॥ ১১৬

উহু উহু মরি মন্মথ জ্বালায়।
আর ত যাতনা সহা নাহি যায়॥
দেহ বিদরিয়া প্রাণ বাহিরায়।
কি করি কি করি কি করি বা হায়। ১১৭

কেন বিধি মোয়ে নারী নিরমিলে।
কেন বা এরূপ অনলে ফেলিলে ?
মোর প্রতি রোষ তোমার থাকিলে
কেন তুমি মোরে জনমিতে দিলে ? ১১৮

মরিলে সকল যাতনা যাইত।
মারজ দহন হইত শমিত॥
কাল দূত, আমি এখনো জীবিত।
ত্রাহি ত্রাহি মোরে, আইস ত্বরিত॥ ১১৯

খাইতাম আমি পাইলে গরল।
বিষে মিশি বিষ হইত শীতল॥
কেন জ্বলে দেহে এই কামানল ?
কি পাপের ফলে হয় বা প্রবল ? ১২০

একটী পুরুষ এ পথে যাইত।
যুবক বালক স্থবির হইত॥
কান্তিমান কিম্বা নিতান্ত নিন্দিত।
তথাপি সে মোর হৃদয় তুষিত॥ ১২১

আইস এ পথে পুরুষ রতন।
পীড়ায় কাতরা নারী একজন॥
বিহিত বিধান নিরুজ কারণ।
কর যাহা হয়, দাও রে জীবন॥ ১২২

কোন্ জাতি তুমি, কিবা তব নাম।
বান্ধব বা বৈরি-বাসে তব ধাম॥
কদাকার তুমি ; এস মনস্কাম
পূরাও ; সে সবে নাহি জানিলাম॥ ১২৩

চলিয়া যাইছি যৌবন প্রান্তরে
তপ্ত মম কায় কাম ভানু করে॥
নাহি হেন জন আতপত্র ধরে
শীতল সলিল দেয় মোর করে॥ ১২৪

কি করি কি করি কি করি গো, বিধি,
এই জ্বালা আমি সহি নিরবধি॥
হেন নাহি মম কোন দয়ানিধি।
হৃদয় যাতনা বুঝি দেয় বিধি॥ ১২৫

কামিনী মণ্ডলে সমাগত হলে
কহে পুলকিয়া সতীত্বে সকলে॥
শ্রেষ্ঠ রত্ন ইহা রমণীর স্থলে।
এ সম্পৎ মূল্য নাহি ধরাতলে॥ ১২৬

সতীর ক্ষমতা শুনিয়াছি কত।
সতীর সৌভাগ্য হয় নানা মত॥
সতী সুখে মেঘ জলে পরিণত।
সতীর নিশ্বাসে শস্য হয় হত॥ ১২৭

"সতীর প্রবল সুচরিত বলে
পরিবার সবে সুখে যায় চলে
ভব নদী পারে ;" হেন লোকে বলে।
কিরূপ গৌরব সতীনিষ্ঠ হলে ! ১২৮

শিশুকাল হ'তে ছিল অভিলাষ।
সতী হয়ে আমি শোভিব আবাস ॥
থাকিব সতত তুষি স্বামী পাশ
দেব বলি তাঁরে করিব বিশ্বাস ॥ ১২৯

সুগন্ধি গোলাপ উদ্যান ভিতরে
বিকসিত রব শ্বশুরের ঘরে ॥
মানিবে সকলে মহা সমাদরে
কণ্টকিত তরু শুধু মোর তরে ॥ ১৩০

কিন্তু হায় হায় সতীত্ব বিষম।
এত বড় তব কঠিন নিয়ম ॥
যোগীশ্বর যদি হয় মম ভ্রম
পারেন করিতে এ ব্রত সংযম ॥ ১৩১

তোমার সেবিকা কোমলা বালিকা !
হেমাদ্রী ভেদিতে শিরিশ কলিকা !
সাগর তরিতে পল্লব ভেলিকা !
সূর্য্য নির্ব্বাপিতে ফুঁ ফুৎকারিকা !, ১৩২

এ কঠিন যাগ আমার হবে না।
এ গিরির ভার লতায় সবে না॥
এ বিষম বিষে জীবন রবে না।
যে জানে সে বুঝে, অপরে বুঝে না॥ ১৩৩

না না না না না না কভু না জীবনে।
ত্যজিব আমি রে সতীত্ব রতনে॥
কি ফল বাঁচিয়া সে ধন বিহনে
কিং ফল অপ্রাণ শরীর ধারণে॥ ১৩৪

আয় রে অনঙ্গ যা পারিস কর।
মার চোখ শর, শরীর বিদর॥
রোমে রোমে তোর শায়ক প্রখর
বিঁধিয়া আমারে কর জর জর॥ ১৩৫

কেন আমি জ্বলি হায় এ জ্বালায়!
অসহ্য যাতনা সহা নাহি যায়॥
এইবার বুঝি তরুণ এ কায়
তার্পিনের মত দ্রব উড়ি যায়॥ ১৩৬

যায় যায় যাক্ বাঁচি তাহা হলে।
বসি এ যাতনা সহি কোন বলে॥
নারীরা অধীরা পদ্মদল জলে
চলে তারা অল্প বায়ু গতি হলে॥ ১৩৭

বহিলে প্রবল বেগে প্রভঞ্জন
দৃঢ় মূল পড়ে রসাল যখন ॥
অশ্বত্থ বিস্তৃত মেরুশৃঙ্গগণ
অচল বলিয়া যাদের বর্ণন ॥ ১৩৮

সহকার হীনা বসন্ত সঞ্চারে—
নব রসে পূর্ণা ; আশ্রয়ের তরে,—
পল্লবিনী যদি অন্য তরুপরে
পড়ে বায়ুভরে কে বিস্ময় করে ? ১৩৯

যে কামের তেজে জীবিজে ধরণী।
নারী খগী কীটা হইছে জননী ॥
যাহার মহিমা ঘুষিছে অবনী
কিরূপে তাহাকে আমি হেয় গণি ॥ ১৪০

সৃষ্টি হেতু এই প্রবৃত্তি প্রদান।
দোষ হেতু নহে মৈথুন বিধান ॥
যৌবনে এই ইচ্ছা স্বতঃ বলবান।
নহেত রহেনা জগৎ নির্ম্মাণ ॥ ১৪১

কামের কুহকে কাহার হৃদয়
বিমোহিত নাহি এ সংসারে হয় ॥
বিসর্জ্জিয়া বাঞ্ছা কোন জন রয়।
বলি বলি বলি কোন সন্ন্যাসীও নয় ॥ ১৪২

পতির বিহনে আমি অভাগিনী
যেরূপে পোহাই নিশি।
কুটীর ভিতরে দরিদ্রের বালা
আছে সম দুঃখে মিশি ॥ ১৪
বিধবা হইয়া জননী ইহার
লইয়া কন্যায় কোলে।
দ্বারে দ্বারে ক্লেশে মাগিয়া বেড়ায়
মেয়েটী পুষিবে ব'লে ॥ ১৪৪
মোর সহচরী ছিল অনাথিনী
দিতাম খাইতে সদা।
কভু ছিন্ন বাস দিতাম খুলিয়া
পরিত সুখে প্রমদা ॥১৪৫
কতদিন পরে ভদ্র বংশজাত
বিধাতা জুঠাল বর।
হইল বিবাহ মনের কৌতুকে
প্রস্তৃতি উৎসব পর ॥ ১৪৬
প্রমদার মাতা কহে ঠাকুরাণি
দীননাথ দিলা দিন।
দরিদ্রের বন্ধু তিনি বিনা ভবে
কে দেখে মুখ মলিন ॥ ১৪৭
নিশার নীহারে মুদিত কমল
খুলিতে তিনিই ভানু।
তাঁহার দয়ায় যাপিয়া যামিনী
আমরা বিভাত পানু ॥ ১৪৮

দুটী মায়ে ঝিয়ে কত কষ্ট পাই
তরঙ্গে আকুল প্রাণ।
হেন কালে তিনি জামাতার রূপে
দারু করিলেন দান॥ ১৪৯

আর ভয় নাই ভয়াল্ জীবনে
তরিব সাহস করি।
ধরিয়া ইহায় যা'ইব উভয়ে
তাঁহাবে সদায় স্মরি॥ ১৫০

যদি আজি মরি আমি ঠাকুরাণি,
অনেক মঙ্গল মম।
জানিলাম মনে কন্যা অভাগিনী
পাইল সুখ সংযম॥ ১৫১

কাহার নিকটে রাখিব ইহায়
ভাবিয়া কেঁদেছি কত।
কেবা মুখপানে চাহিবে আমার
প্রমদার যবে নত॥ ১৫২

জগতে বান্ধব কোন জন নাই
জান তাহা সমুদয়।
কি আর কহিব এবে বাছা সুখে
স্বামী সনে যেন রয়॥ ১৫৩

আশীর্ব্বাদ কর এক প্রেম হতে
দিনের পাইব লাগ।
অন্ধকার ঘরেং তারা শত শত
ফুটুক ছুটা'য়ে রাগ॥" ১৫৪

কিন্তু হায় বিধি কি বঞ্চনা তোর
কি লীলা এ ভূমণ্ডলে !
বালকের মত গড়িয়া পুতুলে.
ভাঙ্গিয়া ফেলাস জলে। ১৫৫
অভাগিনী মনে কত দিন হতে
আগাছায় আচ্ছাদিল।
সহসা আসিয়া কাটিয়া সে সবে
(যদি এই ইচ্ছা ছিল) ১৫৬
উর্ব্বরা করিয়া কেন আশালতা
রোপিলে বা সযতনে।
যেন অল্পদিনে নন্দন হইতে
আনিবে কুসুম বনে॥ ১৫৭
সুন্দর বল্লরী নবীন পাতায়
কেবল বলিছে সুখে।
দুটি বা একটী কেবল কলিকা
দেখা যায় মধুমুখে॥ ১৫৮
এ হেন সময়ে ছেদিয়া তাহায়
গেলে ত্যজি উপবনে।
জামাতা তাহার সন্ন্যাসী হইয়া
গেল ছাড়ি পরিজনে॥ ১৫৯
বিদরে রে হিয়া করিলে স্মরণ
প্রমদা জননী দুঃখ।
পুনঃ অন্ধকারে যাইল রে হায়,
শার ক্ষণজ্যোৎস্না মুখ॥ ১৬০

সুখের বাসনা যত বিহঙ্গম
থাকিতে তাহার পতি।
চরিত হেলায় তারা অস্তগত
নীড়ে করে নিবসতি ॥ ১৬১

নিদ্রায় নীরব ছিল মৃতপ্রায়
হেন কালে স্বপ্নে যেন।
পেয়ে রাজ্যধন সকলি হারায়
ক্ষিপ্ত ভিখারীর মন ॥ ১৬২

উজল চাঁদের বিমল আলোকে
দিনমণি বুঝি এল
বুঝি ঘোর নিশি এত কাল পরে
পুনঃ এবে পোহাইল ॥ ১৬৩

ডাকিয়া উল্লাসে জগত জাগায়
দলে দলে বীচি প্রায়।
চাঁদ অস্তগতে নিরাশ হইয়া
সাগরে মিশিয়া যায় ॥ ১৬৪

হায় অভাগিনী মলিন বদন
আকাশ জলদ জালে।
কেবল ভ্রমিত একা বনে বনে
ধারা শূন্য গ্রীষ্ম কালে ॥ ১৬৫

ত্যজিল আহার যা কিছু মিলিত
মরি কি দুঃখের কথা।
কন্তকার তরে প্রসূতির এত
মরমে লাগিল ব্যথা ॥ ১৬৬

গেল কিছুদিন শুকাইল তরু;
একটী প্রশাখা পরে
যে শ্যামল পাতা মোহিত নয়ন
সহস্র কুসুম ধরে॥ ১৬৭

প্রমদার রূপ মলিন বসনে
পূর্ণ শশী অন্ধকারে।
দেখিয়া সকলে হইল অবাক
পুরুষে ভুলিতে নারে॥ ১৬৮

দেখি মাঝে মাঝে ঘূরে যুবাদল
পরিয়া সুন্দর বাস।
কেশ বিনাইয়া কামিনীর মত
কভু গীত কভু হাস॥ ১৬৯

দুঃখিনী প্রমদা সদা ঘরে রয়
কেন! কে বলিতে পারে।
অনাথা হরিণী কানন ভিতরে
মন কথা কহে কারে॥ ১৭০

কিছুদিন পরে বাহিরিল বালা
দিক আলো করি চলে
সহসা প্রদীপ বিলোকিত হয়ে
যেন পুনঃ তেজে জ্বলে॥ ১৭১

রে পাঠক দয়াশীল ক্ষম এ বালায়
একাকিনী নাহি জানে কি বিপদে যায়॥১৭২
জ্ঞানবান তুমি, তবু দেখ কত বার
কাল প্রলোভনে প্রায় খুলে দেছ দ্বার॥ ১৭৩

কত বার সে রাক্ষস পশিয়া অন্তরে
পবিত্র তোমার চিত্ত কলুষিত করে ॥ ১৭৪
দরিদ্র তনয়ে হেরি ঘৃণার্হ প্রকৃতি
সহসা ভেবোনা তারে শিখিবেনা নীতি ॥ ১৭৫

মানব তোমার মত স্থানের প্রভেদ
আন তবে হেথা, তার ঘুচিবেক ক্লেদ ॥ ১৭৬
অসতী বিধবা যদি কর দর্শন
ভাবিবে সে হত তব প্রেয়সী মতন ॥১৭৭

পতিপ্রাণা লজ্জাশীলা চারু সবগুণে
যদি সে পাইত পুনঃ পতি কোন জনে ॥ ১৭৮
ইন্দ্রিয় সকল তার তোমার যেমন
তেমনি প্রণয় ইচ্ছা সেইমত মন ॥ ১৭৯

এই সব বিধিস্থানে সকলে সমান
কেবল মানুষ হাতে বিভিন্ন বিধান ॥ ১৮০
রে মানুষ ! কেন তোর এত অত্যাচার !
নশ্বর সামগ্রী তুই তোর এ বাহার ॥ ১৮১

তুই দণ্ড ! যাবি তুই শমনের ঘরে !
কীটের আহার ! তাই প্রকৃতি উপরে ॥ ১৮২
নিয়ম চালাস এত ! আস্পর্দ্ধা বিষম
ক্ষণ ছায়া নহে তোর অহঙ্কার কম ॥ ১৮৩

হায় হায় ওই শুন সম্বোধি সঙ্গিনী
মৃদুস্বরে বলিতেছে বিশ্বস্তা কামিনী॥ ১৮৪
নীরবে অন্তরে থেকে শুন যুবাবর
ভুলো শেষে হও যদি নিরেট প্রস্তর॥ ১৮৫

বাসনা কোরক হৃদয় ফাটিয়া
বাহির হইল সই!
ক্রমশঃ নিতম্ব ফুলিয়া উঠিল
যদিও বিধবা রই॥ ১৮৬

চঞ্চল নয়ন পুরুষেই ধায়
তাহাতেই লভে রতি!
বুঝাই মনেরে আমি অভাগিনী
তবু হই ঋতুমতী॥ ১৮৭

কি জানি কেমনে অনঙ্গ আপনি
শরীর কম্পিত করে।
বুঝিনা বুঝিনা বুঝেবা বুঝেন
পুরুষে অঙ্গ শিহরে॥ ১৮৮

ব্রহ্মচর্য্য বলে তাই আমি করি
দেহে আমি মাখি ছাই।
তবু অবয়ব বাকা শশী হল
এ লাবণ্য কেন পাই॥১৮৯

হাসিলে মধুর শোভে এ অধর
বচনে কোকিলা গায়।
চাহিলে হেলায় অপূর্ব্ব বিলাস
কেন, সখি, হয় তায়॥ ১৯০

পুরুষের তরে যদি আমি নই
কেন তবে হই হেন ?
প্রকাশে বলিনা অঙ্গ কিন্তু বলে
সকলে বুঝেনা কেন ? ১৯১

এই দেখ বিনোদিনী উন্মাদিনী প্রায়
চিন্তাকবে কি প্রকারে যামিনী কাটায় ॥ ১৯২
কতক্ষণে হল মনে সুন্দর বদন
সৌম্য ছায় দৃঢ কায় ভ্রাতৃ বন্ধুজন ॥ ১৯৩

শিশুকালে একস্থলে মিলিয়া সকলে
খেলে সুখে হাসি মুখে সুলভ কুশলে ॥ ১৯৪
কেহ কহে যদি দোহে বিবাহ হইত ।
কামবতি সে সংহতি হেরিলে ঈর্ষিত ॥ ১৯৫

কিন্তু হায় বিধি যায় হইল বিমুখ
কেমনে সেজনে বল হইবে বা সুখ ॥ ১৯৬
গ্রামবাসী কিম্বা দোষী জাতীয় কারণে
জানি না কি হানি হল মিথুনে মিলনে ॥ ১৯৭

ফুলপ্রায় বড় হয় হল ফল দিনে ।
ক্রমে ভিন্ন উভে ছিন্ন পৌছিলে যৌবনে ॥ ১৯৮
ভ্রাতৃসহ কেন অহঃ যদি দেখা হয়
পূর্ব্বমত প্রেমোৎগত বলে না উভয় ॥ ১৯৯

আজি তারে মনে করে সহসা ভাবিল
যাব পাশ মনঃ আশ বিধি পূরাইল॥ ২০০
কিন্তু ভয় যদি হয় বিতৃষ্ণা তাহার
লোকে জানে কোন মানে ফিরিব আগার॥ ২০১
যাহা হ'ক যে জানুক পারিনা থাকিতে
যাই চলি নম্র বলি চেষ্টিব তুষিতে॥ ২০২
এই মনে বাহিরিল ফিরিল আবার
আইল ফিরিল পুনঃ তিন চারি বার॥ ২০৩
অনন্তর উন্মদনা দ্রুতপদে চলে,
না দেখে নয়নে কিছু ; কিছু নাহি বলে॥ ২০৪
"যেওনা বস হে সতি যেওনা অসতে ;
করনা বিমল কান্তি মলা কলঙ্কেতে॥ ২০৫
আইল শুইয়া যথা যুবক সুন্দর
(পাঠক তুমি কি বুঝ কত মনোহর)॥ ২০৬
চন্দ্রের আলোক মুখে হয়েছে পতন
দেখিল বিহ্বলা যুনী সতৃষ্ণ নয়ন॥ ২০৭
বাম হস্ত পদ্ম পরে মস্তক রাখিয়া
বিশাল দক্ষিণ বাহু উরুতে স্থাপিয়া॥ ২০৮
খট্টাঙ্গে, পুরুষ শ্রেষ্ঠ, রয়েছে শয়ন
দেখ তব পার্শ্বে এক যুবতী রতন॥ ২০৯
সভয়ে নিতান্ত ইচ্ছা জাগায় তোমায়
কিন্তু লজ্জা ; করে স্পর্শে, তুলে পুনরায়॥ ২১০
কতবার এই মত, কতক্ষণ যায়,
হইল সহসা শব্দ, কাঁপে তাঁর কায়॥ ২১১

পাছে কোন লোকে এসে করিবে দর্শন।
কি বিষম লজ্জা, হায় হইবে তখন ॥ ২১২
চাহে রামা চারিদিকে তুমিত চাহ না
নিশ্চিন্ত অন্তরে তুমি সে কষ্ট জান না ॥ ২১৩
ফিরিয়া শুইলে ; ভয়ে ভাবিছে কামিনী
পাছে জেগে দেখ তারে। এমনি কাহিনী ॥ ২১৪
এইরূপ প্রণয়ের—ইচ্ছা করে যাহা
ইচ্ছা করে পুনরায় নাহি হয় তাহা ॥ ২১৫
জ্বলিল প্রদীপ ঘরে। কান্দিল বালক।
সত্রাসে পালঙ্ক তলে—চিন্তার কণ্টক ॥ ২১৬
বিন্ধিতে লাগিল হৃদে—কুসুম সমান
অদ্যাপি রয়েছে এই সাহসিকা প্রাণ ॥ ২১৭
ক্রমেতে উঠিলে তুমি মূত্রত্যাগ তরে
হেরিলে প্রশান্ত চন্দ্র প্রফুল্ল অন্তরে ॥ ২১৮
নীরব ধরণী এবে—সকলি কুশলে
নিদ্রায় বিশ্রাম লভে জীবিত মণ্ডলে ॥ ২১৯
কেবল বৃক্ষের পত্র অল্প-সমীরণে
সরিয়া ছায়ায় গতি করে ক্ষণে ক্ষণে ॥ ২২০
খদ্যোতিকা মাঝে মাঝে দুর্ব্বার উপরে
জ্বলিতেছে টিপ্ টিপ্ মন্দ আলো করে ॥ ২২১
কখন বা ক্ষু ক্ষু শব্দ হয় কোন ঘরে
শ্লেষ্মা বৃদ্ধি বৃদ্ধকাশে—যুবক না সরে ॥ ২২২
আইলে শুইলে তুমি—নিস্তব্ধ সকল।
বাহিরিল রামা তবে ; ভয়েতে বিহ্বল ॥ ২২৩

প্রবল অনঙ্গবাণ নাহি ডরে আর।
ভাবিছে কেমনে এ বিপদে হবে পার॥ ২২৪

পড়িল বিটপীপত্র সম্মুখে তাহার।
মহা ভয়ে কাঁপে কায় দশ পা সরিয়া যায়
দেখিয়াও চেতঃ কম্প নয় কমিবার॥
পড়িল বিটপী পত্র সম্মুখে তাহার॥ ২২৫

কি হল পশ্চাতে শব্দ—চাহিল ফিরিয়া।
ভাবিল আসিছে কেহ, "জানিবে" কাঁপিছে দেহ
চলিল ত্বরায় পুনঃ, কিছু না দেখিয়া॥
কি হল পশ্চাতে শব্দ—চাহিল ফিবিয়া॥ ২২৬

কতবার এইরূপ—তবু নারী চায়।
নানা বাধা পেয়ে মুখে দুর্ব্বল বালক দুঃখে
প্রতিকূল জলে যবে সে তরী চালায়॥
কতবার এইরূপ তবু নারী যায়॥ ২২৭

কত চিন্তা উপজিছে কত ভয় মনে।
না চলে চরণ তার তবু হবে যাই বার
সদা শঙ্কা পাছে আসি দেখে কোন জনে।
কত চিন্তা উপজিছে, কত ভয় মনে॥ ২২৮

মধ্য পথে করে এক সাপিনী শয়ন।
শুনিয়া চরণ ধ্বনি গর্জ্জিয়া উঠিল ফণী
ফোঁঃ ফোঁঃ স্বনে থর থরে রজনী সবন।
মধ্য পথে করে এক সাপিনী শয়ন॥ ২২৯

ও মা মা মলুম বলি বালিকা কাঁদিয়া
ত্যজিয়া লজ্জার ভয় করিল সে ভূমিময়
ও মা মা মলুম শব্দ—নিশ্বাসে দৌড়িয়া।
ও মা মা মলুম বলি বালিকা কাঁদিয়া॥ ২৩০

ছুটিয়া পালায় বালা ত্রাসে কত দূরে।
ছিন্নপাল তরী প্রায় প্রবল পবন ঘায়.
নাহিক সাহস তার শীঘ্র পুনঃ ফিরে॥
ছুটিয়া পালায় বালা ত্রাসে কত দূরে॥ ২৩১

কিন্তু কি করিবে হায় না আইলে নয়।
শুধু দৃষ্টিপথ পানে রক্ষিবারে লোকে মানে
প্রাণ ত্যজিবারে যুনী নাহি করে ভয়।
কিন্তু কি করিবে, হায়, না আইলে নয়॥ ২৩২

এইরূপে কিছু দূরে করিতে গমন।
চন্দ্র গেল অস্তাচলে আবরি সকল স্থলে
অন্ধকার বস্ত্র দিয়া—বিপণি-রক্ষণ।
এইরূপে কিছুদূরে করিতে গমন॥ ২৩৩

বিষম ভাবনা এবে কি হবে উপায় !
করে রামা হায় হায় পড়িয়া কঠিন দায়
কিরূপে আলয়ে আজি নিশি যোগে যায়
বিষম ভাবনা এবে কি হবে উপায় ॥ ২৩৪

দেখিল সমুখে শুভ্র বসন পরিয়া
দাঁড়াইয়া একাকিনী আছে এক নিতম্বিনী
অন্ধকারে খদ্যোতিকা সমান শোভিয়া
দেখিল সমুখে শুভ্র বসন পরিয়া ॥ ২৩৫

ভাবিল সরলা বালা হইবে ডাকিনী।
কাঁপিতে লাগিল কায় সে বামা নাহিক যায়
সে না শঙ্কে সমজাতি নিশায় সঙ্গিনী।
ভাবিল সরলা বালা হইবে ডাকিনী ॥ ২৩৬

কিছু দূর গিয়া পুনঃ হল বিবেচনা
যাইতেছে কয় জন কাল ভীম দরশন
অচেতন ভূত ভয়ে হইল ললনা।
কিছু দূর গিয়া পুনঃ হল বিবেচনা ॥ ২৩৭

খদ্যোতিকা ক্ষণ আলো ক্ষণ অন্ধকারে
কভু জ্ঞান পরিহরি কভু বা সাহস করি
উপনীত ক্রমে বালা আলয়ের ধারে।
খদ্যোতিকা ক্ষণ আলো ক্ষণ অন্ধকারে ॥ ২৩৮

প্রবাহে তরণী হইলে মগ্ন
আরোহী যেমনি সাঁতার করে।
এ বালা সুন্দরী কত যতনে
পুনঃ বল ধরি আইল ঘরে ॥ ২৩৯

শুইল শয্যায় শ্রান্ত শরীরে
সুষুপ্তি তাহায় বিশ্রাম দিলা।
ব্যাধিবান জনে বৈদ্য প্রধান
ঔষধ প্রদানে ব্যাধি নাশিলা ॥ ২৪০

আইল স্বপন সঙ্গিনী তার
লইল আসন তরুণী শিরে।
উন্নতির সনে দূর আকাঙ্ক্ষা
আক্রমিল জনে বিনাশ তীরে ॥ ২৪১

দেখিল কামিনী জাগিয়া যেন
কাঁদিছে জননী মায়ার তরে।
আসিয়াছে বর লইবে তায়
যাবে শশধর শ্বশুর ঘরে ॥ ২৪২

কতই আদর করে সকলে
ভগিনী সোদর পিতার কুল।
কত দেয় খেতে কত বা কয়
বাধে কাজে যেতে—নয়ন ফুল ॥ ২৪৩

প্রতিবাসী বালা আইল ত্বরা
সবেই আকুলা বিরহ ভরে।
পূর্ণিমা রজনী তারকা যেন
ম্লান নিশামণি অভাব স্মরে॥ ২৪৪

উত্তম বসন আনিল সবে
দিল আভরণ নয়ন তুষি।
শোভিল নন্দিনী লতিকা প্রায়
বসন্তবর্ত্তিনী জননী খুসি॥ ২৪৫

স্বামিসহবাসে সহর্ষ রামা
দিনকর পাশে পঙ্কজ প্রায়।
বিকাসিল মুখ সদাই হাসি
বিতরিয়া সুখ সুধা সবায়॥ ২৪৬

পুত্রবধূ ঘরে আইল যবে
বিহ্বল অন্তরে বল্লভ মাতা।
করিলেন কোলে নবনী কন্যা
জিনি হারে দোলে সুরূপ যুতা॥ ২৪৭

চুম্বি চন্দ্রানন আনন্দে মজি
কহিলা তখন স্বামি-সবিতা।
জ্বালিলে, নন্দিনি, সুখ প্রদীপ
মধুর হাসিনি, মিত-ভাষিতা॥ ২৪৮

"কমলা প্রতিমা বধূটী মোর
উৎপদে চন্দ্রিমা চারু বদনে"
কহিলা শ্বশুর পুলকে মাতি
"আলো কর পুর শুভ নয়নে ॥ ২৪৯

স্বামীর ভগিনী কত যতনে
রহিল সঙ্গিনী দিনের বেলা।
নিশি আগমনে প্রাণেশ পাশে,
রাগিণী শ্রবণে প্রীতিকে দিলা ॥ ২৫০

"এস প্রাণ সমে প্রেমের চিত্র
বস নিরূপমে হৃদয়ে পাখী।
মোহিবে শ্রবণে বল্লভ বলি
মধুর কূজনে অস্ফুট ডাকি ॥ ২৫১

তুষিয়া কামিনী বিনয় বাক্যে
সুমন্দ গামিনী ভূষিতা তায়।
স্বেদময় করে শিশিরে লতা
ধরিলা সাদরে স্বামী জায়ায় ॥ ২৫২

বাজিল কঙ্কণ উঠিল মোহ
দুর্ব্বল তখন ভূতল পরে।
বসিল নবীনা খসিল বাস
বাণী দানে দীনা দয়িত ধরে ॥ ২৫৩

কভু কি ললনে জনমে তুমি
যে সুখ স্বপনে দেখিলে আজি।
ভুঞ্জিবে ধরায় প্রণয়ী সহ
লজ্জালু লতায় শরমে লাজি ॥ ২৫৪

সকলি সমান সকলি যুনী
সবে পঞ্চবাণ প্রহার করে।
প্রণয় সকলে সমান থাকে
কোন দোষ বলে তোমায় নরে ॥ ২৫৫

পুলকে সঙ্গিনী তুমি কি স্থির ?
শুনি প্রেমবাণী বাসনা নাই
সুবর্ণে নির্ম্মাণ দেবতা মূর্ত্তি
কর কি গো জ্ঞান চন্দনে ছাই ॥ ২৫৬

বাজিল কঙ্কণ রমণী রতন
জাগিল তখন নয়ন খুলি।
দেখায় যেমন ক্রমশঃ পবন
সুনীল বরণ জলদগুলি ॥ ২৫৭

শুনিল ডাকিছে ভগিনী হাকিছে
তাতেই বাজিছে দ্বারেতে ঘন।
নহে যুবাপতি কৰিয়া মিনতি
যাচে "দাও, সতি" প্রণয় ধন ॥ ২৫৮

ভানু দরশনে চমকিয়া মনে
টানিয়া বসনে ত্বরিতে বালা।
কবাট খুলিয়া শুনিল লাজিয়া
"সুভগী বলিয়া হইলি কালা" ॥ ২৫৯

"কত ডাক ডাকি তাও শুন নাকি
এবে নিশি বাকি কি লাজ তোর।
যাইলে শয়ন আর কি কখন
হয় না লো মন করিতে ভোর ॥" ২৬০

না বলি বচন বিনত বদন
মুছিয়া নয়ন ক্ষণেক পরে।
কি যেন ভাবিয়া ঈষৎ হাসিয়া
"তুমি কি বলিয়া সকাল করে" ॥ ২৬১

সুখের যামিনী সকালে যায়
তাও কি, যুবতি, জাননা, হায়! ॥ ২৬২
জাননা, জানিবে দেরি ত নাই
আমিত দুঃখিত ভাবিয়া তাই ॥ ২৬৩

যে অলর্ক বিষ খেয়েছ কাল
বিংশতি বরষে যাবে না ঝাল ॥ ২৬৪
গলিবে মরিবে আপনি জ্বলি
কাকো না পাইবে জুড়াতে বলি ॥ ২৬৫

এই ত পেয়েছ প্রাণের বোন
বলনা ইহাকে "দিদি লো শোন ॥ ২৬৬
বিগত নিশিতে ঘুমাই নাই
তাতেই উঠিতে এ দেরি, ভাই" ॥ ২৬৭

বলনা ইহাকে গেছিলে কোথা
বলনা সকল মরম ব্যথা ॥ ২৬৮
শুনেছি যাতনা অধিক হলে
কমায় মানুষে অপরে ব'লে ॥ ২৬৯

তবে তুমি কেন নীরব এত ?
আর কে আছে বা মনের মত ? ২৭০
আছে কি গো কেহ বুঝিতে দুঃখ ?
পাইবে অনেক করিতে সুখ ॥ ২৭১

লতা যথা ঘুরে আশ্রয় তরে
যৌবনেও মন তেমনি করে ॥ ২৭২
এদিকে ও দিকে চলিয়া যায়
সহজ পাইলে কাটিয়া ধায় ॥ ২৭৩

বাহিনী যেমতি বালুকাতলে
বুঝিয়া বুঝিয়া ঘুরিয়া চলে ॥ ২৭৪
কোন জন আছে ! কে বলিতে পারে
যার মন নহে প্রণয়ী কারে ! ২৭৫

কোন জন আছে জগত পরে
যার সুখ সদা আপন করে। ২৭৬
আপন জীবনে আনন্দ যার
পর হাসি নহে মুকুতা হার! ২৭৭

ইন্দ্রিয় নিচয় যাহার রয়
ইন্দ্রিয়ের কাজ তাহারই হয়॥ ২৭৮,
চা'ল নাই বলে ক্ষুধা কি যায়!
অখাদ্য খাইতে বুভুক্ষা ধায়॥ ২৭৯
তেমতি নিস্পতি মন্মথ শরে
জর জর হয়ে অবৈধ করে॥ ২৮০

বাতায়ন মাঝ দিয়া ভানুর কিরণ
অল্প অল্প করিতেছে ধীরে আগমন॥ ২৮১
ভাবিতেছে বিভাকর নলিনী যুগল
ফুটে সে খট্টাঙ্গ সরে শোভি গৃহতল॥ ২৮২
অভিমানে তারে দেখি লভিতে আদর
চাতুরী করিছে প্রিয়া যাইয়া অন্তর॥ ২৮৩
কিন্তু ভয় যদি হয় পরের রমণী
মানিনী করিবে কোপ, ভৎসিবে অমনি॥ ২৮৪
দু একটী মিষ্ট কথা, হাসিবা কথন
বাহিরিছে গৃহ ছাড়ি, বাহক পবন॥ ২৮৫

যেমন পঙ্কজ মধু লোলুভ ভ্রমর
যাহা পায় তুলি মুখে পালায় সত্বর ॥ ২৮৬
তাহা শুনি পাখী দল কোকিলা সঙ্গিনী
ঘেরিয়াছে চারিদিকে শিখিতে রাগিণী ॥ ২৮৭
নানা রব করিতেছে, দিতেছে ঝঙ্কার
দেখিছে উৎকৃষ্ট শিখা হইয়াছে কার ॥ ২৮৮
উভয়ে যুবতী শোভে উভয়ের মন
বিবিধ কুসুম পূর্ণ ধনী উপবন ॥ ২৮৯
সুখ পরে সুখ চিন্তা চিত্ত-সরোবরে
সদা উঠে বীচিমালা বয়ো বায়ুভরে ॥ ২৯০
আনন্দে সতত রহে মকরন্দময়
উভয়ে সংসার তাপে আজো তপ্ত নয় ॥ ২৯১
দ্বেষ নাই, হিংসা নাই, শোক নাই মনে।
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিমল জীবনে ॥ ২৯২
আকাশের নানা বর্ণ, পার্শ্ব তরুরাজি
হইয়াছে প্রতিভাত, শিল্পি-চিত্র লাজি ॥ ২৯৩
যে দিকে, যেখানে যাহা, তাহাই নন্দন।
পুষ্প, বালহাসি, মেঘ, বিহগীনর্ত্তন ॥ ২৯৪
এমন সুখেব আহা রমণীর মন
ভগু বিধি আমাদের করে ভীম বন ॥ ২৯৫
ঘোরতর বন বিধবা যখন
নাহিক আনন্দ তায়।
নীরব নির্জন ভয়াল তখন
কোন পাখী নাহি গায় ॥ ২৯৬

অন্ধকারময় কিছু দৃশ্য নয়
দেখিলে শঙ্কিত হিয়া।
যদি কিছু হয় বিভীষিকাময়
হৃদয়ে কাঁপায়ে দিয়া॥ ২৯৭
কখন দারুণ প্রজ্বলে আগুণ
শিখায় ধসিয়া দেশ।
বিস্ফোটক গায় উঠে সেই বায়
নিশ্বাস লইতে ক্লেশ॥ ২৯৮
উদ্ভিদ শ্যামল নাহি কোন স্থল
শুধু ধূধূ ধূধূ করে।
ঝলসে নয়ন অন্তর দহন
হয় ভীম ভাব স্মরে॥ ২৯৯
শীত বা বর্ষণ যন্ত্রণা কারণ
কিছুতে আনন্দ নাই।
মধ্যাহ্ন মিহির নিশীথ তিমির
শান্তি নাই কোন ঠাই॥ ৩০০

দেখিলাম সুলোচনা শিশু করি কোলে
আনন্দিত হইতেছে তার আধ বোলে॥ ৩০১
বলিছে সহস্র কথা; উভয় আঙ্গুলে
কভু টিপে গাল কভু মুখে চুম্ব তুলে॥ ৩০২
কত লালা পড়িতেছে সে ক্ষীর-শরীরে
সদা পরিষ্কৃত যাহা স্নিগ্ধ গন্ধী-নীরে॥ ৩০৩
একবার করে হাতে; একবার বুকে
একবার চিহ্নদেশ করিতেছে মুখে॥ ৩০৪

কত যে আনন্দ তার—সোণার পুতুল—
কোমল বালিকা করে আহ্লাদ অতুল ॥ ৩০৫
শিশুর সস্মিত মুখ কামিনীর তাই।
ইহা চেয়ে নারীদের আর সুখ নাই ॥ ৩০৬
ভুলিয়াছে সব জ্বালা নিশির স্বপন।
রোমে রোমে হর্ষ এবে—হর্ষে পূর্ণ মন ॥ ৩০৭
"চিনিস্ কি, যাদু ধন, কে হয় তোহার ?"
বলে রামা নিরখি আসিছে পিতা তার ॥ ৩০৮
"চিনে রাখ এই বেলা ; কত দিন পরে
দেখা পাবি পুনরায় কে বলিতে পারে" ? ৩১৯
চাহে এক দৃষ্টে শিশু শির ফিরাইয়া
চুম্বন লভিয়া গণ্ডে ঈষৎ হাসিয়া ॥ ৩১০
করিল জনক কোলে—দাঁড়াইল দাসী
জননী সে দৃশ্য দেখি পার্শ্বে মনে হাসি ॥ ৩১১
কার মনে কত ভাব বালক অজান
উদাসীন শশধর শোভিয়া বিমান ॥ ৩১২
কোথায় কুমুদ ফুটে—আনন্দ সাগর
উথলিছে কোন স্থানে—জানে সুধাকর ? ৩১৩
এমন সুখের শিশু জননীর কোলে
যাহাতে প্রসূতি তার সর্ব্ব দুঃখ ভুলে ॥ ৩১৪
দেহ হতে নব দেহ, হৃদয়ের ধন।
জীবন হইতে চারু জীবন সৃজন ॥ ৩১৫
তুমি কি পাইবে, সতি, এ মর্ত্তজীবনে ?
তব অন্ধকার নিশি শোভিতে কিরণে ? ৩১৬

কিছু কথা পর. সেই যুবা কয়
বিদায় হইয়া গেল।
প্রেয়সীর মনে প'ল সেইক্ষণে
দারুণ বিরহ শেল ॥ ৩১৭

কিন্তু সেই শেল হবে উন্মোচিত
যাতনাও ফুরাইবে।
সে বিষম তৃষা হবে নিবারিত
স্নিগ্ধ বারি প্রবর্ত্তিবে ॥ ৩১৮

যে যুবী বিধবা তার কি তেমন
আশা কি তাহারে ধরে।
জনমের মত! তার কি আবার!!
সে কি সুখ পাবে পরে! ৩১৯

অপার সাগরে ভগ্ন তরী যিনি
বিধবা তেমন হয়!
উপকূল হীন প্রাণে আশা নাই
শমন চৌদিকে রয় ॥ ৩২০

কিম্বা মগ্ন জনে যাতনা অবধি
সহজে হইয়া যায়।
বিধবার প্রাণ সদা সহি ক্লেশ
দীর্ঘ কালে নাশ পায় ॥ ৩২১

তুষের আগুণে রোমে রোমে জ্বলে
দিন দিন হয় ক্ষীণ।
পূর্ণ শশী প্রায় বহু যামা ধরে
ক্রমে ক্রমে হয় লীন ॥ ৩২২

তাহার অন্তর প্রকাশিতে মোর
একটু সামর্থ্য নাই।
সেই রূপ তমঃ কোথাও দেখিনি
সেই ক্লেশ পাই নাই ॥ ৩২৩

এ দুঃখ কাহিনী আর কি লিখিব
বিধবা হইল বালা
অনাথা হইল মন্মথ সঙ্গিনী
ফুরাইল সুখ খেলা ॥৩২৪

মৃত্যুসংবাদ। হাসি মুখ চিঠি নিল—ফল তুলি নিল।
খুলিল, পড়িল—খেল, বিবর্ণ হইল ॥ ৩২৫
কি হয়েছে? কুমী ব্যথা? ক্রমে অন্ধকার।
সর্প বিষ পূর্ণ পত্র—অস্বপ্ন ব্যাপার! ৩২৬
কাঁদে এবে উচ্চ রোলে (সহসা আগুন
লাগি যথা রাত্রে ঘরে) বাড়িল দ্বিগুণ
সবে আসি যোগ দিল। ক্রমে শান্ত হল
(ঝড়পতে যথা দিক্) সেই গৃহ তল ॥ ৩২৮
সব নৌকা হর্ষে চলে—বিবিধ সাজনা।
কেবল সে রম্য তরি—সেই সুবদনা
আর না হাসিয়া চলে—আর নাহি কাঁদে
সদাই সচিন্ত মুখ—সদাই বিষাদে ॥ ৩৩০
সে প্রবাতে সেই মগ্ন—সেই একাকিনী
আর সবে ক্ষণেমাত্র ক্রন্দনে সঙ্গিনী ॥ ৩৩১
সাধের সিন্দূর বিন্দু পরেছিল ভালে
প্রায়াস্ত অরুণ দগ্ধ প্রদোষের কালে ॥ ৩৩২

অথবা রক্তিম মেঘ গভীর জলদে
আবরি সঙ্কীর্ণ স্থান, যবে জনপদে
ত্যাজি রবি গৃহে যান। কেশাবলি মাঝে
আমরি কি শোভা আজি! কি অপূর্ব্ব সাজে!! ৩৩৪
ধুইল জনম তরে – খুলি দিল বেণী।
আর না চর্চ্চিবে গন্ধে সেই নাগশ্রেণী!
আপাদ ঝুলিত তারা—দেখাত গৌরব।
সকলে করিত হিংসা—অতুল বিভব॥ ৩৩৬
কত যত্নে তাহাদের হইল পালন।
কত তৈলে, কত রৌদ্রে, কত বা কর্ষণ॥ ৩৩৭
কালিকা বলিত সবে—উল্লাস হইত।
আজি সুকেশিনী, হায়, সে বাঞ্ছা নাশিত॥ ৩৩৮
গৌরবে না করে আর কেশ প্রকাশন
আষাঢ়ে ময়ূরী যথা আনন্দান্ধ মন॥ ৩৩৯
ধূলায় মিলিত হলে নাহি ক্লেশ আর
সঙ্গিনী মণ্ডলে আর দিবে না বাহার॥ ৩৪০
তার দিন শেষ হল, খেলা সমাপন।
এখন কেবল তার জীবিতে মরণ॥ ৩৪১
কাঞ্চন কঙ্কণ, গলে মুকুতার মালা,
শ্রবণে কুণ্ডল—সব ত্যজিলেক বালা॥ ৩৪২
চরণে খসিল মল—রুণু রুণু ধ্বনি
বলিবে না বার্ত্তা তার মন উল্লাসিনী॥ ৩৪৩
যেখানে যে অলঙ্কার সকলি ত্যজিল।
ত্যজিল মধুর হাসি—বিমর্ষ হইল॥ ৩৪৪

বিধবা দর্শনে।

দশমীর অবসানে, বিসর্জ্জন কালে
ত্যজিলা প্রতিমা যেন রাংতা ভূষাজালে ॥ ৩৪৫
অথবা পলাশ তরু বসন্ত গমনে
শুধু দারু মাত্র রহে ছাড়ি পুষ্পগণে ॥ ৩৪৬
শুকাইল মুখপদ্ম – জলাশয়াহৃত
কামিনীর সুখ আশা পতির সহিত ॥ ৩৪৭
তেমনি সে মুখছবি, তেমনি নয়ন
আকর্ণ লুম্বিত দীর্ঘ চারু আয়তন ॥ ৩৪৮
তেমনি সে সুভ্রূ রহে কিন্তু কান্তি নাই।
শরন্নিশা শশী যেন গ্রীষ্ম দিবা ঠাই ॥
নিতম্ব দুলিয়া চলে চারু নিতম্বিনী।
ললিত গমনে গতি—শ্বেত মরালিনী ॥৩৫০
স্বাভাবিক পাদক্ষেপ কেমনে ত্যাজিবে।
আপনি ঢুলিছে ভারে কেমনে রাখিবে ॥ ৩৫১
কিন্তু তাতে শ্রীই নাই, মোহে না নয়ন।
দশকের নেত্র আর করে না বন্ধন ॥ ৩৫২
পুরাতন দুগ্ধ প্রায় অবয়ব তার।
বাহ্যিক শাদাই আছে কিন্তু নাহি তার ॥ ৩৫৩
শিশুকালে যে প্রান্তরে করিয়াছি খেলা
আনন্দে মোহিত হয়ে অপরাহ্ন বেলা ॥ ৩৫৪
আজি রোগে শোকে দৈন্যে চিন্তা দগ্ধ মন।
দেখি যথা সেই স্থান নিরামোদ বন ॥ ৩৫৫
যদিও তেমনি রহে লতা গুল্ম রাজি
সে পুকুর সে অশ্বত্থ সেইরূপ সাজি ॥ ৩৫৬

কি উপমা দিব আহা বিধবা বালার!
ভগ্ন রাজবাটী নহে তুলনা তাহার॥ ৩৫৭

কদাচিৎ দেখ তারে সদা থাকে অন্ধকারে
অন্তঃপুরে সদাই নিবাস।
বাতায়ন ধারে আর দেখিবে না সে আকার
অস্ত তারা ত্যাজিয়া আকাশ॥ ৩৫৮

কোকিল গঞ্জন করি আর না পূরিবে পুরী
কলস্বরে থাকিয়া মন্দিরে।
ঝন ঝন ধ্বনি আর বলিবে না গতি তার
সহসা না সরাইবে শিরে॥৩৫৯

আমোদের দিন হলে সকল রঙ্গিনী দলে
আর তুমি হেরিবে না তায়।
বসন্ত মলয় যবে আর না ভূষিয়া রবে
সে লতিকা কুসুমে পাতায়॥ ৩৬০

উদ্যানে গোলাপ যথা নানা পুষ্প রহি তথা
শশী যথা সনৈশ আকাশে।
সকলের মাঝে তায় নেত্র আর নাহি ধায়
সরঃ ত্যজি নদী সিন্ধু বাসে॥ ৩৬১

আজি সে গ্রহণে ঢাকা দুর্ধৌত মসিতে মাখা
বৈধব্য যন্ত্রণা জালে বাঁধা।
আলোকের শোভা তায় আর না বিকাশ পায়
আজি, হায়, সে আলয় আঁধা॥ ৩৬২

মণ্ডলী করিয়া সকলে বসিয়া
করিতেছে হাসাহাসি।
এ বলে উহারে ওবা চাহে ঠারে
কেহ হেসে আনে কাসি ॥ ৩৬৩

এমন সময় এক যূনী রয়
ম্লান যেন দিবা শশী।
চুপে হেথা বসি স্বভাব রূপসী
স্বর্ণ যেন মাটী পশি ॥ ৩৬৪

কতই ভাবিছে কতই কাঁদিছে
চখে কিন্তু নাহি জল।
উহার অন্তরে কোন চিন্তা চরে
দহে চিত্তে কি অনল।

কে ভাবে এ দলে ? বালক সকলে
বৈকালে ভ্রমণ কালে
দেখে কত জন ; ভাবে কি তখন
কেবা তাহে কোন হালে ॥ ৩৬৬

তবু এ নবীনা অনুকম্পা হীনা
নহেক সকল মনে।
প্রাচীনা কামিনী পাশে বসি যিনি
উনিও ভারি বদনে ॥ ৩৬৭

অন্তরে অন্তরে অতি মৃদুস্বরে
দু একটী কথা কন।
নবীনা কি করে জানিবার তরে
পুনঃ মুখে চেয়ে র'ন ॥৩৬৮

কিন্তু সে বদনে সদা ঘেরি ঘনে
আমোদে না দীপ্ত করে।
উল্লাস তপন তথা দরশন
কভু না হবার তরে॥ ৩৬৯

উনিই কেবল বিষণ্ণ কমল
হেরিয়া দ্রবিত চিত।
এসব হাসিনী সৌভাগ্য রাসিনী
আপনারা পুলকিত॥ ৩৭০

বৈবল্লভ্য জ্বালা ভুলিবেক বালা
এই হেতু বোধ হয়।
আনিলা উহায় এ সঙ্গি-সভায়
যদি ক্ষণে সুখী রয়॥ ৩৭১

এ কটু যাতনা ভুলাতে-বাসনা!
জাননা বলিয়া তাই!
কোয়েনাইন্ ঘসিয়া রসনায় দিয়া
জুড়াতে দাও মিঠাই!! ৩৭২

পরের যাতনা বর্ণন করি
তেমনি যাতনা পাইতে হয়।
বিধবার ক্লেশ যখনি স্মরি।
নিজে যেন তাই মনেতে হয়॥ ৩৭৩

কিন্তু সেই ভাব মুহূর্ত্তেক পরে
ঘনঘটা শূন্যে উড়িয়া যায়।

নট নটী যথা করুণ স্বরে
ক্ষণ কথা বলে ফুরায় দায়॥ ৩৭৪

এমন সাহস নাহিক মোর
করেতে ধরিয়া সুতীক্ষ্ণ অসি।
এক দৃঢ়াঘাতে করিতে ভোর!
এ অসীম সিন্ধু! যন্ত্রণা রাশি!! ৩৭৫

কেবল বিলাপি বালিকা প্রায়
পুনরায় তাহা ভুলিয়া যাই।
এরূপে কি দুঃখ শেষিবে হায়,
পুরুষত্ব মোর কিছুই নাই॥ ৩৭৬

শৃঙ্খলিত বন্দী; পীড়িত যবে
তখনি নিগড় ভাঙ্গিতে আশ।
দারুণ রক্ষী থাম্ব দেয় যবে
তখনি খুসিতে প্রফুল্ল দাস॥ ৩৭৭

এ ঘোর সমাজ কি যাদু জানে
সহস্র সাধুকে ভুলিয়ে রাখে।
পরস্ব হরণে কজন মানে
বিধবার বেলা সমাজ হাকে!! ৩৭৮

মহান্ পাতক স্মৃতিতে নাই!
সুরাপানকারী আদৃত হন!!
বিধবা সংস্কারে নিষ্কৃতি নাই!
তখনি সমাজ প্রত্যক্ষ হন!! ৩৭৯

বিধবার অমানিশা করিলে দর্শন ।
সনাথার হের এবে সস্মিত বদন ॥ ৩৮০
হে ভ্রাতা যখন ভাঙ্গ যুবতীর মান ।
স্বস্থ ব্যথা মনে তব লভে কিহে স্থান ? ৩৮১
সেও ত যুবতী তার পতি কেহ নাই ।
অনঙ্গ কি অঙ্গ তার নাহি দহে তাই ? ৩৮২
সেও ত রমণী—বাঞ্ছা লভিতে রমণ ।
কৃতবিগু তুমি, বুঝ জানি নিজ মন ॥ ৩৮৩

মানভঙ্গ । "এখানে বসিয়া কেন সুনয়নি
মলিন বদনী হয়ে ।
যেন কমলিনী নিশি আগমনে
মুদিত নয়নে রয়ে ॥ ৩৮৪
কিহেতু বিরস আজ্ঞা তব বল
সাধিব সকল, সতি ।
হাস দেখি মুখ যাও বল কেন
"যাও যাও হেন পতি ।" ৩৮৫
কি করিনু তব কেন অভিমান
কর সুধাদান বাঁচি ।
ও মুখের ঘাম যেন দুধে সর
লয়ে জিহ্বাপর নাচি ॥ ৩৮৬
অনন্তর নটবর প্রমদা তুষিতে
মৃদুস্বর যুগ্ম কর লাগিলা স্তবিতে ॥ ৩৮৭
ঘরের কমলা, তুমি হও সতি
তুমি জ্ঞাবতী বাণী ।

সংসার পালনে পুরুষ উপরে
প্রকৃতি আকারে রাণী ॥ ৩৮৮
দেবী সনাতনী পূজিতা পুরাণে
শক্তি আখ্যাদানে তব।
সকল সমাজে তুমি অভ্যাগত
তব কীর্ত্তি কত কব ॥ ৩৮৯
বিপদে সুপদে তব নাম স্মরি
সুভদা শঙ্করী তুমি।
র্কতে শুধু জানে তুমি কি প্রকার
যথার্থ পূজার ভূমি ॥ ৩৯০
বাঙ্গালি অজ্ঞান দোষ নিওনাকো
পদতলে রেখো, সতি!
নিজ গুণে তারো আমি মূঢ়মতি
না জানি ভকতি স্তুতি ॥ ৩৯১
যাহা ইচ্ছা কর রাখ ধর মার
সকলি তোমার হাত।
শুধু গো অভয়া দিয়ে পদ ছায়া
একটী কথা ক বাপু আমার সাথ" ॥ ৩৯২
এই রূপে গলি গেলে প্রেয়সীর মন
মনোজ শায়ক বিদ্ধ উভয়ে তখন ॥ ৩৯৩
পরে সুভাগিনী করে বর প্রাপ্তি হল
ননদিনী যার বলে তাড়িতা হইল ॥ ৩৯৪
ভ্রাতার সুতীক্ষ্ণ বাণী করিয়া শ্রবণ
বিরলে বিধবা বহু করিল রোদন ॥ ৩৯৫

অনন্তর জননীরে কহে অনাথিনী
"স্বামি গৃহে যেতে মাত হই আকাঙ্ক্ষিনী" ॥ ৩৯৬
স্বামিগৃহ নারীদের বিহিত আশ্রয়
চিরকাল পিতৃকুলে থাকা যুক্তি নয় ॥ ৩৯৭
কাঁদে মাতা, কাঁদে সুতা কাঁদে গৃহতল
অক্ষমার শুধুমাত্র ক্রন্দনই সম্বল ॥ ৩৯৮

মাতার বিলাপ। "তবে কি যাবি গো ত্যাজিয়া মোরে
অন্ধকারে মোর চখের বাতি।
কেমনে তোরে রে ছাড়িয়া রব
কত ক্লেশ পাবি দিবস রাতি ॥ ৩৯৯

তোর কি সুখের শ্বশুর ঘর
তুষাগুণে তুই জ্বলিতে যাবি।
তোর সম যারা সুখেতে রবে
তুই দুঃখ কইতে স্থান পাবি ॥ ৪০০

ক্ষুধায় যখন মরিবি জ্বলে
শীতেতে যখন পাইবি ক্লেশ।
অন্যায় গালিতে দংশিতা হলে
কে বুঝিবে তোর যাতনা লেশ ॥ ৪০১

নিন্দার ভাজন হইবি যবে
বৃথা নিন্দাবাদ শিরেতে তোর।
তোর পক্ষ বল কজন হবে
কেঁদে কেঁদে নিশি করিবি ভোর ॥ ৪০২

বলিতে চলিতে বসিতে দোষ
দুর্লক্ষণা তুই রবি গো ঘরে।
ছোট বড় সবে করিবে রোষ
সব হানি হবে তোরই তরে॥ ৪০৩

অসংখ্য মুখের যাতনা তুই
কেমনে সবিগো ক্ষিরোদশশি।
অগ্নিকুণ্ড মাঝে পঙ্কজ থুই
জিজ্ঞাসি আবার হবি কি মসী॥ ৪০৪

বিদীর্ণ হইবি সহি এ ক্লেশ
না বলে কাহাকে কেমনে সবি।
কোন দিন যেন নিশার শেষ
দম ঠেকে, বাছনি, মরিয়া রবি” ॥ ৪০৫

বিধবার উক্তি। “কি করি, জননি, রব কোথা!
কে বুঝে মম মরম ব্যথা॥ ৪০৬
সেখানে জ্ঞাতির অগ্নি পাব।
এখানে শুধু ধিক্কার খাব॥ ৪০৭

বধূর গঞ্জনা অসহ্য মা।
মুছ অশ্রু, বৃথা কাঁদিওনা” ॥ ৪০৮

এত বলি ভাসি গেল কর্ণহীন তরি
বহিল হৃদয়ে স্রোত নয়ন বিদরি॥ ৪০৯

শ্বশুরের নিকেতনে আসি পরাধিনী
সেবা করে বন্ধুজনে দিবস যামিনী ॥ ৪১০
সকলেই খুসী হল সেবনে তাহার
মিষ্টভাষী স্নেহবতী সতী অবতার ॥ ৪১১
বালক বালিকা সব প্রতিবাসী জন
অবসর কালে তারে করে অন্বেষণ ॥ ৪১২
সকলেই আপ্যায়িত সৌজন্যে তাহার
যেই যায় সেই পায় বন্ধু আপনার ॥ ৪১৩
পীড়িত শয্যার পাশে অনিদ্র হইয়া
দুঃখিতের ক্লেশ শুনি মন প্রাণ দিয়া ॥ ৪১৪
দুজনে কলহ স্থানে রব নাহি তার
জানেনা পরের নিন্দা মিঠা কি প্রকার ॥ ৪১৫
বরঞ্চ উত্তাল জলে তৈল বিকীরণ—
থামাইতে চেষ্টা করি কুটুম্বিনী রণ ॥ ৪১৬
তাহার মধুর বাণী কুহকের প্রায়
কর্ণে কর্ণে শান্তিকর মন্ত্র হয়ে যায় ॥ ৪১৭
সহ্যের পাষাণ কিন্তু দয়া মায়া কাজে
ফুল্লতায় মৃগছানা তার কাছে লাজে ॥ ৪১৮
উষার শিশির বিন্দু মধু মধু কথা
যথা পড়ে একবারে শান্ত করে ব্যথা ॥ ৪১৯
শীতল মারুত যথা কুসুম বাগানে
তেমতি বচন তার সবে প্রীতি দানে ॥ ৪২০
গুণের ভাণ্ডার তিনি রাণী নারী কুলে
কেবল কপালে পাংশু দিলা বিধি ভুলে ॥ ৪২১

সময় চলিয়া যায় জলধারা প্রায়
প্রতিদিন রামা রত সবের পূজায়॥ ৪২২
প্রত্যুষে উঠিয়া সতী তারকা থাকিতে
অবিরাম কার্য্য করে অর্দ্ধেক নিশিতে॥ ৪২৩
সূর্য্যের প্রচণ্ডতেজ দিন দিন চলি
শীত কালে ক্লান্ত হয়ে নিম্নে পড়ে ঢলি॥ ৪২৪
যদ্যপি সমস্ত নিশি বিশ্রাম তাহাব
যগুপি তুষিতে কাকে নাহি দরকার॥ ৪২৫
অবিরত পরমুখে চাহিয়া কামিনী
একটী শরীর তাহে নম্র মৃণালিনী। ৪২৬
সকলে দেবের পূজা সবেই প্রধান
সকলে সমান ভক্তি চাহে তার স্থান॥ ৪২৭
একদীপ সব ঘর সম অলো করে
এক বারে—এই বাঞ্ছা সবের অন্তরে॥৪২৮
বাস্তবিক ঋষি নয় গৃহস্থের বালা
কষ্ট পেলে রক্ত মাংসে লাগে তার জ্বালা॥ ৪২৯
শরীর ব্যাধির স্থান—নিরাময় নহে
পাহাড়ও চিরকাল বারি বিন্দু সহে॥ ৪৩০
এর পর ক্লেশ রাশি আছে শাস্ত্র মত
প্রতিদিন যে সংকল্পে অভাগীরা রত॥ ৪৩১
এক বার এক মুষ্টি করিবে আহার
প্রায় শুধু অন্ন যার দুঃখের সংসার॥ ৪৩২
দুদিন অন্তরে আছে ব্রত অগণন
উপবাস—উপবাসে সমস্ত জীবন॥ ৪৩৩

জ্বলিয়া সমস্ত দিন নিশীথ রন্ধনে
ষোড়শী বালিকা যায় ক্ষুধার্ত্ত শয়নে॥ ৪৩৪
কষ্টে যে বিদরে বুক অগ্নি যে দহন
তাহাতে অধিক জ্বলে ক্ষুধা হুতাশন॥ ৪৩৫
কে জিজ্ঞাসে কি খাইল, কি হইল তার,
আপন সুখেতে ব্যস্ত সমস্ত সংসার॥ ৪৩৬
এমন যামিনী কালে মনের মতন
যদি কামিনীর মিলে হৃদয় রতন॥ ৪৩৭
সব ক্লেশ দূর হয়। বিধবার জ্বালা
দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠে বিশ্রামের বেলা॥ ৪৩৮
অহো কি দুঃখের কথা! অশ্রু স্রোতে বয়॥
দিন যায় নিশি আসে, নিশি সুখ নয়॥ ৪৩৯
বলিনা প্রেমের কথা, আদিরস বাণী
শৃঙ্গারেই স্বর্গ গতি নহে তাহা জানি॥ ৪৪০
কিন্তু কেহ যেই হ'ক, কুশ্রী কদাকার
অকুলীন, ধনহীন, যে মান্য তাহার। ৪৪১
যে পারে বলিতে কথা, বুঝিতে যাতনা।
যার কাছে পারে মন খুলিতে ললনা॥ ৪৪২
সুখে যেই সুখী হয়, যে ভাবে আপন
ইচ্ছা যার করিবারে—স্ত্রীদুঃখ মোচন॥ ৪৪৩
মানিনী যাহার কাছে হইয়া প্রধানা
কভু মিষ্ট বলে, কভু করে বা ভর্ৎসনা॥ ৪৪৪
একজন নরকুলে যার সন্নিধানে
সে পারে সাজিতে রাণী নির্লজ্জ বয়ানে॥ ৪৪৫

যার কাছে দীনা নয় দরিদ্রা রমণী
দরিদ্রতা হেয় যাহা সমস্ত ধরণী॥ ৪৪৬
একজন যার কাছে উচ্চরব করি
"দাও ধন দাও ভূষা নয় দেখ মরি" ॥ ৪৪৭
এরূপে করিতে পারে সগর্ব্ব প্রার্থনা
সহ্য করে যথা নারী নির্ঘৃণ বঞ্চনা॥ ৪৪৮
কোথা সে সমাজ আজ যথা যামীগণ
লভিতেন সমাদরে অশন বসন॥ ৪৪৯
বিধবা সোদরা যথা পালনীয়া নয়
জ্ঞাতির বিধবা পত্নী কোথা সেথা রয়॥ ৪৫০
কোথা যায় কামিনীরা? কে করে রক্ষণ?
কে করে অনাথা জনে ভরণ পোষণ॥ ৪৫১
এই সব প্রশ্ন মনে হয় না উদয়
প্রস্তর নির্ম্মিত এবে মানব হৃদয়॥ ৪৫২
কজন সম্পত্তিশালী এ নত সমাজে।
কজনের পত্নী সুখে বৈধব্যে বিরাজে॥ ৪৫৩
কজনের ব্রহ্মচর্য্যে জুঠে শুভ ফল।
কজন আহার পায় বন্ধুজন স্থল॥ ৪৫৪
কে জানে তাদের কথা! কে শোনে সে সব!
ক্লেশে মরি অভাগীরা রয়েছে নীরব॥ ৪৫৫
আমি একা বলিনাকো দেখো শাস্ত্রকার
দেখ মনু লিখেছেন যেই ব্যবহার॥ ৪৫৬
অতি স্থিতিমতী সতী ত্যাজে নিজ শীল
ভোক্ষ্য যোগাইতে স্বামী হইলে শিথিল॥ ৪৫৭

স্বামী যার নাই—নাই আশা এ জগতে
নিশি দিন জ্বলে বহ্নি যার জঠরেতে ॥ ৪৫৮
যে সমাজে শুভ শিল্প হয়েছে অতীত
যে সমাজে বন্ধুগণ প্রস্তর নির্ম্মিত ॥ ৪৫৯
যে সমাজে লম্পটেরা ফিরে দলেদল
যে সমাজে শাস্ত্রাদেশ অতি হীনবল। ৪৬০
যে সমাজে মিথ্যাপূর্ণ আপনি ব্রাহ্মণ,
অনুভব কর তথা বিধবা যাতন ॥৪৬১
কার মুখ চেয়ে তারা কুল মাঝে রয়।
কার মুখে কালি দিতে হয় তার ভয় ॥৪৬২
কে আছে আপন তার বল পৃথিবীতে ?
রক্ষিতে কেহই নাই—অসংখ্য শাসিতে ॥ ৪৬৩
অসহ্য সহিল বালা—পীড়িত হইল।
কীটদষ্টা কমলিনী কত শুকাইল ! ! ৪৬৪
তাহার যাতনা রাশি—তার নিরাশ্রয়
লিখিতে শিথিল মম মর্ম্মগ্রন্থি হয় ॥ ৪৬৫
দুঃখের যাতনা জানি পীড়ার যাতনা।
আহার অভাব জানি তুমি যা জাননা ॥ ৪৬৬
হতাশ নির্বন্ধু জনে যাতনা সে সব
কথঞ্চিৎ করিয়াছি চিত্তে অনুভব ॥ ৪৬৭
করিয়াছি অনুভব—জানি বিধবার!
জানি বলে বহু লজ্জা উপজে আমার ৪৬৮
হে বিধাতঃ আর্য্যভূমি রক্ষক ঈশ্বর
দাও মোরে মতি গতি ক্ষমতা বিস্তর ॥ ৪৬৯

দুঃখিনীর দুঃখ দূর করিবার তরে।
করি যেন কিছু কার্য্য অশ্রু যথা ঝরে॥ ৪৭০
পূতভূমি কলুষিত নাহি হ'ক আর
অত্যাচার শান্ত হ'ক বালবিধবার !! ৪৭১
পাঠাও পাঠাও এক মহাশয় জন।
বিধবার দুঃখ তিনি করুন মোচন॥ ৪৭২

কবে ছিল এ ভারতে নারীর যাতনা।
এরূপে দলিত কবে হইত ললনা॥ ৪৭৩
এ মৃদুল সুকুমার সহৃদয় দেশে।
কবে হত কমলিনী দলিত নিঃশেষে॥ ৪৭৪
দুহিতা পুত্রের স্থান করিত ধারণ।
পুত্রিকাপুত্রের বিধি কোথায় এখন॥ ৪৭৫
স্বাধীন কুমারীগণ যদি ছিল সতী
সমাজের যদি তাহে না হত দুর্গতি॥ ৪৭৬
তবে কেন আমাদের হয় এত ভয়?
এখন নাশিতা নারী মৃত সমুদয়!! ৪৭৭
তেজহীন ভূমিতে কি ভাল শস্য ফলে?
দমিত নারীর সুত নির্জীব সকলে॥ ৪৭৮
বিদুলা সংবাদ যেই কহিলা রমণী
ভোজের পুত্রিকাপুত্র যাকে মনে গণি॥৪৭৯
পরে স্বয়ম্বরে যিনি "কামাহৃতা"হয়ে
প্রসবিলা পুত্রত্রয় পাণ্ডুর আলয়ে॥৪৮০

তাঁহার সমান এবে কোন নারী হয়
কে উন্নতা উন্নমিত পুত্র প্রসবয় ? ৪৮১
কে না জানে দাসসুতা কালীইতিহাস
এত সতী আজ বঙ্গে কে প্রসবে ব্যাস ? ৪৮২
সতী সতী ক'রে মোরা রাক্ষস হয়েছি
প্রতি ঘরে দলিতাবে বাঁধিয়া বেধেছি ॥ ৪৮৩
আদর্শ সতীর চিত্র বিধবা বালিকা
ঘরে ঘরে রাখি মোরা আলেখ্যশোভিকা ! ৪৮৪
তাহে কি আলয় এবে রমণীয় হয় !
বিধবা দাহনে বঙ্গ শ্মশান কি নয় ? ৪৮৫
শান্তনু দয়িতা তরে ভল্লাট যখন
করেছিল প্রাণপণে কুরু আক্রমণ ॥ ৪৮৬
তখন যে ছিল দেশ সে কি ছিল মরু ?
ইদানি কি শুধু দেশে জন্মিতেছে তরু ? ৪৮৭
ধর্ম্মের প্রবল স্রোতঃ শুধু বহে এবে ?
তারা কি নরকে গেছে অনাচার সেবে ? ৪৮৮
বেদ না জানিত তারা না বুঝিত স্মৃতি ?
সদাচার আবিষ্কর্ত্তা আমরাই কৃতী !! ৪৮৯

পতিত ভারতে আজ ভিন্ন নারীকুল
পূর্ব্বে পুরুষের যারা ছিল সমতুল ॥ ৪৯০
"এক দেহ দ্বিধা ছিন্ন" ক'ন শাস্ত্রকার
এবে এক পশু অন্যে দেব উপচার ! ! ৪৯১

স্বষ্টি যদি বৃদ্ধিতরে নারীর স্বজন
বৈধব্যে কি সিদ্ধ হয় সেই প্রয়োজন ? ৪৯২
নিঠুর বৈধব্য রীতি কাহার বিধান ?
ব্রহ্মচর্য্য তরে নহে নারীর নির্ম্মাণ ॥৪৯৩
মিলিতে পুরুষ সনে, বর্দ্ধিতে স্বজন
ধরাতলে করেছে সে সৌম্যা আগমন ॥৪৯৪
উষা যথা পৃথ্বীপরে নারী সেইরূপ
তুচ্ছিয়া তাহাকে মোরা রহি অন্ধ কূপ ॥৪৯৫

জীবের অহিংসা কার্য্য শ্রেয়ো'নুশাসন
পিশিয়া অনাথাগণে কি ধর্ম্ম পালন ॥ ৪৯৬
দিবানিশি বিধবারা বড় দুঃখে জ্বলে
লোকহিংস্র কেন তবু এই বিধি চলে ? ৪৯৭
ত্বরায় এ নীতি কেন না হয় বিলয়
না নিবে যে অগ্নি দহে বিধবা হৃদয় !! ৪৯৮

বসনা বিদ্বান তুমি বিবিক্ত আসনে ।
কন্যা ভগ্নী কিম্বা তব জননীর সনে ॥৪৯৯
তোমার ইন্দ্রিয়গণ এত ভয়ঙ্কর ।
ভাব দেখি কিবা করে যুবতী অন্তর ॥ ৫০০

যদবধি নারী দুঃখ ভুলেছে ভারত
তদবধি যাইতেছে ক্রমে নীচ পথ ॥৫০১

কোন ক্রিয়া ফলবতী নাহি হয় আর।
অনর্থ দেবতা অর্চ্চা, তর্পণ পিতার ॥ ৫০২
বিমুখ এ ভূমি প্রতি এবে দেবগণ
ডাকি কিন্তু তাঁরা নাহি করেন শ্রবণ ॥ ৫০৩

এ ভব জলধি তাহে রমণী তরণি।
ভারত উপরে এবে ষোলকলা শনি ॥৫০৪
অসংখ্য তরণি তাহে নাহি কর্ণধার।
অসংখ্য পুরুষ ডুবে দিতেছে সাঁতার ॥৫০৫
বহু ব্রাহ্মণের বংশ বিনিপাত হল
বিবাহের ভণ্ড বিধি কন্যা না জুঠাল ॥৫০৬
অসংখ্য কুমারী পুনঃ বিধবা দশায় ॥
প্রবল বাত্যায় ঘুরি ভ্রান্তা হয়ে যায় ॥৫০৭

গৃহস্থ আশ্রম মোরা শ্রেষ্ঠ বলে মানি
সেই হেতু নারী স্রষ্টা তাহাওত জানি ॥৫০৮
তার জীবনের কাজ গার্হস্থ্য পালন
দিব্যচক্ষে করি মোরা স্পষ্টতঃ দর্শন ॥ ৫০৯
তথাপি এ নবাচার প্রবর্ত্তিত হল।
একদা বিধবা বালা বিধবাই রল ! ! ৫১০

"পাণিগ্রহণিক মন্ত্র স্থাপিত কন্যায়"।
স্থির শাস্ত্র—নিরাপত্তি সবে এ কথায় ॥৫১১

কিন্তু মন্ত্রোচ্চার মাত্র হয় কি কখন ॥
নষ্ট কন্যকার ভাব, বল বুধগণ ?৫১২
অধর্ম্ম্য সঙ্গমে (কিল পুরুষ সঙ্গমে)
কন্যকা দূষিতা। নহে সপ্তপদ ক্রমে ॥৫১৩
সাপ্তপদী সখ্যতায় বিবাহ বন্ধন।
পঞ্চাপদে হয় পুনঃ সে বন্ধ খণ্ডন ॥ ৫১৪
স্বামীর স্বামিত্ব জন্মে প্রদানের হেতু।
সপ্তক্রম সে প্রদান সমাপ্তির কেতু ॥ ৫১৫
বিবাহের শাস্ত্রে এই সামান্য ব্যাখ্যান।
পঞ্চাপদে আছে প্রতি প্রসব বিধান ॥ ৫১৬
জায়াত্বে প্রবৃত্তি মাত্র গৃহিতা হইলে।
যথার্থ জায়াত্ব জন্মে পতিজ জন্মিলে ॥ ৫১৭
অঙ্গনা স্বামীর সনে একীভূতা হয় ;
যবে স্বামী গর্ভ হয়ে তাহে জন্ম লয় ॥৫১৮
অসর্ব্বা কামিনী নীতা পুরুষের পাশে।
অসর্ব্ব পুরুষ—যুক্ত নারী সহবাসে ॥৫১৯
মিলিত তাহারা—সর্ব্ব উভয়ে তখন
যবে করে উভে মিলি সুত উৎপাদন ॥৫২০
সর্ব্বা হইবারে সৃষ্টা অসর্ব্বা মানবি
ভারতে বিধবা হলে অসর্ব্বাই রবি ! ! ৫২১
তোদের কপাল ছোট বড় অর্থকার।
অপ্রধান বেদবিধি প্রধান আচার ॥ ৫২২
প্রজনার্থ প্রজাপতি তোদেরে সৃজিলা।
পুরুষের সমধর্ম্মা তোদেরে নির্ম্মিলা ॥ ৫২৩

সেই কার্য্য ব্যর্থ মোরা করি পদে পদে
লোকক্ষয় করি পড়ি অসংখ্য বিপদে ॥৫২৪
লোকপতি তুষ্ট নন ভারতী উপর।
তাই যাইতেছি মোরা নিম্ন নিম্নতর!!৫২৫

শরতে পঙ্কজদল কত বা কোমল।
কত বা চঞ্চল তাহে বিন্দুমাত্র জল ॥৫২৬
যুবতী কামিনী দেহ মৃদু অতিশয়।
সদা স্নেহাকাঙ্ক্ষী তার কুসুম হৃদয় ॥ ৫২৭
পতির বিরহ তাই তাহার সাজে না।
পুরুষ আশ্রয় বিনা সে লতা রহে না ॥ ৫২৮
বিধাতার সৃষ্টি এই কন শাস্ত্রকার।
বেদে ঋষি দেখেছেন নারী ব্যভিচার ॥৫২৯
ভর্ত্তৃমতী প্রতি তাঁরা সতর্ক হতেন।
পতিকে ছাড়িত জায়া তাহা দেখিতেন ॥ ৫৩০
আমরা সুভগ এবে কলিযুগবাসী।
বালিকার ব্রহ্মচর্য্যে নিগূঢ় বিশ্বাসী!!৫৩১
ব্রাহ্মণের পরদার হেরি পদে পদে
পণ্ডিত উৎপথে যান কামিনী প্রমদে ॥ ৫৩২
নবীনা বিধবা কিন্তু রহে সন্ন্যাসিনী!
সাধুতরা তারা জিনি ঋষিসিমন্তিনী!! ৫৩৩
পাপের মাঝারে তাঁরা নিষ্পাপ শরীর!
লম্পট ঘিরিয়া তবু রহে তারা স্থির ॥ ৫৩৪

কবে এই ভ্রম, হায়, যাবে আমাদের!
হবে অপনীত পাপ ভ্রূণ বিনাশের!!৫৩৫
হে নিশি প্রকাশ কর জার আলিঙ্গন।
আর বাঞ্ছনীয় নহে তব আবরণ॥ ৫৩৬
বিভৎস সে দৃষ্টি কিন্তু কি ফল লজ্জায়।
চাক্ষুষ দেখিতে চায় পিতায় মাতায়॥ ৫৩৭
ঋষির দর্শন তারা প্রত্যয় মানে না।
নিজ মনু জানে কিন্তু কন্যার বুঝে না॥ ৫৩৮

--

বিক্রয়ে কি ত্যাগে যদি ভার্য্যাত্ব যাইত।
অভাগী নারীর, আহা, কি অবস্থা হত!!৫৩৯
প্রৌঢ়কালে জড়ীভূতা বালক মালায়
তাড়াইয়া দিলে স্বামী কোথা সে দাঁড়ায়॥৫৪০
"উৎপাদক" পতি তার চিরকাল তরে
ভালই যে এই শাস্ত্র হেরি গ্রন্থবরে॥ ৫৪১
উৎপাদন করি "ক্ষেত্রী" জায়াত্ব জন্মায়।
"ক্ষেত্রী" "উৎপাদকও" যিনি "ভর্ত্তা" বলি তায়॥৫৪২
শস্য তরে বিধিসৃষ্ট উত্তম কেদার।
যে না বপে তার তাহে ক্ষুণ্ণ অধিকার॥ ৫৪৩
পুরুষ বলিতে পারে "এই মোর নারী"॥
"পুরুষ যে হও" পুত্র হয় সাক্ষী তারি॥ ৫৪৪
'পুরুষ' ভাবিয়া কন্যা হইল প্রদান।
অজন্মা মরিলে কোথা পৌরুষ প্রমাণ॥ ৫৪৫

দৌহিত্র প্রাপ্তির তরে কন্যকাপালন।
দৌহিত্র প্রাপ্তির তরে জামাতৃবরণ॥ ৫৪৬
অভিপ্রায় সিদ্ধ যবে নাহি হয় তার।
সাধুর কি পুনঃ কার্য্যে নাহি অধিকার? ৫৪৭
গঙ্গায় নাইতে তব হইলে কামনা।
যাও যদি ভ্রমে তুমি যথায় যমুনা॥ ৫৪৮
গঙ্গা পানে আসিতে কি তব বাধা হয়?
একোদ্যমে ধর্ম্ম কার্য্য সদা সিদ্ধ নয়॥ ৫৪৯
বৃত পুরোহিত, যজ্ঞ আরম্ভ হইল।
হেন কালে পুরোহিত সহসা মরিল!! ৫৫০
তখন কি কর তুমি? খোজ অন্যজন।
দৌহিত্র সম্ভব যাগে কেন ভিন্ন মন॥৫৫১

বহু পুণ্যফলে মিলে কন্যকাকমল।
গৃহীর পবিত্রতম দানের সম্বল॥ ৫৫২
যত পুণ্য তত পাপ কন্যকা শাপিলে
অখণ্ড সুকৃতি, আহা, দৌহিত্র জন্মিলে॥ ৫৫৩
এমন সুবিধা, সাধো, ত্যজনা হেলায়।
যযাতির পুনঃ গতি হইল যাহায়॥৫৫৪
নিবেছে বাতাসে দীপ, জ্বাল আর বার।
ধূর্ত্তবাণী শুনে কেন ভোগো অন্ধকার॥ ৫৫৫

বিধবা বিবাহে বাঞ্ছা নাহিক আমার।
"ক্ষেত্রজ" পুত্রের যদি হয় ব্যবহার॥ ৫৫৬

কিরূপে ভারতে নারী ধরে বা জীবন।
"আপদের ধর্ম্ম" তার হইলে হরণ ॥৫৫৭
অন্যজনে নিয়োজিতে চাহিনা আমরা
ভুঞ্জুন দেবর তারে কিম্বা জ্ঞাতি যাঁরা ॥৫৫৮
"প্রজনার্থং স্ত্রিয়ঃস্থষ্টাঃ" করিয়া স্বীকার
প্রচলিত হ'ক দেশে প্রাচীন "আচার" ॥ ৫৫৯

"পুমামিতি" সেবা যদি করে নারীগণ।
বলে যদি তাহাদের না হয় রক্ষণ ॥ ৫৬০
এ নত সমাজে যদি শাস্ত্রশিক্ষা হীন।
কেন ভ্রূণ নাশি মোরা হই পাপে লীন ॥৫৬১

"দায়াদ বিভাগ" সদা একদা কি হয় ?
"দিব" বাণী সাধুর কি সদা স্থির রয় ? ৫৬২
অবস্থাকার্য্যের গুরু—তাহার আদেশে
কার্য্যের বিভিন্নগতি হয় ভিন্ন দেশে ॥ ৫৬৩
দূরদেশে দায়াদ রহিলে কোনজন।
আসিলে কখন দেশে বিভাগ খণ্ডন ॥ ৫৬৪
যে জন দায়াদ নয় সে দায়াদ সাজে।
চুরি করে কেহ ধন দায়াদের মাঝে ॥৫৬৫
বিভাগ কি পুনরায় না হয় তখন।
অবস্থা কার্য্যের গুরু করিয়া স্মরণ ॥৫৬৬
পৈতৃক সম্পত্তি সনে নারীর তুলনা ?
একদা বিভাগে তাই সমতা কল্পনা ?৫৬৭

ভাল—দুই ভাই গৃহ করিল বণ্টন।
পতিত হইল অংশ ; একের মরণ ॥৫৬৮
তখন কি মৃত-অংশ গড়াগড়ি যায়।
অথবা জীবিত লয় ভুঞ্জিতে তাহায় ?৫৬৯
পতিত হইলে অংশ দায়াদ পতিত।
তখন কি তার অংশ হয়না রহিত ॥ ৫৭০
হায়, নারি, তোমরা যে মানব সমান।
শুধু ভোগ্যা নহে, ভোগে আছে উপাদান ॥ ৫৭১
জানিয়াও তাহা মোরা করিনা স্মরণ
বুঝিয়াও তাহা নাহি বুঝে বঙ্গজন ॥ ৫৭২

পতি ভিন্ন অন্যে যাকে করে উৎপাদন।
অন্যের ভার্য্যায় যার হয় বা জনন ॥ ৫৭৩
সে পুত্রের নাহি কোন ধর্ম্ম্য ব্যবহার।
সাধ্বী গর্ভে উৎপাদক পতি মাত্র তার ॥ ৫৭৪
একদাই হয় পতি বিধি সাধারণ।
"নষ্টে, মৃতে" হতে পারে "পতি" অন্যজন ॥ ৫৭৫
পতি মম মৃত, এবে "অন্য বিধীয়তে"
কি ক্ষতি লভিলে পতি গান্ধর্ব্ব সম্মতে ॥ ৫৭৬
গান্ধর্ব্ব বিবাহ শ্রেষ্ঠ লিখে শাস্ত্রকার।
বল, বুধ, হবে তাহে কি পাপ আমার ?৫৭৭
সমাজে লোকের নিন্দা ! লোক ত নিঠুর !
আত্মতুষ্টি, কর মম এ সংশয় দূর ? ৫৭৮

হায়, আমি অভাগিনি, কোথা বা দাড়াই
ধরায় রক্ষক মম কেহই ত নাই॥ ৫৭৯
যৌবনে ভর্ত্তার পাশে রহিবে কামিনী।
আমি একাকিনী, হায়, যাপিছি যামিনী॥ ৫৮০
স্বামীর বিরহ হয় নারীর দূষণ।
অহর্নিশ সহি আমি সেই প্রলোভন॥ ৫৮১
বৃদ্ধকালে শাস্ত্রমত পুত্রের আশ্রয়।
কুমারী বিধবা তরে তাহাও না রয়॥ ৫৮২
বাল্যে পিতা মাতা চেয়ে কে হয় আপন।
যৌবনে স্বামীর চেয়ে প্রিয় কোন জন॥ ৫৮৩
এই ধরা স্বর্গ হয় স্বামী সহবাসে।
মধুর মধুরতর যারা ভালবাসে॥ ৫৮৪
ভাল বাসা আছে কিন্তু ভাল বাসি নাই।
কি বলিব কত দুঃখে জীবন কাটাই॥ ৫৮৫
সৌন্দর্য্য, প্রাসাদ, ধন যত যার রহে।
পতি পুত্র অভাব সে আর তত সহে॥ ৫৮৬
বিলাসের দ্রব্য আছে, বিলাসিতে নাই।
সদাই ইন্দ্রিয় জেগে—নিদ্রা তার নাই॥ ৫৮৭
স্বামীর শরীর স্পর্শ কত যে মোহন।
শিহরে শরীর মম করেও স্মরণ॥ ৫৮৮
আজীবন পারি আমি হতে ভিখারিণী।
আসুক একটী নিশি সে সুখ দায়িনী॥ ৫৮৯
একবার অপরূপ সেই আলিঙ্গন।
ভুঞ্জিব হউক পরে এ দেহ পতন॥ ৫৯০

হায় স্বামি, হায় স্বামি, কি দোষে আমার
হলনা তোমার সঙ্গ এ লোক মাঝার॥ ৫৯১
নরগণ, আমি প্রাণী তোমাদের মাঝে
মম সুখ তোমাদের চিত্তে কেন বাজে? ৫৯২
কোন ক্ষতি করি নাই, কোন হিংসা নাই।
সেবিতে জন্মিছি সেবি বাসনাই তাই॥ ৫৯৩

বিধবার নাহি যজ্ঞ, ব্রত, উপবাস।
নারীর পৃথক যজ্ঞে দেখিনা আভাস॥ ৫৯৪
যজ্ঞহীন আর্য্যজীব কেমনে বা রয়?
বুধগণ ছেদ কর মম এ সংশয়॥ ৫৯৫
বিধবার দাও স্বামী—অযজ্ঞা সেজন।
অজাতার হ'ক পুনঃ বিহিত রমণ॥ ৫৯৬
সন্তান প্রসব করি সর্ব্বা নারী হ'ক।
সন্তান সোপানে তার স্বর্গে গতি র'ক॥ ৫৯৭
সৃষ্টি তার সিদ্ধ—কার্য্য সাধিত ধরায়।
তখন নিশ্চিন্তা রবে মৃত্যু অপেক্ষায়। ॥ ৫৯৮
পুত্র বিনা বিমানেও যায় লোকে জানি
ত্রিদিবের শত দ্বার আছে তাহা মানি॥৫৯৯
কিন্তু যে সহজ পথ কে ছাড়ে তাহায়!
স্থল পেলে নদীজলে কে সাঁতারে যায়॥ ৬০০
রণে হত বীর লভে বাঞ্ছনীয় গতি।
এ৷ কি বাঁধিবে বর্ম্ম তাই আর্য্যসতী? ৬০১

ধরি তরবারি করে যবনের সনে।
করিবে তুমুল রণ বিকট বদনে ॥ ৬০২
সরোজকোরক কুচে ঢাল আবরণ!
পীবর জঘন পরে করীর মর্দ্দন ॥৬০৩
মৃদুল শরীর স'বে বিষ দিগ্ধবাণ
নিসর্গ মানিনী স'বে শত্রু অপমান ॥ ৬০৪
এই বিধি তোমাদের সহৃদয়গণ!
আর্য্য চেতঃবান——ক্রূর অনার্য্য যে জন ॥ ৬০৫

জনেক বিধবা বার্ত্তা শুন শাস্ত্রিবর।
শুনিয়া বলিও মোরে বিহিত উত্তর ॥৬০৬
জীবিত রহিলে পতি শুশ্রূষা তাহার।
মৃত হলে অলঙ্ঘন—এই ব্যবহার ॥৬০৭
লিখেছেন শাস্ত্রকার আমার উচিত।
পতির অপ্রিয় কভু না হ'ক সাধিত ॥ ৬০৮
তাঁহার আদেশ আমি করিব পালন
করিব না যাহা তাঁর অপ্রিয় ভাজন ॥ ৬০৯
বিবাহ বারণ কিন্তু নাহি ছিল তাঁর।
জ্বলে প্রিয়া অনাথিনী হেন বাঞ্ছা কার? ৬১০
কোন দোষ তাঁর পাশে করি নাই আমি।
মোর ক্লেশে কেন খুসী হইবেন স্বামী? ৬১১
জঠরে যে দহে মম বুভুক্ষা অনল!
গৃহে যে নাহিক মম মুষ্টিক সম্বল ॥ ৬১২

জানিতেন তিনি তাহা, দরিদ্র ছিলেন।
কি হবে আমার ভেবে কত কাঁদিলেন ॥ ৬১৩
দাসী হয়ে দ্বারে দ্বারে আমি ভিক্ষা করি
অথবা লম্পট লোভে বেশ্যাবৃত্তি ধরি ॥ ৬১৪
এরূপ বাসনা তাঁর ছিলনা অন্তরে।
সহৃদয় স্মরি মম হৃদয় ঈশ্বরে ॥ ৬১৫
তোমরাই শত্রু মম—প্রতিবাসী তাঁর।
স্বার্থ তরে নিবারিছ "পত্যন্ত" আমার ॥ ৬১৬
তোমাদের "নিয়মে" আমিত বাধ্য নয়।
কার এ "নিয়ম," হায়, তাও অনিশ্চয় ॥ ৬১৭
ভণ্ড তারা বলে যারা মোর কার্য্যতরে।
দূষিত হবেন পতি এবে লোকান্তরে ॥ ৬১৮
তাঁর পাপে মোর শাস্তি হলনা বিহিত।
কেন তবে হবে তাঁর আমার দূরিত ॥ ৬১৯
যদি হত জ্বলিতাম আমি অহর্নিশি।
দিতাম না তাঁরে ক্লেশ তাঁর ভাগ্যে মিশি ॥ ৬২০
দেবদত্তা ভার্য্যা আমি ছিলাম তাঁহার
অন্যায় অন্যের তরে শাস্তি অন্যকার ॥ ৬২১
এক জন্মিলেন তিনি, একাই প্রলীন।
সুকৃত দুষ্কৃত ভোগে সহায় বিহীন ॥ ৬২২
মম পুণ্যকণা হায়, যদি তাঁর হত।
কেন আমি বেঁচে, তিনি অকালে নিহত ॥ ৬২৩
আনন্দের ধরা ধামে কেন তিনি নাই।
সম আয়ু ভোগে উভে কেন না কাটাই ? ৬২৪

হায়, হায়, নিজ কর্ম্ম ভুঞ্জে সব নর।
আপন আপন করে ব্যাকুল অন্তর॥ ৬২৫
পুত্র দারা পিতা মাতা কর্ত্তব্যের তরে
দেয় না কাহার ধর্ম্ম, কেহই না হরে॥ ৬২৬

আচার আচার করে জ্বালিওনা আর।
শিখারে কি পুত্রে পৌত্রে তব ব্যবহার॥৬২৭
প্রবল দেখিলে হবে বিনত কুক্কুর!
বিনত পাইলে উচ্চে অস্পর্শা ঠাকুর॥ ৬২৮
এ নীচ আচার আর্য্য কবে শিখিয়াছে
আপনার সুখে মত্ত—অধীনে ভুলেছে!৬২৯
অধিবেদনের শাস্ত্র দলি পদতলে
বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ঘুষে নারী দলে!৬৩০
পৌনর্ভব বিধি কবে হল নিবারণ
বল দেখি সে আচার, হে স্মার্ত্তবারণ॥ ৬৩১
শ্বেতকেতু ভরদ্বাজ দীর্ঘতমা গণে
পড়ে কি পড়ে কি, সাধো, তোমার স্মরণে?৬৩২
অসংখ্য ব্রাহ্মণ বংশ মনে তব হয়
অব্রাহ্মণী গর্ত্ত যার পবিত্র নিলয়? ৬৩৩
এবে কোন অক্ষমালা পড়ি বিপ্রকরে
জন্মিয়া অধম যোনি নিজোন্নতি করে? ৬৩৪
সব স্মৃতি গ্রন্থে হেরি ক্ষেত্রজ স্বীকার
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির পূর্ণ সাক্ষী যার॥ ৬৩৫

শ্রেষ্ঠ বেদে ভূয়ঃ ভূয়ঃ যার বিবরণ
রাজর্ষিপ্রবরধৃত যেই আচরণ॥ ৬৩৬
ঋষিগণ প্রসেবিত—কোথা তাহা এবে ?
প্রপিতা আচার কেন নাহি পিতা সেবে ॥৬৩৭
পিতা যদি ত্যজিলেন প্রপিতা আচার
কি পাপ আমার ধরি বেদব্যবহার॥ ৬৩৮
ক্ষেত্রজ পুত্রের বিধি পুনঃ প্রবর্ত্তিলে
কি হানি হইবে! হানি পাণ্ডব জন্মিলে ? ৬৩৯

না বুঝিলে, বিদ্যানিধি, কে তোমা বুঝায় ?
না থাকিলে দয়ালেশ কে তোমা কাঁদায় ? ৬৪০
ভারতের হীন দশা যদি না হইত
পর দুঃখ ভারতী কি এরূপে ভুলিত ? ৬৪১
পরের উদ্ধার তরে ধর্ম্মবক্তা গণ
চিরকাল করেছেন জীবন অর্পণ॥ ৬৪২
স্বদেশী স্বাধীন রবে এই হেতু বীর
আলিঙ্গন করে ক্লেশ সংগ্রাম ভূমির॥ ৬৪৩
আপন সুখের হেতু আর্য্য নাহি ছিল!
হায় হায় আর্য্য ভূমে পাষাণ জন্মিল॥ ৬৪৪
আর কি বলিব শুন অগস্ত্যের বাণী
"যুবতী পুরুষ তরে—অধীরা সে প্রাণী ॥৬৪৫
অভর্ত্তা অবস্থা নহে বিহিত তাহার
নারী তরী সেকক্ষম পতি কর্ণধার" ॥৬৪৬

লোপামুদ্রা। দিবসে নিশিতে পুনঃ প্রদোষে উষায়
শ্রান্ত হইয়াছি সদা সেবিয়া তোমায় ॥৬৪৭
বার্দ্ধক্য এখন মোর জরা উপনীত
(পতি পতি করে বল কি হয়েছে হিত) ?৬৪৮
যৌবনের সুখ দেখি এত শীঘ্র লয়
কামিনী পুরুষে কেন বিলাসিনী হয় ?৬৪৯
সত্যসন্ধ ঋষি যাঁরা পূর্ব্বেতে ছিলেন
দেবগণ সনে যারা কথা কহিতেন ॥৬৫০
তাঁরাও না পান অন্ত প্রমদা বিলাসে
তবে কেন নর মত্ত নারী সহবাসে ?৬৫১

অগস্ত। বৃথা মোরা শ্রান্ত নহি ! দেবেরা রক্ষণ
করেছেন, প্রিয়ে, এই দাম্পত্য জীবন ॥৬৫২
ভোগ তরে সৃষ্ট মোরা। যদি চেষ্টা করি
শত ভোগ্য পেতে পারি পৃথিবী উপরি ॥৬৫৩
যপে বা সংযমে যুক্ত যেরূপেই থাকি।
হৃদয়ে জন্মিতে স্বতঃ বাঞ্ছা থাকে বাকি ?৬৫৪
লোপামুদ্রে, ভুঞ্জ স্বামী সমর্থ সেচনে
অধীরা লভুক ধীর মহাপ্রাণ জনে ॥ ৬৫৫

(ঋগ্বেদ ১ম।১৭৯ সূক্ত)

সম্পূর্ণ।



পুনর্ভূ।

প্রশ্ন। বিবাহের দ্বারা পতির যে স্বামিত্ব জন্মে সে স্বামিত্ব তিরোহিত না হইলে নারী কিরূপে অপরের ক্ষেত্রীভূতা হইতে পারে ?

উত্তর। বিবাহিত নারীর দুই অবস্থা জন্মে। স্বামী হয় জীবিত আছেন না হয় মরিয়া গিয়াছেন।

১। যদি জীবিত থাকিয়া তিনি স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন তবে তাহার স্বামিত্ব তিনি নিজেই পরিহার করিয়াছেন। সেই অস্বামী অবস্থায় নারীর অপর স্বামী পাইতে আপত্তি কি ? যথা "যা পত্যা বা পরিত্যক্তা...(মনু ৯ অঃ ১৭৫)

২। কিন্তু পতি মৃত হইলে তাঁহার স্বামিত্ব স্বতঃ ধ্বংস হয় না। যদি স্বতঃ ধ্বংস হইত তবে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক একেবারে বিলুপ্ত হইত। তাহা হইলে বিধবা নারী পতি ধন হইতে ভরণ পোষণ পাইত না।

বিবাহের সময় নারী পুরুষের অধীন হয়। কিন্তু পুরুষ ও ঐ নারী অবস্থানুসারে পুনর্বিবাহ করিতে পারে,এই শাস্ত্রীয় বিধানের অনুবর্ত্তী হইয়া তাহাকে গ্রহণ করেন। কিন্তু স্বামীর অধিকার সাধারণ হওয়ায় উহা প্রবলতর। স্বামী যখন বিবাহ নিষেধ দ্বারা মৃত্যুর পর ও নিজ অধিকার প্রবল রাখিয়া যান স্ত্রীকে অবশ্য ঐ অধিকারের অধীন থাকিতে হয়। বিরুদ্ধে পতির উপদেশ না থাকিলে, বিধবা নারী স্বেচ্ছাক্রমে পুনর্ভূ হইতে পারে। যথা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া মনু (৯অঃ।১৭৫)

অনেকে কার্য্যে প্রবৃত্তি ও কার্য্য সম্পাদন এই উভয়ে কোন পার্থক্য দেখেন না। তাহারা বলেন পাণিগ্রহণ মাত্রেই স্ত্রী পুরুষ মিলিয়া যায়। অতএব স্ত্রীর আর পুনরায় বিবাহ হইতে পাবে না। কিন্তু এই মতের কোন ভিত্তিই নাই কেন না সকল ঋষিই পুনর্বিবাহ বিহিত করিয়াছেন। স্ত্রী পুরুষ এক করিবার জন্য যদি বিবাহের সময় কোন মন্ত্র উচ্চারিত হয় তবে উহা প্রার্থনা মাত্র। দেবগণ ঐ প্রার্থনা সফল করিতে পারেন না ও পারেন। যথা "দশাস্যাং পুত্রানা ধেহি পতিমেকাদশং কৃধি" ॥ ৪৫
"সমংজংতু বিশ্বে দেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ" ॥ ৪৭

(ঋকবেদ ১০ম। ৮৫ সূ)

তথা চ মনুঃ
মঙ্গলার্থং স্বস্ত্যয়নং যজ্ঞশ্চাসাং প্রজাপতেঃ।
প্রযুজ্যতে বিবাহেষু॥ (৫ অ। ১৫২)

যখন পুত্র জন্মে তখনই নারীর সহিত অবিচ্ছিন্ন লৌকিক

সম্বন্ধ উৎপন্ন হয়। দ্বিজাতির শূদ্রা বিবাহ নিষেধ করিতে যাজ্ঞবল্ক বলিয়াছেন।

যদুচ্যতে দ্বিজাতীনাং শূদ্রাৎ দারোপসংগ্রহঃ।

নৈতৎ মমমতং যস্মাৎ তত্র অয়ং জায়তে স্বয়ং॥(১অঃ৫৬)

অতএব দেখ যে বিবাহ ও বিবাহ পরে নারীতে পুত্রোৎপত্তি এই দুই ঘটনার ফল পৃথক। শেষ ঘটনার সম্ভাবনা দেখিয়া প্রথম ঘটনা নিবারিত হইল। কিন্তু যদি প্রথম ঘটনায় স্ত্রী পুরুষ অস্থিমজ্জায় মিলিয়া এক দেহ হয় ও আত্মায় আত্মায় মিলিয়া একাত্মা হইয়া যায় তবে দ্বিতীয় ঘটনার সম্ভাবনা হেতুতে প্রথম ঘটনা নিবারিত হইত না।

তথাচ মনুঃ

একঃপ্রজায়তে জন্তুঃ এক এব প্রলীয়তে।

এক অনুভুক্তেসুকৃতং এক এব হি দুষ্কৃতং॥ (৪।২৪০)

অতএব বুঝ স্ত্রীপুরুষের এক হওয়া কি ?

লৌকিক হেতু। অনেকে বলেন বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইলে স্ত্রী স্বামীকে ভক্তি করিবে না। তাঁহারা উক্ত নিয়ম দেখিয়া আশঙ্কা দূর করুন।

নারী সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর। এক—স্বামীকে ভালবাসে।

অপর—বর্ত্তমান স্বামীর হাত এড়াইবার জন্য বিধবা হইলেও সুখী হয়। প্রথম শ্রেণীর সম্বন্ধে আশঙ্কা নাই। পুনর্বিবাহিত হইবার আশায় দ্বিতীয় শ্রেণী পতিকে সন্তুষ্ট রাখিবার চেষ্টা করিবে। বর্ত্তমান সময়ে দ্বিতীয়শ্রেণী ঐ প্রয়াস পায় না। বিশেষতঃ যখন সমস্ত মনুষ্য সমাজে পুনর্বিবাহ প্রচলিত। যখন ভারতের গৌরব সময়ে উহা ভূরি পরিমাণে প্রচলিত

ছিল তখন ২।৪টী কুনারীর ভয়ে বহু কামিনীকে ক্লেশ দেওয়া বুদ্ধি মান ও হৃদয়বান ব্যক্তিদিগের উচিত নহে। টাসিটাস জার্মান-দিগের মধ্যে বৈধব্য প্রথা প্রচলিত দেখিয়াছিলেন। ইদানী কোরিয়া দিগের মধ্যে উহা প্রচলিত, কিন্তু তথায় অগ্নিও পূর্ব্ববৎ অর্চ্চিত। গ্রীস্ম প্রধান ভাবতে তিনি বহুদিন নিবিয়াছেন। কিন্তু বিধবার হৃদয়াগ্নি দিন দিন প্রবলতর জ্বলিতেছে।)

১। ন নিষ্ক্রয় বিসর্গা ভ্যাম্ ভর্ত্তুর্ভার্য্যা বিমুচ্যতে।

(মনু ৯ অ। ৪৬)

মনুর এই শ্লোক অনেকে বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে উত্থাপিত করেন। কিন্তু ভর্ত্তা অর্থে "উৎপাদক" বুঝিবে। নচেৎ "সা চেৎ অক্ষতযোনি স্যাৎ "ইত্যাদি ব্যর্থ হয়। স্মৃতি পড়িবার সময় ভর্ত্তা শব্দের উৎপাদক অর্থ অনেক সময় চিন্তা করিতে হয়। "কন্যা' শব্দেরও এই দশা ঘটে।

২। নান্যোৎপন্না প্রজাস্তীহ ন চ অপি অন্যপরিগ্রহে।

ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং ক্বচিৎ ভর্ত্তোপদিশ্যতে (মনু ৫ অ। ১৬২)

মনুর এই শ্লোক কেহ কেহ বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে উত্থাপিত করেন। কিন্তু পুনর্ভূ পরপরিগ্রহ থাকে না পৌনর্ভব পুত্র মনু যাজ্ঞবল্ক ও তাঁহাদের আধুনিক অর্থকার বিজ্ঞানেশ্বর ও জীমূতবাহন ব্যবহার পদে স্বীকার করিয়াছেন। কি কি অবস্থায় পরপরিগ্রহত্ব নষ্ট নয়, পুনর্ভূত্ব জন্মিতে পারে তাহা অন্যত্র বিবৃত হইল। সাধ্বীর দ্বিতীয় ভর্ত্তা নাই অতএব প্রজাতা নারীর পুন-বিবাহ হয় না।

৩। ন তু নামাপি গৃহ্নীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু। (৫অঃ১৫৭)

মনুর এই শ্লোক কেহ কেহ বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে উত্থাপিত

করেন। কিন্তু মনু স্পষ্টাক্ষরে "বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া" লিখিয়াছেন। যে বিধবা পুনর্ভূ হইতে পারে না, যাহার পুত্র জন্মিয়াছিল কিন্তু পুত্র মরিয়া গিয়াছে ইত্যাদি বিধবা পক্ষে এই সকল নীতি প্রযোজ্য। মনু অবিহিত পুরুষ সঙ্গমের ইচ্ছা নিবারণ করিতেছেন।

৪। "সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে" মনুর এই বাক্য কেহ কেহ বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে উত্থাপিত করেন। কিন্তু উহা যে সাধারণ বিধি উহার যে প্রতিপ্রসব আছে তাহা তাঁহারা একবারে ভুলিয়া যান। যথা—যাজ্ঞবল্ক

"সকৃৎ প্রদীয়তে কন্যা হরংস্তাং চৌরদণ্ডভাক্।
দত্তামপি হরেৎ পূর্ব্বাৎ শ্রেয়াংশ্চেৎ বর আব্রেজেৎ

(১অঃ৬৫ শ্লোক)

তথা চ বশিষ্ঠঃ

কুলশীলবিহীনস্য ষণ্ডাদি পতিতস্য চ।
অপস্মারিবিধর্ম্মস্য রোগিনাম্ বেশধারিণাম্
দত্তামপি হরেৎকন্যাং সগোত্রোঢ়াং তথৈব চ॥

মনুর উক্ত শ্লোক নারদে সম্পূর্ণ দৃষ্ট হয়। (১২অঃ৩২৮ পৃ১৭৬) নারদ কেবল ব্যবহারপদ লিখিয়াছেন সুতরাং ব্যবহারবিৎ তাহার গ্রন্থ অত্যন্ত আদর করেন। পুনর্বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার মত অতি পরিষ্কার। সুতরাং উক্ত শ্লোক পুনর্বিবাহ বিরুদ্ধ নয়।

যস্যা ম্রিয়েত কন্যায়াঃ বাচা সত্যকৃতে পতিঃ।
তাম্ অনেন বিধানেন নিজো বিন্দেত দেবরঃ॥ ৯ অ। ৬৯
কন্যায়াং দত্তশুল্কায়াং ম্রিয়েত যদি শুল্কদঃ।
দেবরায় প্রদাতব্যা যদি কন্যানুমন্যতে॥ ৯ অ। ৯৭

৯৭ শ্লোকে "দেবরায়" মাত্র থাকিলেও এখানে "নিজঃ" বুঝা উচিত। দেবরসম্পর্কে যে কোন ব্যক্তি এরূপ অর্থ সঙ্গত বোধ হয় না। যদি নিজ দেবর না থাকে তবে এই উভয় অবস্থায় অন্যত্র বিবাহ পক্ষে কোন বাধা হয় না। শুল্কদান নিষিদ্ধ। এই শুল্কদান হেতুই দ্বিতীয় পক্ষের নিষ্পত্তি প্রথম পক্ষের নিষ্পত্তি হইতে পৃথক হইয়াছে। নচেৎ কে "বাচাসত্যকৃতে" না হইলে শুল্ক দিয়া থাকে? এই দুই শ্লোক পাঠ করিলে বুঝা যায় যে মনুর মতে বিবাহ বিষয়ক নিয়ম (Contract) অবশ্য প্রতিপাল্য ক্ষতি পূরণে উহার প্রতিকার নাই। বর্ত্তমান ব্যবহারে ইংরেজ বিচারপতি—যাজ্ঞবল্ক অনুসরণ করিয়া এই নিয়ম অবশ্য প্রতিপাল্য স্থির করেন না। এখন Specific performance enforced হয় না।

যদি বিবাহ সিদ্ধির পূর্ব্বে বর মরিয়া যান তবে তাঁহার কনিষ্ঠ সোদর কন্যাকে প্রার্থনা করিতে পারেন। যদি বর শুল্কদাতা ছিলেন তবে তাঁহার সোদর কন্যার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার পাণি-গ্রহণ করিতে পারেন না। যদি ব্রাহ্মাদি উৎকৃষ্ট মতে বিবাহের নিয়ম হইয়া থাকে তবে "অনেন বিধানেন" সোদর তাহাকে বিবাহ করিবেন। এই বিধান নিয়োগের কিঞ্চিৎ অনুরূপ কিন্তু সম্পূর্ণ নিয়োগ নহে। কন্যা প্রমীত ব্যক্তির ক্ষেত্র নহেন কেননা "প্রদানং স্বাম্যকারণং" উপস্থিত হয় নাই। কন্যাদাতা প্রদান করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া ছিলেন কিন্তু বৃত ব্যক্তি মৃত হওয়ায় প্রদান করিতে পারেন নাই। পাণিগ্রহণিক মন্ত্র উচ্চারিত হয় নাই সপ্তপদ গমনে তাহার নিষ্ঠা হয় নাই অতএব কন্যা মৃত বরের দারা নহেন। কিন্তু মৃত সোদর কন্যাকে স্ত্রীরূপে

চিন্তা করিয়া ছিলেন অতএব সাধু ব্যক্তি তাহাকে কিরূপে সম্পূর্ণ দারত্বে গ্রহণ করিবেন। এরূপ অর্দ্ধপত্নী গ্রহণ করা অপেক্ষা তাহাকে একেবারে গ্রহণ না করাই বুদ্ধিমান ও হৃদয়বান ব্যক্তির কর্ত্তব্য।

বিন্দেত (শক্যার্থে) ইচ্ছা করিলে বিবাহ করিতে পারে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ কিরূপে সম্ভবে? দেবর বিবাহ না করিলে ঐ কন্যার অন্যত্র বিবাহে কোন বাধা নাই। মনুর মতে এরূপ কন্যাকে বিধবা বলা যায় না। "প্রদাতব্যা" চিন্তা কর।

যম, বশিষ্ঠ, নারদ কাত্যায়ন যাজ্ঞবল্ক আদি ঋষিরা মনুর এই মত স্বীকার করেন নাই। অথবা তাহারা কিঞ্চিৎ নূতন ভাব সংযোজিত করিয়াছেন।

বশিষ্ঠ।

অদ্ভির্বাচা চ দত্তায়াং ম্রিয়তে বা বরো যদি
ন চ মন্ত্রোপনীতা স্যাৎ কুমারী পিতুরেব সা।

কাত্যায়ন।

বরয়িত্বা তু যঃ কশ্চিৎ প্রনশ্যেৎ পুরুষো যদা
তদা সমাংস্ত্রীন তীত্য কন্যান্যং বরয়েৎ বরং॥
প্রদায় শুল্কং গচ্ছেৎ যঃ কন্যাযাঃ স্ত্রীধনং তথা
ধার্য্যা সা বর্ষমেকন্তু দেয়ান্যস্মৈ বিধানতঃ॥

নারদ।

প্রতিগৃহ্য তু যঃ কন্যাং বরো দেশান্তরং ব্রজেৎ।
সংবৎসরং অতিক্রম্য কন্যা অন্যং বরয়েৎ বরং॥

বর দেশান্তর গমন করিলে এক বৎসর অপেক্ষা করিবে।

বর মরিয়া গেলে ত কথাই নাই। (পরাশর মাধব ৪৯২ পৃষ্ঠা দেখ)।

মনু বলিতেছেন। "ন দত্বা কস্যচিৎ কন্যাং পুনর্দদ্যাৎ বিচক্ষণঃ,(৯অ।৭১) "যদন্যস্য প্রতিজ্ঞায় পুনরন্যস্য দীযতে(।৯অ।৯৯)

সকৃৎ প্রদীয়তে কন্যা। (৯ অ। ৪৭)

কিন্তু গৌতম বলিতেছেন "প্রতিশ্রুত্য অপি অধর্ম্মসংযুক্তায় ন দদ্যাৎ"। যাজ্ঞবল্ক বলিতেছেন "শ্রেয়ান্ চেৎ বরঃ আব্রজেৎ।

কাত্যায়ন বলিতেছেন (বিবাদরত্নাকর পৃ ৪৫৩)

দীয়মানং অথ আত্মানং যা নারী ন অনুমোদতে।
ন সা দেয়া ন চ গ্রাহ্যা বিধিঃ এষ স্মৃতো ভৃগোঃ॥
ন চ উত্তমাং ন চ অকামাং তথা পুত্রবতীং ন চ।
ঈদৃশীং তনুরূপেণ নিষ্ক্রয়েণ প্রমীলয়েৎ॥

পুত্রবতীং পুনর্ভূ পক্ষে চিন্তনীয়।

৬। নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বসু আপৎসু নারীনাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

(পরাশর ৪ অ। ২৮)

অত্র মাধব। অয়ং চ পুনরুদ্বাহো যুগান্তরবিষয়ঃ॥

তথাচ আদিপুরাণং

ঊঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহং জেষ্ঠাংশং গোবধং তথা।
কলৌ পঞ্চ ন কুর্ব্বীত ভ্রাতৃজায়াং কমণ্ডলুম্ ইতি।

যদি কলিতে কমণ্ডলু গ্রহণ নিষিদ্ধ হয় তবে শঙ্করাচার্য্য কেন উহা গ্রহণ করিলেন। (শব্দকল্পদ্রুমে "সন্ন্যাস" দেখ। জ্যেষ্ঠাংশ ও ভ্রাতৃজায়া সম্বন্ধে মিতাক্ষরা ও দায়ভাগকারের হেতু দেখ। তাঁহারা এই শ্লোক প্রমাণ করেন নাই। পরাশর কলিযুগের

ধর্ম্ম বলিতে আরম্ভ করিয়া কি সহসা বিনা আভাসে অন্য যুগের ধর্ম্ম বলিলেন? যদি এই ২৮ শ্লোক যুগান্তর বিষয়ক হয় তবে কি হেতুতে ২৯।৩০।৩১ শ্লোক যুগান্তর বিষয়ক হয় না?

মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥ (২৯ শ্লোক)

৪৯০ পৃষ্ঠায় মাধব পুনরায় এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যথা।

"যস্তু উঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহো যমশাতাতপাভ্যাম্ দর্শিতঃ।
বরশ্চেৎ কুলশীলাভ্যাম্ ন যুজ্যেত কথঞ্চন।
ন মন্ত্রাঃ কারণং তত্র ন চ কন্যানৃতং ভবেৎ॥
সমাচ্ছিন্ন তু তাং কন্যাং বলাৎ অক্ষতযোনিকাং।
পুনর্গুণবতে দদ্যাৎ ইতি শাতাতপোব্রবীৎ॥
হীনস্য কুলশীলাভ্যাম্ হরণ্ কন্যাং ন দোষভাক্
ন মন্ত্রাঃ কারণং তত্র ন চ কন্যানৃতং ভবেৎ॥

কাত্যায়নোপি

স তু যদি অন্যজাতীয়ঃ পতিতঃ ক্লীব এব বা।
বিকর্ম্মস্থঃ সগোত্রো বা দাসো দীর্ঘাময়োপি বা।
উঢ়াপি দেয়া সান্যস্মৈ সপ্রাবরণভূষণা।

মনুরপি

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে তথা।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥
সোয়ং পুনরুদ্বাহো যুগান্তর বিষয়ঃ।

তথাচাদিপুরাণম্

উঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহং জেষ্ঠাংশং গোবধং তথা।
কলৌ পঞ্চ ন কুর্ব্বীত ভ্রাতৃজায়াং কমণ্ডলুং॥

মাধবধৃত উক্ত শ্লোক প্রচলিত মনুসংহিতায় দৃষ্ট হয় না। যদি আদি পুরাণ মান্য করিয়া "নষ্টেমৃতে" শ্লোক যুগন্তর বিষয় ভাবিতে হয় তবে পরাশরের ৪ অ। ২২ শ্লোকেরও ঐ দশা ঘটে।

ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিমকঃ সুতঃ।

দদ্যান্মাতা পিতা বাপি স পুত্রো দত্তকোভবেৎ। (৪৬ অ। ২২)

কেন না ভ্রাতৃজায়া হইতেই ক্ষেত্রজ পুত্রের উৎপত্তি। মাধব বলিয়াছেন এতশ্চ দ্বাদশ বিধানাং পুত্রানাম্ উপলক্ষণং। তে চ ন মনুনা দর্শিতাঃ ইত্যাদি। হে মাধব যদি কলিযুগে উঢ়ার পুনরুদ্বাহ না হয় তবে কিরূপে এই পৌনর্ভব পুত্রের উৎপত্তি হয়?

৭। পতৌ অপতৌ নয়। শেষো ঘি অসখি।১।৪।৭ পানিনি পতিঃ সমাস এব।১।৪।৮ ঐ

সখি ভিন্ন অবশিষ্ট "ঘি" তবে কি পতি শব্দ "ঘি"? কিন্তু ১।৪।৮ সূত্রে মুনি বলিতেছেন পতি শব্দ সমাসে নিশ্চয় "ঘি" অর্থাৎ অসমাসে পতি শব্দ কখন "ঘি" কখন "ঘি" নয়। দুঃখের বিষয় সিদ্ধান্তকৌমুদীকার "এব" শব্দের অর্থ বিকাশ করেন নাই। বোপদেব "এব" ছাড়িয়া সূত্র করিয়াছেন। কিন্তু আমি পানিনির যে অর্থ করিলাম তাহা নিম্নোক্ত শ্লোক কএকটী হইতে প্রমাণিত হইবে।

১। জারেণ জনয়েৎ গর্ভং মৃতে ত্যক্তে গতে পতৌ পরাশর ১০ অ।২৭) পতৌ পত্যৌ ইতি মাধবটীকা।

২। ক্রীড়তে পতিনা সার্দ্ধং যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ। অঙ্গিরা ও ব্যাস (বিবাদ রত্নাকর পৃ ৪৪০ ও ৪৪২)

৩। প্রসাধনং নৃত্যগীতং সমাজোৎসবদর্শনংমাংস ংমত্যাভিযোগঞ্চ ন কুর্য্যাৎ প্রোষিতে পতৌ (বৃহস্পতি। ঐ পৃ ৪৩৯)

৪। ক্ষিপ্রং বৈবস্বতং দেবং পশ্যেয়ং পতিনা বিনা। (সুন্দর কাণ্ডং ২৬ অ।৩৬)

অল্পপতি অর্থে অপতি কে কোথায় দেখিয়াছেন? তথাচ কৃত্তদ্ধিতসমাসানাম্ অভিধানম্ নিয়ামকম্। লক্ষণন্তু অনভিজ্ঞানাং তদভিজ্ঞানসূচকম্॥ (বোপদেব)

নারদ ও পরাশরের গ্রন্থ এসিয়েটীক সোসাইটী মুদ্রিত করিয়াছেন। তাঁহারা লুপ্ত অকার দৃষ্টি করেন নাই। লুপ্ত অকার থাকিলে কোন না কোন পুস্তকে উহা দৃষ্ট হইত।

৮। বিধবায়াং প্রজোৎপত্তৌ দেবরস্য নিয়োজনম্। বালিকাক্ষতযোন্যোশ্চ বরেনান্যেন সংস্কৃতিঃ। কন্যানাম্ অসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ। আততায়ি দ্বিজগ্র্যানাং ধর্ম্মযুদ্ধেন হিংসনং। ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ। সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ॥

অক্ষতযোনির অন্য বরে সংস্কার যে কলির আদিতে প্রচলিত ছিল তাহা এই গ্রন্থকার স্বীকার করিতেছেন। সুতরাং কুল্লুক প্রভৃতি টীকাকার অথবা "অপতি" প্রিয় ব্যাকরণ সূচি পণ্ডিতগণ যে জল্পনা করিয়াছেন মন্বাদি স্মৃতির যথার্থ অর্থ প্রকাশ সম্বন্ধে তাহা নিতান্ত ভ্রান্ত। কিন্তু পুরাণলেখক যে "সময়ের" উল্লেখ করিতেছেন ব্যবহারবিৎ বিজ্ঞানেশ্বর ও জীমূতবাহন তাহা বর্ত্তমান কালে প্রতিপাল্য মনে করেন নাই।

তাঁহারা উভয়েই ক্ষেত্রজ পুত্র স্বীকার করিয়াছেন। কারণ এক ব্যক্তির সময়ের দ্বারা অন্য ব্যক্তি বাধ্য হইতে পারেনা, যদি বল গ্রামে তবে আমি তোমাকে কন্যা দান করিব এই "সময়"

করিলে তুমি আমার "সময়" বলে সমাজের যাবতীয় ব্যক্তির কন্যাগ্রহণ করিতে পার। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি দারগ্রহণ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালের কুমারগণও কি সেই প্রতিজ্ঞা দ্বারা বাধ্য ?

এই মহাত্মা বুধগণ কে ? আর্যশাস্ত্রে হস্তক্ষেপ করিতে ইহাদের অধিকার ছিল ?

৯। অনুদ্দিষ্ট পতিকার বিবাহ। শুনিয়াছি অষ্ট্রেলিয়া দেশে এরূপ বিবাহের চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু ইংরাজগণ উহা সুচক্ষে দেখিলেন না। সম্ভবতঃ ইংরাজ বিচারপতি বলিবেন স্বামী অনুদ্দিষ্ট হইলেই পুনর্ব্বিবাহের কারণ হইবে না তিনি নারীকে ত্যাগ করিয়াছেন এরূপ পরিষ্কার অনুমান হওয়া চাই। যথা যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা ॥ (মনু ৯ অঃ ১৭৫) যদি স্বামী নারীকে নিজগৃহে স্থাপিত করিয়া তাহার ভরণ পোষণের সংস্থান করিয়া দেশান্তরে গমন করেন তবে আমি পরিত্যাগ অনুমান করিব না (৯অ।৭৪,৭৫)।

যদি স্বামী স্ত্রীর সহিত সহবাস করিয়া দেশান্তরে গমন করেন তবে তিনি মনে করিতেও পারেন যে স্ত্রীর গর্ভে তাঁহার বংশধর পুত্র রহিয়াছে এরূপ অবস্থায়ও আমি পরিত্যাগ অনুমান করিব না।

কিন্তু যে স্বামী কেবল মাত্র পাণিগ্রহণ করিয়া দাম্পত্য সত্ত্ব (Conjugal rites) উপভোগ না করিয়া স্ববিত্ত বা বন্ধুবিত্ত হইতে নারীর ভরণ পোষণের উপায় না করিয়া দেশান্তর গমন করেন নারীর উপর তাঁহার অধিকার বহুকাল থাকা উচিত নয়।

১০। ক্লীবের বিবাহ। অনংশৌ ক্লীবপতিতৌ জাত্যন্ধবধিরৌ তথা।
উন্মত্তজড়মূকাশ্চ যে চ কেচিৎ নিরিন্দ্রিয়াঃ ॥ (মনু ৯ অ।২০১)

ক্লীব, পতিত, জাত্যন্ধ, জাতবধির, উন্মত্ত, জড়, মূকব্যক্তি ও যে কোন নিরিন্দ্রিয় ব্যক্তি বিভাগ কালে অংশ লাভ করে না। কিন্তু ইহারা সকলেই কিছু বিবাহের অনর্হ নয়। জাত্যন্ধ ব্যক্তি বিবাহ করিতে পারে।' বিবাহ করিলে ইহাদের ঔরস ও ক্ষেত্রজ পুত্র জন্মিতে পারে। ইহারা স্বয়ং অনংশ তাই বলিয়াই কি ইহাদের পুত্রেরাও অনংশ এই প্রশ্নের উত্তর ৯ অ। ২০৩ শ্লোকে আছে।

যদ্যর্থিতা তু দারৈঃস্যাৎ ক্লীবাদীনাং কথঞ্চন।
তেষাং উৎপন্নতন্তূনাং অপত্যং দায়ং অর্হতি ॥ (৯ অ।২০৩)

জীমূতবাহন এই ৯ অ। ২০৩ শ্লোকে ক্লীবের বিবাহের বিধি দেখিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পরিষ্কার "যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া" শ্লোকে ইদানীন্তন পণ্ডিতগণ বিধবার পুনর্ভূত্ব বিধি দৃষ্টি করেন না।

যদি এই শ্লোকে ক্লীবের বিবাহের বিধান থাকে তবে ইহাতে পতিত ও উন্মত্ত ব্যক্তিরও বিবাহের বিধি আছে। যদি পতিত ব্যক্তি বিবাহ কতে পারে তবে পতিত অবস্থায় উৎপন্ন পুত্র কেন দায়হারী হয় না। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যে "পতিতস্তজ্জঃ"। (২অ। ১১০) মনু স্পষ্টবাক্যে পতিত ব্যক্তির বিবাহ নিষেধ করিয়াছেন।

উন্মত্ত ব্যক্তির ব্যবহার অসিদ্ধ। সে দান গ্রহণ করিতে পারে না। যদি "প্রকৃতিস্থ" না হইলেও তুমি পাণিগ্রহণ করিতে পার তবে নিদ্রিত অবস্থায় পার না কেন? যদি নিদ্রিত অবস্থায় কেবল মাত্র কন্যা দাতার ইচ্ছায় তোমার বিবাহ হয় তবে আমি

নিশিথে সহস্র পত্নী তোমায় দান করিতে পারি। তুমি তাহাদিগকে ভরণ পোষণ করিবে। তুমি অপুত্রক মরিলে তাহারা তোমার ধন হারিণী হইবে। তাহারা তোমাকে দ্বেষ করিলেও তুমি তাহাদিগকে ত্যাগ কবিতে পারিবে না। (আমার মতে অপোগণ্ডের বিবাহ অসিদ্ধ। পরে সহবাস দ্বারা ঐ বিবাহ সিদ্ধ হয়।)

নিজ ঔরসে পুত্রোৎপাদনই বৈবাহিক মন্ত্রে লক্ষিত। অনন্তর ক্লীবত্বাদি অবস্থা উৎপন্ন হইলে নিয়োগ বিধির আশ্রয় পাওয়া যায়। যদি প্রথম হইতেই নিয়োগকে অবলম্বন করা সম্ভবিত হয় তবে বিবাহ বিধিতে উহার একবারেই উল্লেখ নাই কেন?

"নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ততে ক্বচিৎ॥৯অ।৬৫

যদি ক্লীবাদি ব্যক্তি বিবাহ করিতে পারে যেহেতু তাহারা সজাতি হইতে বহির্গত হয় না তবে তাহারা সজাতির অপর কার্য্য হইতে বঞ্চিত হয় কেন? কেন মনু উৎপন্নতন্তু লিখিলেন। দত্তক কৃত্রিমাদি পুত্র কেন তাহাদিগকে দিলেন না। যাজ্ঞবল্ক স্পষ্ট লিখিয়াছেন ঔরসাঃ ক্ষেত্রজাস্তেষাং নির্দোষা ভাগহারিণঃ॥ (২অ। ১৪১)

(নারদের ১২ ব্যবহার পদ দেখ) বিষ্ণু ইহাদের ক্ষেত্রজপুত্র স্বীকার করেন নাই (১৫ অ। ৩৩)

১১। পরিত্যাগ ও অধিবেদন। পরিত্যাগে স্বামিস্ত্রী সম্বন্ধ ছিন্ন হয়, অধিবেদনে তাহা হয় না। অধিবিন্না নারী পত্নীই থাকে। সে পূর্ব্ববৎ ভরণপোষণ প্রাপ্ত হয়। পরিত্যক্তা নারী অন্য বাধা না থাকিলে স্বেচ্ছামত পুনর্ভূ হইতে পারে। যথা "যা পত্যা বা পরিত্যক্তা" (৯ অ। ১৭৬)। সে ভরণ পোষণ পাইতে পারে না। গুরুতর অবস্থায় পরিত্যাগ বিহিত। অধিবেদন সহজেই হয়।

তাং সাধ্বীং বিভ্রিয়াৎ নিত্যং দেবানাং প্রিয়মাচরণ্ (৯অ। ৯৫) স্ত্রী দেবদত্তা। অগ্নি তাহাকে দিয়াছেন। অতএব অল্পদোষে তাহাকে পরিহার করা অনুচিত। সে যাবৎ সাধ্বী থাকিবে তাবৎ সে ভরণ পোষণ পাইবে। অসাধ্বী হইলে ত্যাজ্যা।

ধ্যায়ত্যানিষ্টং যৎ কিঞ্চিৎ পাণিগ্রাহস্য চেতসা। তস্যৈব ব্যভিচারস্য নিহ্নবঃ সম্যগুচ্যতে ॥ (৯ অ। ২১ শ্লোক)

ব্যভিচার কায়িক ও মানসিক। কায়িক ব্যভিচার গার্ভিক অথবা কেবল সংস্পর্শ জনিত যথা চুম্বনাদি।

ন মাতা ন পিতা ন স্ত্রী ন পুত্র স্ত্যাগম ইতি।

ত্যজন্ অপতিতান্ এতান্

রাজ্ঞা দণ্ড শতানি ষট্ ॥ (৮ অ। ৩৮৯ শ্লোক)

যদি স্ত্রীকে ভরণ পোষণ না কর তুমি রাজদ্বারে দণ্ডিত হইবে। সে যদি পতিতা হয় তবে তুমি দণ্ডার্হ নও। স্ত্রী পতিতা না হইলেও যে যে স্থলে পরিত্যক্তা তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য মতে "গর্ভে ত্যাগো বিধায়তে" অন্যথা "ব্যভিচারাৎ ঋতৌ শুদ্ধি"। যেখানে ঋতু হইলে শুদ্ধি হয় সেখানেই নারীকে "হৃতাধিকারাং মলিনাং" ইত্যাদি প্রকারে বাসয়েৎ ব্যভিচারিণীম্ ॥ ১অ। ৭০।৭২ শ্লোক। টীকাকার বিজ্ঞানেশ্বর "অপ্রকাশিতাৎ মনোব্যভিচারাৎ পুরুষান্তরসম্ভোগসংকল্পাৎ যৎ অপুণ্যং তস্য ঋতৌ রজো দর্শনে শুদ্ধি" লিখিয়া মনুর মত অনুসরণ করিয়াছেন।

১১। পুত্র বিভাগ।

পত্নী দুই প্রকার। ধর্ম্মপত্নী ও পুনর্ভূপত্নী।

ধর্ম্ম পত্নী গর্ভে (১) ঔরস পুত্র (২) পুত্রিকাপুত্র (৩) ক্ষেত্রজ-পুত্র (৪) গূঢ়জপুত্র জন্মে। (৫) কানীন (৬) সহোঢ় (৭ পৌনর্ভব পুত্র পুনর্ভূগর্ভজাত। পত্নী বিবাহসংস্কৃতা ইতি মিতাক্ষরা। "পত্নীদুহিতরশ্চৈব শ্লোকে "পুনর্ভূসংস্কৃতাপুনঃ. ইতি সংস্কার পরি-ণীতা স্ত্রী উত্তরাধিকারিণী। দায়ভাগকার বিরুদ্ধে কোন মত প্রকাশ করেন নাই অতএব পুনর্ভূ সর্ব্বত্র ধনহারিণী।

পুনর্ভূগর্ভজাত। বিবাহ পূর্ব্বে নারী পুরুষসম্ভোগদুষিতা হইলেই পুনর্ভূ হয় (বীরমিত্রোদয়)। অতএব কানীন ও সহোঢ় প্রভৃতি পুনর্ভূ। সংস্কার পরে সঞ্জাত পুত্র পৌনর্ভব।

গূঢ়জ পুত্র যদি কোন পুত্র বিষয়ে নিশ্চয় করা যায় যে সে তাহার পিতার পুত্র নয় তবে সে কুণ্ড বা গোলক। সে ঋকৃথ-ভাগী নয়। ঔরস পুত্রের পিতা নিশ্চিত। গূঢ়জ পুত্রের জারজত্ব অনিশ্চিত। বর্ত্তমান সময়ে এরূপ পুত্র ঔরসপুত্র মাঝে লুকাইয়া যায়। সেরসিংহ রণজিৎসিংহের কিরূপ পুত্র ছিলেন ?

কানীন। মনুমতে কানীন পুত্র বোঢ়ার (দায়ভাগ) ; যাজ্ঞ-বল্কমতে সে মাতামহের (মিতাক্ষরা)। বর্ত্তমান সময়ে এরূপ পুত্র কদাচ উৎপন্ন হইলে সে ভ্রূণ দশায় নিহত হয়। বর কন্যা যাহাকে বিবাহ বলেন ব্যবহারবিৎ তাহাকে বিবাহ না বলিলে এরূপ পুত্র উৎপন্ন হইতে পারে। শুনিয়াছি হঙ্গেরী দেশে এইরূপ বহু গোলমাল হইতেছে।

সহোঢ়। এরূপ পুত্র হয় নিহত না হয় ঔরস মাঝে লুকায়। প্রিভিকৌন্সিল সহোঢ় পুত্র স্বীকার করিয়াছেন। কানীন ও সহোঢ় পুত্র অসংস্কৃত দশায় বোঢ়া দ্বারা উৎপাদিত।

পৌনর্ভবপুত্র। সহোঢ় ও পৌনর্ভব পুত্রের বিরুদ্ধে সমান তর্ক উপস্থিত হয়। সহোঢ় স্বীকৃত হইয়াছে। পুত্রিকাপুত্র স্বীকৃত হইবার সম্ভাবনা আছে অতএব পৌনর্ভব পুত্রের আশঙ্কা নাই। তাহাব ঋকৃথহারিত্ব পুরাতন ও অধুনাতন ব্যবহার শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। যদি কেহ তাহার বিরুদ্ধে আচার উত্থাপিত করেন তবে তাহার প্রমাণ করা উচিত যে পৌনর্ভবপুত্র ঋকৃথ প্রার্থনা করিয়াছে কিন্তু প্রাপ্ত হয় নাই।

ধনহারিত্ব সম্বন্ধে মনুর মতে পুত্র দুই শ্রেণীর। যাজ্ঞবল্ক এরূপ শ্রেণী বিভাগ করেন নাই।

১। ঔরস ২। ক্ষেত্রজ ৩। দত্ত। ৪। কৃত্রিম ৫। গূঢ়োৎপন্ন ৬। অপবিদ্ধ—প্রথম শ্রেণী।

৭। কানীন ৮। সহোঢ়। ৯। ক্রীত ১০। পৌনর্ভব ১১। স্বয়ংদত্ত ১২। শৌদ্র—দ্বিতীয় শ্রেণী।

৩। দত্তক পুত্র। "সদৃশং প্রীতিসংযুক্তং যং পুত্রং আপদি মাতা পিতা বা অদ্ভিঃ দদ্যাতাম্"।

৪। কৃত্রিম পুত্র। "সদৃশং গুণদোষবিচক্ষণং পুত্রগুণৈ র্যুক্তং যং পুত্রং প্রকুর্য্যাৎ"।

৬। অপবিদ্ধ পুত্র। "মাতা পিতৃভ্যাম্ উৎসৃষ্টং তয়োঃ অন্যতরেণ বা উৎসৃষ্টং যং পুত্রং পরিগৃহ্নীয়াৎ"।

৪। কৃত্রিমপুত্র। দত্তককে মাতা পিতা দান করিলেন। অপবিদ্ধকে দান করিলেন না। সে পরিত্যক্ত হইলে পুত্ররূপে

গৃহীত হইল। কৃত্রিমকে মাতা পিতা দান ও করিলেন না। ত্যাগও করেন নাই।

শ্লোকে দান বা ত্যাগের কোন আভাস পাওয়া যায় না। ক্রীতক ও স্বয়ংদত্ত পুত্রের উপর অধিকারের হেতু শ্লোকে স্পষ্ট রহিয়াছে। সুতরাং কৃত্রিম পুত্রের উপর কিরূপে অধিকার জন্মে তাহা অন্বেষণ করা প্রয়োজন হয়। আমি বিবেচনা করি কৃত্রিম পুত্র অপর কাহার পুত্র নয়। সে পিতার দ্বিতীয় শ্রেণীর পুত্র তাহার উপর পিতার অধিকার আছে। পিতা কেবল তাহার সদৃশত্ব গুণদোষবিচক্ষণত্ব ও পুত্রগুণযুক্তত্ব দেখিয়া তাহাকে কৃত্রিম পুত্র করিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণীতে আনিলেন। (রোমক ব্যবহারে Legitimation চিন্তা কর কিন্তু ভারতে সাধন প্রণালী ভিন্ন) এরূপ পুত্র করণে আপদের অস্তিত্ব আবশ্যক নাই। অতএব পৌনর্ভবপুত্র পিতার স্নেহ ভাজন হইলে কৃত্রিম পুত্র হইতে পারে। "সদৃশত্ব" চিন্তা করিলে বোধ হয় যে শৌদ্রপুত্র কৃত্রিম হয় না। অন্ততঃ ব্রাহ্মণপক্ষে তাহার সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম আছে। অপত্য বিক্রয় মনু নিষেধ করিয়াছেন। ইংরেজ বাহাদুর উহা রহিত করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অনেক জাতপুত্র সমাজে দত্তকপুত্র হইয়া যায়। দত্তক পুত্র সম্বন্ধে তর্ক উঠিলে চিন্তা করা উচিত "পিতা তাহাকে পুত্রহীন ব্যক্তির প্রতি দয়াপরবশ হইয়া দান করিয়াছেন না অর্থলোভে দান করিয়াছেন"। যদি অর্থলোভ জন্মিয়া থাকে তবে উহা ছন্ন অপত্যবিক্রয় (মনু ৯ অ।৯৮,১০০ ৩অ ৫১)

মিতাক্ষরা প্রচলিত দেশে ১। ঔরস ২। পুত্রিকাসুত ৩। ক্ষেত্রজ ৪। গূঢ়জ পুত্র ৫। কানীন ৬। পৌনর্ভব ৭। দত্তক ইত্যাদি

পুত্র। বর্ত্তমান সমাজে গূঢ়জ ও কানীন পুত্র প্রায় জন্মে না। যাহার ১।২।৬ বিধ পুত্র আছে তাহার ক্ষেত্রজ পুত্র হওয়া অসম্ভব। পিতা ইচ্ছা না করিলে পুত্রিকা পুত্রের উৎপত্তি হয় না। বর্ত্তমান কালে কাহাকেও পুত্রিকা পুত্র ইচ্ছা করিতে দেখি না। বিধবার বিবাহ প্রচলিত হইলে এক পিতার ঔরস ও পৌনর্ভব পুত্র থাকিবার সম্ভাবনা। ঔরস ও দত্তক পুত্র থাকিলে যেরূপে দায়ভাগ হয় ঔরস ও পৌনর্ভবে সেইরূপ সম্ভব। পৌনর্ভব পুত্র থাকিলে দত্তক গ্রহণ অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়।

দায়ভাগ প্রচলিত দেশে পৌনর্ভব পুত্র যদি কৃত্রিম পুত্র না হইতে পারে তবে তাহার অবস্থা অতি হীন হয়। এই হীন অবস্থা অতি অল্প লোকেরই ঘটে কারণ বঙ্গদেশে অনেক প্রকৃত পুনর্ভূ পুত্র ঔরস পুত্র হইবারই সম্ভব। বিবাহের সময় যদি পুরোহিত *"সংস্কারং অর্হতি" ইতি স্থির করিয়া বিবাহ দেন তবে* ভবিষ্যৎ-কালে প্রাড়্‌বিবাক তাহা অন্যথা করিবেন না। এরূপ অবস্থায় সঞ্জাত পুত্র ঔরস পুত্র হয়।

৬। অপবিদ্ধ পুত্র।

মাতা পিতৃভ্যাম্ উৎসৃষ্টং তয়োরন্যতরেণ বা।
যং পুত্রং পরিগৃহ্লীয়াৎ অপবিদ্ধঃ স উচ্যতে॥ (৯অ।১৭১)
উৎসৃষ্টংত্যক্তং কিন্তু ত্যাগ সম্বন্ধে মনু
"ন মাতা ন পিতা ন স্ত্রী ন পুত্র স্ত্যাগং অর্হতি।
ত্যজন্ অপতিতান্ এতান্ রাজ্ঞা দণ্ড্যঃ শতানিষট্॥

পুত্রকে অকারণে ত্যাগ করিলে রাজা শাস্তি বিধান করিবেন। অতএব বুঝা যাইতেছে যে রাজাজ্ঞা ব্যতীত অপবিদ্ধ পুত্রের উৎপত্তি হয় না। কিরূপ অবস্থায় ঐই রাজাজ্ঞা প্রকাশিত হইত

জানা যায় না। যদি বল ত্যাগকারীকে ধৃত করিতে পারিলে রাজা দণ্ড বিধান করিবেন। ইতিমধ্যে ত্যক্তপুত্র অপবিদ্ধ হইয়া যায়। উত্তর। দণ্ডভয়ে ত্যাগকারী ত্যাগ অস্বীকার করিলে কিম্বা পুত্রকে ভরণ পোষণ করিতে প্রস্তুত হইলেও কি ত্যক্ত শিশু স্বপিতার ঔরস পুত্র স্থান হইতে স্খলিত হইয়া কোন দয়ালু দীন ব্যক্তির নিকৃষ্ট পুত্র হইবে? ত্যক্তপুত্র অপবিদ্ধ পুত্ররূপে গৃহীত হইলে ত্যাগকারী দণ্ডনীয় নয় এরূপ আভাস কোথাও নাই অথচ তোমার তর্ক যথার্থ হইলে এরূপ অবস্থায় দণ্ডবিধানের কোন ফলদায়িত্ব নাই। উহাতে রাজার কোষ বর্দ্ধিত হইল বটে কিন্তু পুত্রের কোন উপকার হইল না। দণ্ডার্হ ব্যক্তিও অনুশোচনা করিতে অবকাশ পাইল না। অতএব তোমার তর্ক অন্যায্য।

যদি বল স্ত্রীও ত ত্যাগার্হা নয় তবে কি রাজাজ্ঞা ব্যতীত পরিত্যক্তা নারী পুনর্ভূ হইতে পারে না।

উত্তর। পতিত না হইলেও যে যে অবস্থায় স্ত্রীকে ত্যাগ করা যায় তাহা শাস্ত্রে লিখিত আছে। ঐ ঐ অবস্থায় পরিত্যাগে রাজাজ্ঞার প্রয়োজন নাই কেন না রাজা দণ্ড বিধান করিতে পারেন না। স্বামী অনুদ্দিষ্ট হইলে তিনি নারীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন এরূপ অনুমান করা যায়। নিয়মিত কাল অতীত হইলে তিনি মৃত হইয়াছেন এরূপও অনুমান করা যায়। পরে নারী স্বেচ্ছায় পূর্ব্বপতির ক্ষেত্রত্ব ত্যাগ করিয়া অপরের ক্ষেত্র হয় কিন্তু পুত্রের বিষয়ে এরূপ কাল নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। অপবিদ্ধ পুত্রও স্বেচ্ছায় পিতৃবংশ ত্যাগ করে না। স্বয়ংদত্ত পুত্রই স্বেচ্ছায় অপরের পুত্র হয়। অতএব পুনর্ভূ বিধান হইতে অপবিদ্ধ বিধানে কোন্ তর্ক উপনীত করা যায় না।

অপবিদ্ধ শিশু, স্বয়ংদত্ত অতীতশৈশব।

১২। নিয়োগ। দেবরাদ্বা সপিণ্ডাদ্বা স্ত্রিয়া সম্যঙ্নিযুক্তয়া।
প্রজেপ্সিতাধিগন্তব্যা সন্তানস্য পরীক্ষয়ে ॥৫৯
বিধবায়াং নিযুক্তস্তু ঘৃতাক্তো বাগ্যতো নিশি।
একং উৎপাদয়েৎ পুত্রং ন দ্বিতীয়ং কথঞ্চন ॥ ৬০
দ্বিতীয়ং একে প্রজনং মন্যন্তে স্ত্রীষু তদ্বিদঃ।
অনির্বৃত্তং নিয়োগার্থং পশ্যন্তো ধর্ম্মতোস্তয়োঃ ॥ ৬১
বিধবায়াং নিয়োগার্থে নির্বৃত্তে তু যথাবিধি
গুরুবচ্চ স্নুষাবচ্চ বর্ত্তেয়াতাং পরস্পরং ॥ ৬২
নিযুক্তৌ যৌ বিধিং হিত্বা বর্ত্তেয়াতাং তু কামতঃ।
তাবুভৌ পতিতৌস্যাতাং স্নুষাগ গুরুতল্পগৌ ॥ ৬৩
নান্যস্মিন্ বিধবা নারী নিয়োক্তব্যাদ্বিজাতিভিঃ
অন্যস্মিন্ হি নিযুঞ্জানাঃ ধর্ম্মং হন্যুঃ সনাতনং ॥ ৬৪
নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ততে ক্বচিৎ।
ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ ॥ ৬৫
অয়ং দ্বিজৈর্হি বিদ্বদ্ভিঃ পশুধর্ম্মো বিগর্হিতঃ।
মনুষ্যাণামপি প্রোক্তো বেণে রাজ্যং প্রশাসতি ॥ ৬৬
স মহীমখিলাং ভুঞ্জন্ রাজর্ষিপ্রবরঃ পুরাঃ।
বর্ণনাং সঙ্করং চক্রে কামোপহতচেতনঃ ॥ ৬৭
ততঃ প্রভৃতি যো মোহাৎ প্রমীতপতিকাং স্ত্রিয়ং।
নিয়োজয়ত্যপত্যার্থং তং বিগর্হন্তি সাধবঃ ॥ ৬৮

৬৪ শ্লোকে "অন্যস্মিন্" অর্থে ৫৯ শ্লোকোক্ত দেবর ও সপিণ্ড ভিন্ন অন্য ব্যক্তি বুঝিবে। কেন না ৫৯ শ্লোকে উহারা বিহিত হইল। বিহিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্যজনে বিধবাকে নিয়োগ করিলে

"সনাতন" ধর্ম্ম নষ্ট হয় (৬৪ শ্লোক)। সুতরাং বিহিত ব্যক্তি নিযুক্ত হইলে উহা "সনাতন" ধর্ম্ম হইল। যাহা "সনাতন" ধর্ম্ম তাহা কিরূপে বিগর্হিত হইতে পারে? তাহাত কোন সময় বিশেষ হইতে বা ব্যক্তি বিশেষ দ্বারা প্রচলিত হয় নাই। যাহা "সনাতন" নয় তাহাই বেণদ্বারা প্রচলিত। দেবর ও সপিণ্ড ভিন্ন অন্যদ্বারা সন্তানোৎপত্তিতে "বর্ণ সঙ্কর" জন্মায়। উহাই (অয়ং) বিগর্হিত পশু ধর্ম্ম। যিনি মোহ হেতু "সনাতন" ধর্ম্ম ভুলিয়া অন্যরূপ কার্য্য করেন—বেণ প্রচারিত আচার অনুসরণ করেন সাধুরা তঁাহাকে নিন্দা করেন। বেদব্যাস অম্বিকা ও অম্বালিকার দেবর ছিলেন সুতরাং তাঁহার কার্য্য বিগর্হিত পশুধর্ম্ম হয় নাই। তিনি "সনাতন" ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন—

৬৫ শ্লোক। যদি সকল অবস্থায় নিয়োগ বিহিত হইত তবে উদ্বাহিক মন্ত্রে বা বিবাহবিধিতে উহার উল্লেখ থাকিত। অতএব বেণপ্রচারিত সাধারণ রীতি ন্যায্য নয়। নিয়োগ কেবল পরম্পরাগতআচার অনুসারে কার্য্য। ঐ আচার ৫৯ হইতে ৬৩ শ্লোকে বিবৃতহইল।

৬৮ শ্লোক। "মোহাৎ"=সনাতন ধর্ম্ম ভুলিয়া।

সমাজে প্রবর্ত্তিত বিধির অন্তর্ভূক্ত স্ত্রী পুরুষ সহবাসকে আমরা বিবাহ বলি। অতএব নিয়োগকে এক প্রকার বিবাহ বলিতে আপত্তি কি? উহাকে ব্যভিচার বলা অসঙ্গত। ব্যভিচার স্বেচ্ছাময় নিয়োগ বিধিবদ্ধ। নিয়োগে পুত্র ও স্ত্রীর উপর অধিকার স্থাপিত হয় না। তাহারা পূর্ব্ব ব্যক্তিরই থাকে। ক্ষেত্রজ ও দত্তক পুত্রে অনেক মিল আছে।

নিয়োগ বঙ্গ দেশে নিবারিত হয় নাই। নিয়োগ বিরুদ্ধে কোন কোন পণ্ডিত যে সকল শ্লোক উদ্ধার করেন দায়ভাগকার তাহা

প্রমাণ করেন নাই। দায়ভাগে উল্লিখিত বিখ্যাত স্মার্ত্তসিংহ গোবিন্দরাজ সর্ব্বযুগে নিয়োগ প্রচলিত থাকা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। কুল্লুক তাহা মানিলেন না। কিন্তু কুল্লুক দেখিলেন না যে তাঁহার স্বদেশে জীমূতবাহন নিয়োগ স্বীকার করিয়া ঐ ভিত্তির উপরই ক্লীবের বিবাহ দিতেছেন। জীমূতবাহন বলিতেছেন "ক্লীবব্যক্তি দায় গ্রহণ করিতে পারে। আপত্তি করিও না যে ক্লীব পুরুষ নয় সে সন্তান উৎপাদন করিতে পারে না অতএব সে কিরূপে বিবাহ করিবে? ক্লীব অপর পুরুষের দ্বারা তাহার স্ত্রীতে সন্তান জন্মাইতে পারে।" (See Chap. V Secs. 17 and 18 Colebrook's Dayabhaga)।

মনে কর পাণ্ডুর সহিত কুন্তীর বিবাহ অসিদ্ধ তবে কুন্তী পাণ্ডুর স্ত্রী হন নাই। কুন্তী ধর্ম্মরাজে নিযুক্তা হইলেন। ঐ নিয়োগই এক প্রকার বিবাহ মনে কর তবে কুন্তী ধর্ম্মরাজের স্ত্রী হইলেন যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম রাজের পুত্র হইলেন। যদি ধর্ম্মরাজ কৃপাপরবশ হইয়া স্বীয় পুত্র যুধিষ্ঠিরকে পুত্র বিহীন ক্লীব পাণ্ডুকে দান করেন তাহা হইলে কাহারও আপত্তি থাকে না। ঐরূপ পুত্রকে আমরা দত্তক পুত্র বলি। এখন বিবেচনা কর যে ধর্ম্মরাজ ঐ শিশু পুত্রের লালন পালনের জন্য আপন স্ত্রী কুন্তীকেও ক্লীবের অধিকারে রাখিয়া গেলেন। অথবা বিবেচনা কর যে তিনি স্ত্রীকেও পুত্র সহিত দান করিলেন। ব্যবহারবিদ্ এই দান স্বীকার করিলে সমাজে কি ঘোরতর অমঙ্গল হয়? কুন্তী ধর্ম্মরাজ, হইতে পুত্র, ক্লীব হইতে ভরণ পোষণ লাভ করিলেন। ক্লীবও সুখী হইলেন।

নিয়োগ সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য। অপুত্রাং গুর্ব্বনুজ্ঞাতো দেবরঃ পুত্রকাম্যয়া। সপিণ্ডোবা সগোত্রো বা ঘৃতাভ্যক্ত ঋতোইয়াৎ॥ (১অ।৬৮।

"এতচ্চ বাগদত্তা বিষয়ম্ ইতি আচার্যাঃ" ইতি মিতাক্ষরা।

অন্য ঋষি যে যাহা বলুন যাজ্ঞবল্ক্য বাগদত্তা বিবাহ নিষেধ করেন নাই। বর মৃত হইলে ত কথাই নাই বর জীবিত থাকিলেও তিনি লিখিয়াছেন।

"দত্তাম্ অপি হরেৎ পূর্ব্বাৎ শ্রেয়ান্ চেৎ বরঃ আব্রজেৎ। (১অ।৬৫)
দত্তাম্—এতচ্চ সপ্তমপদাৎ প্রাক্ দ্রষ্টব্যম্ ইতি মিতাক্ষরা।

অন্য ঋষির মতে যাহাই হউক যাজ্ঞবল্ক মতে এইরূপ কন্যা পুনর্ভূ নয়। কেন না তাহাব পূর্ব্বে সংস্কার হয় নাই কেবল বাগ্দান মাত্র হইয়াছে। "পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ" (১অ১৭)। বর্ত্ত-মান সমাজে এরূপ শত শত বিবাহ হইতেছে কিন্তু কেহ এরূপ কন্যাকে পুনর্ভূঃ বলেন না। অতএব বাগ্দত্তা কন্যা কাহার ক্ষেত্র নহে। সুতরাং "অপুত্রাং গুর্ব্বনুজ্ঞাতঃ শ্লোক বাক্ দত্তা বিষয়ক বলিয়া বোধ হয় না।

যস্যা ম্রিয়েত কন্যায়াঃ বাচাসত্যাকৃতে পতিঃ
তাম্ অনেন বিধানেন নিজো বিন্দেত দেবরঃ॥

মনুর এই শ্লোক এখানে স্মরণ করা কর্ত্তব্য নয়। কারণ নিজ (সোদর ইতি মিতাক্ষরা) দেবরবেদন সম্বন্ধেই মনুর শ্লোক। যাজ্ঞবল্ক "সপিণ্ডোবা সগোত্রোবা বলিতেছেন। স্মরণ করিতে হইলে

দেবরাৎ বা সপিণ্ডাৎ বা স্ত্রিয়া সম্যক্ নিযুক্তয়া।
প্রজেপ্সিতা অধিগন্তব্যা সন্তানস্য পরিক্ষয়ে॥ (মনু ৯অ।৫৯)

স্মরণ করা উচিত। "সন্তানস্য পরিক্ষয়ে"—সন্তান না জন্মিলে অথবা সন্তান জন্মিয়া মরিয়া গেলে নারী নিযুক্তা হইতে পারে। কিন্তু নিয়োগ যদি কেবল বাগ্দত্তা সম্বন্ধে হয় তবে "পরিক্ষয়ে" শব্দ বৃথা হয়। পরন্তু—

যস্তল্পজঃ প্রমীতস্য ক্লীবস্য ব্যাধিতস্য বা

স্বধর্ম্মেণ নিযুক্তায়াং স পুত্রঃ ক্ষেত্রজঃ স্মৃতঃ (মনু ১২। ১৬৭।)

এখানে "ক্লীবস্য" ও "ব্যাধিতস্য"

পদে "যস্যা ম্রিয়েতকন্যায়াঃ বাচা সত্যকৃতে পতি"।

আদৌ খাটেনা। নিজদেবরবেদন ব্যতীত ও যে ক্ষেত্রজ-পুত্র সম্ভব তাহা মিতাক্ষরা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যথা "ইতরেণ অসপিণ্ডেন দেবরেণ বা উৎপন্নঃ পুত্রঃক্ষেত্রজঃ"

(২অ। ১২৮)

অতএব নিয়োগ সম্বন্ধে মিতাক্ষরা মত ভ্রান্ত।

ঋষিরা ক্ষেত্রজ পুত্রকে শ্রেষ্ঠ বলিতেন আমরা দত্তককে শ্রেষ্ঠ করিয়াছি। পিতা সম্বন্ধে উহারা কল্পিত পুত্রমাত্র—"পুত্র-প্রতিনিধীন্ আহুঃ ক্রিয়ালোপাৎ মনীষিণঃ॥ (৯অ। ১৮০ শ্লো) কিন্তু জননী সম্বন্ধে ক্ষেত্রজ পুত্র দত্তক হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ। ক্ষেত্রজ পুত্র কল্পিত পিতার ধন হরণ করুক তাহার ক্রিয়া কলাপ সম্পন্ন করুক অথবা বীজদ পিতার বাস্তবিক পুত্র হউক (৯। ৮১)সে তাহার জননীর হৃদয়ের ধন। জননীর অঙ্গ হইতে সে বাহির হইয়াছে। নিযুক্তা নারী স্বৈরিণী নহে। সে ইচ্ছামত পুরুষ আশ্রয় করিতে পারে না। পুত্রিকা পুত্র যেরূপ পিতার আশ্রয়ে থাকে সেইরূপ নিযুক্তা নারী তাহার প্রথম পতির আশ্রয়ে থাকে। রোমক ব্যবহারে নারীরা ত্রিরাত্রি দূরে থাকিয়া পতির অধিকার পূর্ণ হইতে দিত না। (See Sanders on Justinian p. 30. Denuptions) সুতরাং নিযুক্তা নারী যথার্থ পতির (উৎপাদকের) অধিকার ভুক্তা হইল না বলিয়া তাহাকে ব্যভিচারিণী বলা উচিত নয়।

মুসলমানগণ ভ্রাতৃ বিধবাকে বিবাহ করেন, হিন্দু সমাজেও মাতৃস্বস্রেয়ী পরিণীতা হন, অতএব নিয়োগ incest নয়।

১। প্রজাতার পুনর্ভূত্ব নাই। বহুশত বর্ষ হইতে ভারতবর্ষে মনু ও যাজ্ঞবল্ক স্মৃতিই মান্য হইয়াছে। বঙ্গদেশে মনু, ভারতের অপরাংশে যাজ্ঞবল্ক্য। এই দুই ঋষির মত সম্পূর্ণ বুঝিবার জন্য অন্যান্য ঋষিগণকে অনুস্মরণ করা যায়। এই হেতু তাঁহাদের গ্রন্থ-প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্কে বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে একটী শ্লোক ও পাওয়া যায় না।

মৃতে জীবতি বা পত্যৌ যা নান্যমুপগচ্ছতি।
সেহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি মোদতে চোময়া সহ ॥ ১অ। ৭৫শ্লোকে।

"চাপল্যাৎ অন্যং পুরুষং" ইতি মিতাক্ষরা। এরূপ নারী স্বৈরিণী ও নিন্দনীয়া। (৬৩ শ্লোকে "কামতঃ" দেখ।) এই শ্লোক পুনঃ সংস্কারের বিরুদ্ধ নহে। এই শ্লোক বা অন্য কোন শ্লোক পুনঃসংস্কারের বিরুদ্ধ হইলে পৌনর্ভব পুত্র অসিদ্ধ হইয়া যায়। "পুনর্ভূ সংস্কৃতাপুনঃ" বাক্য বৃথা হয়।

মনুও লিখিয়াছেন পৌনর্ভবেন ভর্ত্রা সা পুনঃসংস্কারং অর্হতি ॥

মনু হইতে যে সকল শ্লোক পুনর্বিবাহের বিরুদ্ধে উত্থাপিত করা যায় তাহারা সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর। এক শ্রেণীর শ্লোক বিষয়ে একবারেই প্রযোজ্য নয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্লোক সাধারণ সুনীতি বিষয়ক যথা যাজ্ঞবল্ক্যের পূর্ব্বোক্ত "মৃতে জীবতি বা পত্যৌ" ইত্যাদি। তৃতীয় শ্রেণীর শ্লোক হইতে বুঝা যায় যে সকল নারী পুনর্ভূ হইতে পারে না। প্রথমতঃ প্রজাতার পুনর্ভূত্ব নাই।

এতাবানেষ পুরুষো যজ্জায়াত্মা প্রজেতি হ।
বিপ্রাঃ প্রাহুস্তথা চৈতদ্ যো ভর্ত্তা সা স্মৃতাঙ্গনা ॥ ৯ অ। ৪৫

ন নিষ্ক্রয় বিসর্গাভ্যাম্ ভর্ত্তুর্ভার্য্যা বিমুচ্যতে।

এবং ধর্ম্মং বিজানীমঃ প্রাক্ প্রজাপতিনির্ম্মিতং ॥ ৪৬

যদি বিসর্গ (পরিত্যাগ) দ্বারা ভর্ত্তা হইতে ভার্য্যার বিযুক্তি না হয় তবে ঐ ভার্য্যা অপরের ভার্য্যা হইতে পারে না। কিন্তু "যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া" এই বাক্য দ্বারা মনু সম্বন্ধছেদনও দেখাইয়াছেন। উভয় বাক্য সামঞ্জস্য করিতে হইলে "পতি" ও "ভর্ত্তা" শব্দ পৃথক অর্থে বুঝিতে হয়। "পতি" অর্থে যিনি কেবল সংস্কার পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন "ভর্ত্তা" অর্থে যিনি " উৎপাদক" হইয়াছেন। যথা—শ্রুতি দ্বৈধংতু ভর্ত্তরি।

আহুঃ উৎপাদকং কেচিৎ অপরে ক্ষেত্রিণং বিদুঃ ॥ ৯অ।৩২

ভর্ত্তা সম্বন্ধে দুই প্রকার শ্রুতি (বেদ) আছে। কেহ উৎপাদককে অপরে ক্ষেত্রিকে "ভর্ত্তা" বলিয়াছেন। ভর্ত্তা শব্দের এই দুই অর্থ থাকায় উহা কোন স্থলে কোন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা চিন্তা করিতে হয়। ৪৫ শ্লোক চিন্তা করিলে এখানে ভর্ত্তার উৎপাদক অর্থ নিশ্চয় বিশ্বাস হয়।

"পতি র্ভার্য্যাং সম্প্রবিশ্য গর্ভো ভূত্বেহ জায়তে।

জায়ায়া স্তদ্ধি জায়াত্বং যদস্যাং জায়তে পুনঃ। ৯অ।

এই শ্লোক দ্বারাও বুঝা যায় গর্ভ হইবার পর স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধ আর বিচ্ছিন্ন হইবার নয়। কোন কোন ঋষি প্রজাতারও পুনর্ভূত্ব স্বীকার করিয়াছেন। স্বামী অনুদ্দিষ্ট হইলে পত্যন্তর গ্রহণ সম্বন্ধে তাঁহারা প্রজাতা পক্ষে এককাল ও অপ্রজাতা পক্ষে অপর কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু মনু প্রজাতার পুনঃসংস্কার নিষেধ করিয়া কাল সম্বন্ধে পার্থক্য দেখাইবার আবশ্যকতা দেখেন নাই। (৯অ।৭৬) মেধাতিথি স্বটীকায় ভিন্ন ভিন্ন মত উদ্ধার

করিয়াছেন। কুল্লুক লিখিয়াছেন "ঊর্দ্ধং পতি সকাশং গচ্ছেৎ", কিন্তু বশিষ্ঠে উহা নাই। বশিষ্ঠের মর্ম্ম এই যে যদি প্রোষিত পত্নী নিয়মিত কাল অতিবাহিত করিয়া পরে পুনর্ভূ হইতে ইচ্ছা না করেন তবে বিধবার ন্যায় থাকিবেন "যদি অকামা যথা প্রেতস্য এবং চ বর্ত্তিতব্যংস্যাৎ" (১৭অ। বঙ্গবাসী এডিশন) তিনি লিখিয়াছেন "যাচ ক্লীবং পতিতং উন্মত্তং বা ভর্ত্তারং উৎসৃজ্য অন্যং পতিং বিন্দতে মৃতেবা সা পুনর্ভূঃ ভবতি।

পাণিগ্রাহে মৃতে বালা কেবলং মন্ত্র সংস্কৃতা।

সা চ স্বক্ষতযোনিস্যাৎ পুনঃ সংস্কারং অর্হতি॥

নারদ চিন্তা করিলেও কুল্লুককে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত স্থির করিতে হয়।

প্রাচীনমেধাতিথিটীকায় বিষ্ণুর উল্লেখ আছে। কিন্তু কুল্লুকের "আশ্চর্য্য বশিষ্ঠ" নাই।

দেবল বলিয়াছেন (বিবাদ রত্নাকর ৪৪৭ পৃ.)

'নষ্টঃ প্রব্রজিতঃ ক্লীবঃ পতিতো রাজকিল্বিষী।

লোকান্তরগতো বাপি পরিত্যজ্যঃ পতিস্ত্রিয়াঃ॥"

তথা

মৃতে ভর্ত্তবি জীবে বা স্ত্রা বিন্দেত অপরং পতিং।

সন্ততি অনাশর্থতয়া ন স্বাতন্ত্র্যংতু যোষিতঃ॥

অষ্টৌবর্ষাণি উদীক্ষেত ব্রাহ্মণী প্রোষিতং পতিং।

অপ্রসূতা চ চত্বারি পরতো অন্যংসমাশ্রয়েৎ॥

*　　*　　*　　*

জীবতি শ্রূয়মাণে চ স্যাদেষ দ্বিগুণো বিধিঃ॥

অতএব কুল্লুক ভ্রান্ত।)

২। অসতীর পুনর্ভূত্ব নাই।

বিবাহ বিষয়ে নারীগণকে উত্তম, মধ্যম ও অধম অনুসারে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়। যথা ১। কন্যা ২। কন্যাসদৃশী ৩। অকন্যা।

কন্যা ও. কন্যাসদৃশীর সংস্কার হয়। অকন্যার সংস্কার নাই। সে পত্নী হইতে পারে না।

কন্যা যথার্থ সংস্কারের উপযুক্ত। সাদৃশ্য হেতু কন্যাসদৃশী সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

(ক) কন্যা কে?

১। সমস্ত অক্ষতযোনি নারী কন্যা। ২। ক্ষতযোনি স্বপতি সম্বন্ধে কন্যা।

(খ) কন্যা সদৃশী কে?

১। অসংস্কৃত দশায় ক্ষতযোনি ঐ এক পুরুষ সম্বন্ধে কন্যা-সদৃশী। ২। সংস্কৃত দশায় ক্ষতযোনি পুরুষান্তর সম্বন্ধে কন্যাসদৃশী।

(গ) অপর নারী অকন্যা।

কন্যা সংস্কৃতা হইলে তদ্‌গর্ভে ঔরস, কন্যাসদৃশী সংস্কৃতা হইলে তদ্‌গর্ভে পৌনর্ভব পুত্র জন্মে। অকন্যা গর্ভে "জারজ" 'বৃথোৎপন্ন" জন্মে। (মনুর মত।)

পাণিগ্রহণনিকাঃ মন্ত্রাঃ কন্যাস্বেব প্রতিষ্ঠিতাঃ।

নাকন্যাসু ক্বচিৎ নৃনাং লুপ্তধর্ম্মক্রিয়াঃ হি তাঃ মনু৮ অ। ২২৬।

পাণিগ্রহণিকাঃ মন্ত্রাঃ নিয়তং দারলক্ষণং (ম ৮ অ। ২২৭ পাণিগ্রহণিক মন্ত্রের দ্বারা দারত্ব জন্মে। অকন্যায় ঐ মন্ত্র প্রযোজ্য নয়। অতএব অকন্যার দারত্ব জন্মে না।

পতিপরিত্যক্তা বা বিধবা অক্ষতযোনি নারী যে সংস্কারের

উপযুক্ত তাহা মনু ৯ অ। ১৭৬ শ্লোকে স্পষ্ট বলিয়াছেন। যথা "পুনঃ সংস্কারং অর্হতি"। ঐ শ্লোকে তিনি ক্ষতযোনির স্বপতি সম্বন্ধে সংস্কার বিধান করিয়াছেন। যথা "গতাপ্রত্যাগতাপিবা।"

"যা গর্ভিণী সংস্ক্রিয়তে" ইতি (মনু ৯ অ। ১৭৩ শ্লো) "সংস্ক্রিয়তে" অর্থে "সংস্কারং অর্হতি" বুঝা উচিত নয়।

সাধারণতঃ বিধবার পুনর্ভূত্ব বিধান করিয়া এবং অক্ষতযোনির সংস্কারার্হত্ব নিশ্চিত করিয়া মনু সংস্কৃত দশায় ক্ষতযোনির পুরুষান্তর পক্ষে কন্যাসদৃশীত্ব অবশ্য স্বীকার করিয়াছেন। এরূপ নারী যদি অকন্যা হয় তবে সে কাহার "দারা" হইতে পারে না। কিন্তু তাহার "দারা" হইবার বিধান রহিয়াছে। সে পুনঃ সংস্কৃতা হইয়া পুরুষান্তরের ক্ষেত্র হয় এবং নবস্বামীকে পৌনর্ভব পুত্র প্রদান করে। সে যদি "দারা" না হইত তবে তাহার গর্ভে জারজ পুত্র জন্মিত।

যাজ্ঞবল্ক্য মনুর মত সম্পূর্ণ অনুসরণ করেন নাই। তাঁহার মতে "পুনঃ সংস্কারে পুনর্ভূ" (১অ। ৬৭ শ্লোক) অক্ষতা ও ক্ষতা নারীতে তিনি কোন পার্থক্য করেন নাই। যে সম্প্রজাতা নয় সে নারী অক্ষতা কি ক্ষতা তাহা প্রমাণে স্থির করিতে বিষম গোল উপনীত হয়। মিথ্যাবাদিনী উহা অস্বীকার করে। লজ্জাবতী মৌনী রহে। সত্যবাদিনী পরাজিত হয়। কিন্তু "অকন্যার সংস্কার নাই, মনুর এই মত যাজ্ঞবল্ক্য অস্বীকার করেন নাই। তিনি নারীগণ পুনঃ সংস্কারে পুনর্ভূ এই বিধি করিয়া কোন কোন স্থলে নারী সংস্কৃতা হইতে পারে তাহা জানিবার জন্য শিষ্যগণকে বিস্তৃত গ্রন্থ দেখিতে ইঙ্গিত করিয়াছেন। গর্ভে ত্যাগো বিধীয়তে (১ অ। ৭২) এই বিধান দ্বারা অশুদ্ধ নারী

যজ্ঞে সঙ্গিনী হইবার উপযুক্ত নহে বুঝাইয়াছেন। যে পত্নী থাকিবার উপযুক্ত নহে, সে যে অপর কাহার পত্নী হইবার উপযুক্ত—সে যে নূতন সংস্কার লাভ করিয়া পুনর্ভূ হইবার উপযুক্ত এরূপ যুক্তি মনে উদয় হয় না। অতএব দায়ভাগ ও মিতাক্ষরা উভয় মতেই অকন্যার পুনর্ভূত্ব নাই। (ব্যভিচারিণী বিষয়ে "পরিত্যাগ ও অধিবেদন" পদ দেখ।)

(ক) (২) "কন্যা" শব্দ সম্বন্ধে বিবাদ রত্নাকরে ৪৪৪ পৃঃ নিম্ন শ্লোক চিন্তনীয়,"অপুত্রা জাতপুত্রা বা কন্যাপতিমনুব্রতা।

প্রাপ্নুয়াৎ স্বর্গমেবেতি মনুঃ স্বায়ম্ভুবোব্রবীৎ॥" যম।

অনন্তাঃ পুত্রিণাং লোকাঃ। ন অপুত্রস্য লোকো অস্তি ইতি শ্রূয়তে" (বশিষ্ঠ ১৭ অধ্যায়)

অপুত্রের স্বর্গ নাই এই হেতু সকল নারীই পুত্র বাঞ্ছা করিত। বিধবা হইলে অন্য পুরুষ আশ্রয় করিত। অনেক সধবাও পুত্র লোভে অক্ষম পতিকে ত্যাগ করিত। মনু বলিলেন "তোমরা বিনা পুত্রে পতিকে শুশ্রূষা করিয়াই স্বর্গে যাইবে। পুত্র হীন ব্যক্তি যদি স্বর্গে না যাইত তবে বহুসহস্র কুমার ব্রহ্মচারী যাঁহারা কুল সন্ততি রাখেন নাই তাঁহারা কিরূপে স্বর্গে গেলেন (৫অ। ১৫৯) যাহাদের সপত্নী পুত্রবতী তাহাদিগকে বলিলেন তোমাদের সপত্নী পুত্রই তোমাদের পুত্র। এই পুত্রেই স্বর্গলাভ হইবে (মনু ৯।১৮৩)

মনুর এই সকল বাক্য অপুত্রবতীর আশঙ্কা দূর করে। ইহা সকল দশায় পুনর্বিবাহ বিরুদ্ধ নহে।

৩। চতুর্বিংশতি বংসরের পর নারীর পুনঃসংস্কার হয় না। (মনু ২অ ।৩৮ ৩৯ ৪০।৬৬।৬৭।৯অঃ।৩।৪।৫।১২।১৩।১৪।১৫।১৬।১৭। ১৮।১৯।২০।২১।২৭।৮১।৯০।৯৬ বঙ্গবাসী এডিসন।)

দ্বিজাতি পুরুষের উপনয়ন সংস্কার যেরূপ স্ত্রীদিগের পক্ষে বিবাহ" সংস্কারও সেইরূপ। অন্য সংস্কার হউক বা না হউক বিবাহসংস্কার অবশ্য কর্ত্তব্য। উপনয়ন সংস্কারের শেষ কাল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে যথাক্রমে ১৬, ২২, ২৪, বৎসর। অতঃপর অপূত রহিলে পতিত। আপাততঃ বোধ হয় যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কন্যার পরিণয় ব্যাপার যথাক্রমে ১৬। ২২। ২৪ বৎসরের মধ্যে শেষ হওয়া উচিত। কিন্তু শাস্ত্রের অনেক স্থলে সমগ্র স্ত্রী জাতিকে সমভাবে দেখা গিয়াছে। যদিও অতি অল্প বয়সে ব্রাহ্মণ শিশুর ধর্ম্মভাব জন্মে এবং তিনি শাস্ত্র শিখিবার উপযুক্ত হন কিন্তু ঋতু সম্বন্ধে কুমারীগণ মধ্যে সে পার্থক্য উদয় হয় না। শাস্ত্রকারও কোন পার্থক্য স্মরণ করেন নাই। বিবাহের প্রথমকাল সম্বন্ধে তিনি জাতি নির্ব্বিশেষে সমান বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন। অতএব বিবাহের শেষকাল সম্বন্ধেও সমান বিধি বুঝা উচিত। ১২। ১৩ বৎসরে ঋতু প্রথম উপস্থিত হয়। ইহা আমাদের সাধারণ জ্ঞান। সুশ্রুতও তাহা বলিয়াছেন। পিতা বিবাহ না দিলে কন্যা ঋতুর পর ৩ বৎসর অপেক্ষা করিবেন। সুতরাং ১৬ বৎসর না হইলে তিনি স্বয়ং দত্তা হইতে পারিলেন না। কিন্তু উপযুক্ত বর ইচ্ছা করিবা মাত্র জুটে না। অতএব বোধ হইতেছে যে ব্রাহ্মণ কন্যার পক্ষে বিবাহের শেষকাল পৃথক নয়। উহা ১৬ নহে। সকলের পক্ষেই উহা ২৪ বৎসর। যে কুমারী, যাহার কখন সংস্কার হয় নাই, ২৪ বৎসর গত হইলে বুধগণ হয়ত তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিবেন। কিন্তু যে পুনর্ভূ যাহার একবার সংস্কার হইয়াছে তাহার, প্রায়শ্চিত্ত কিরূপে বিহিত হইতে পারে? যদি বল পুনর্ভূর প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজনও নাই। তবে এই আশ্চর্য্য

সিদ্ধান্ত হয় যে পুরুষ পূর্ণ ২৪ বর্ষীয়া কুমারীর পাণিগ্রহণে নিষিদ্ধ হইলেন কিন্তু পুনর্ভূ গ্রহণে বাধা রহিল না। অথচ কুমারী অপেক্ষা পুনর্ভূ কখনই স্বাভাবিক প্রতিভা নয়। অতএব স্থিরীকৃত হইল যে ২৪ বৎসর পরে কুমারীর সংস্কার কখন সম্ভব হইলেও নারীর পুনর্ভূত্ব নাই। কামং আমরণাৎ তিষ্ঠেৎ গৃহে কন্যা ঋতুমতী অপি এই মনু ৯ অ। ৮৯ শ্লোকে ৯ অ। ২২ শ্লোক চিন্তনীয়। উহা ২ অ। ৬৬ শ্লোকে "যথাকালং" এই বিধানের বিরুদ্ধ নয়।

পুনর্ভূ বিধানের মূল কারণ অন্বেষণ করিলেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। উহা প্রথমতঃ পুত্রোৎপাদন দ্বিতীয়তঃ যৌবনে স্বামি সহবাস। অতএব বন্ধ্যা বা গতযৌবনার পুনর্ভূত্ব অপদধর্ম্ম নয়। শাস্ত্রে ৮ বর্ষে বন্ধ্যাত্ব অনুমিত। ১৬ বৎসর গর্ভাধানে উপযুক্তকাল। অতএব ১৬ + ৮ = ২৪ পুনর্ভূ হইবার নিশ্চিত শেষকাল। যৌবন সম্বন্ধে ব্রহ্মবিরচিত নিম্নোক্ত শ্লোক চিন্তনীয়।

রূপং বিভ্রতি সৌমিত্রে পঞ্চবিংশতি বার্ষিকং।
এতদ্ধি কিল দেবানাং বয়ো ভবতি নিত্যদা॥

অরণ্যকাণ্ডং ১৭অ। ১৮

(রোমক ব্যবহারে Lexplaetaria দেখ।) বর্ষীয়সী নারীকে বিবাহ করা উচিত ইত্যাদি চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে আজীবন পুনর্ভূ হওয়া শাস্ত্রবিহিত নয়। যদি সময় থাকে তবে ২৪ বৎসরেই উহা শেষ হওয়া উচিত।

৪। পতি বিবাহ নিষেধ করিলে স্ত্রী পুনর্ভূ হইতে পারে না। আর্য্যশাস্ত্রে পতির আজ্ঞা প্রতিপালন করা নারীর অবশ্য কর্ত্তব্য। স্ত্রীভিঃ ভর্ত্তৃবচঃ কার্য্যং এষ ধর্ম্মপরঃ স্ত্রিয়াঃ।

আশুদ্ধে সপ্রতীক্ষ্যোহি মহাপাতকদূষিতঃ। (যাজ্ঞ। ১। ৭৭)
যস্মৈ দদ্যাৎ পিতা ত্বেনাং ভ্রাতা বানুমতে পিতুঃ।
তং শুশ্রূষেত জীবন্তং সংস্থিতঞ্চ ন লঙ্ঘয়েৎ॥

মনু ৫ম। ১৫১

পতি পরিত্যাগ করিলে তাঁহার আজ্ঞা পালনের প্রয়োজন নাই বুঝিতে পারা যায় কিন্তু তিনি মরিয়া গেলে তাঁহার আজ্ঞা কিরূপে অগ্রাহ্য হইতে পারে?

মঙ্গলার্থং স্বস্তয়নং যজ্ঞশ্চাসাং প্রজাপতেঃ।
প্রযুজ্যতে বিবাহেষু প্রদানং স্বাম্যকারণং॥ ৫ম। ১৫২

সপ্তপদ গমনের পর পতির যে স্বামিত্ব জন্মে তাহা কিরূপে বিলুপ্ত হয়? অথচ ঐ স্বামিত্ব বিলুপ্ত না হইলেই বা কিরূপে নূতন সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। অবস্থা বিশেষে যে নূতন সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তাহা "যা পত্যা বা পরিত্যক্তা। বিধবা বা" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা স্পষ্ট প্রকাশিত। কিন্তু ঐ অবস্থা কি তাহাই অনুসন্ধনীয়। আমরা সহজে বুঝি যে স্বামী পরিত্যাগ করিলে তাঁহার সম্বন্ধ তিরোহিত হইতে পারে। কিন্তু শাস্ত্রকার সকল অবস্থায় পরিত্যাগ অনুমোদন করেন নাই। অননুমোদিত অবস্থায় পরিত্যাগ করিলে সম্বন্ধ বিলুপ্ত হয় না। (প্রজাতর বিষয় চিন্তা কর) যদি স্বামী মরিয়া যান এবং মরিবার পূর্ব্বে গৃহীত বিষয়ে (স্ত্রীতে) তাঁহার স্বামিত্ব বিলুপ্ত হইবে না এইরূপ দৃঢ় মত প্রকাশ করেন। যদি তিনি বলেন "তুমি শাস্ত্রমত নিযুক্ত হইয়া আমার ধর্ম্ম রক্ষা করিও" "তুমি আমার ক্রিয়া কলাপ রক্ষা করিও" "তুমি আমার বৃদ্ধ পিতা মাতাকে শুশ্রূষা করিবে" তবে স্ত্রী কি এই সকল আজ্ঞা অবহেলা করিয়া স্বামীর মৃত্যুর পর পুনর্ভূ হইতে পারেন? আমি

বিবেচনা করি না। যদি তিনি কোন প্রকার মত প্রকাশ না করেন তবে অনুমান করা যায় যে পুনর্ভূ হওয়া বা না হওয়া বিষয়ে নারীর যে স্বেচ্ছা আছে তিনি তাহার বিরুদ্ধ নন। গবাদির উপর যে স্বামিত্ব অথবা পুরাকালে দাস দাসীর উপর যে স্বামিত্ব জন্মিত স্ত্রীর উপর সেরূপ স্বামিত্ব নাই তাহা মনু ৯ অ ৭৯ শ্লোক চিন্তা করিলে বুঝা যায়। যদি নারী পতিকে দ্বেষ করেন তবে সম্বৎসরেক অপেক্ষা করিয়া পতি ঐ নারীকে ত্যাগ করিতে পারেন কিন্তু যদি তিনি স্বয়ং পতিত, অবীজ, পাপরোগী ইত্যাদি হন তবে নারী তাঁহাকে দ্বেষ করিলেও পতি তাহাকে ত্যাগ করিতে পারেন না। দেখ এখানে অবীজ পতি স্বামিত্বের সম্পূর্ণ ফল লাভ করিতেছেন না। মৃত পতি অবীজ পতি হইতে কিরূপে শ্রেষ্ঠ। অতএব যদি নারী মৃত পতির আজ্ঞা প্রতিপালন করেন তাহা হইলেই যথেষ্ট। শাস্ত্রমত তাঁহার উপর এরূপ স্বামিত্ব স্থাপিত হয় নাই যে পতির নিষেধ না থাকিলেও তিনি পুনর্ভূ হইতে পারেন না।

৫। আচার।

যে জাতির ব্যবহার পদ রাজাজ্ঞা হইতে প্রণীত হয়, সে জাতি প্রাচীন আচার বহু মান্য করিয়া থাকেন। (Antigone to Creon Sophocles)। রাজার চিত্ত চঞ্চল। ব্যক্তিবিশেষ ভ্রান্তও হইতে পারেন। কিন্তু যে আচার বহু ব্যক্তি বহুকাল অবলম্বন করিয়াছেন তাহা ঐ সমাজে উপযোগী বলিয়া সহজে স্থির হয়। কিন্তু যদি সমাজের অবনত অবস্থায় কোন কদাচার প্রবর্ত্তিত হয় তাহা কি বিলুপ্ত হওয়া উচিত নয়। যেমন ব্যক্তি বিশেষ

জীবনে অনেক ভুল করেন সেইরূপ সমাজেরও ভুল করিবার সম্ভব। কাল বিশেষেও আচার অনুপযোগী হইতে পারে; অতএব প্রতি আচারই অমর হউক এরূপ উক্তি রাজার উচিত নয়।

আচার দুই প্রকার সদাচার ও কদাচার। যে আচারের ফলে ভ্রূণ হত্যা হয়, যুবতি যৌবনে স্বামি সহবাস পায় না, পতির অভাব হেতু বহু নারী ভরণপোষণ পায় না, প্রজা-সৃষ্টির ব্যাঘাত জন্মে, সে আচার কদাচার। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,

"অস্বর্গ্যং লোক বিদ্বিষ্টং ধর্ম্মং অপি আচরেৎ ন তু"

১অ। ১৫৬।

পুনর্বিবাহ যদি কদাচার হইত তবে কেন ঋষিগণ উহা পালন করিতেন? আমরা উহা আর্ষ গ্রন্থে নিষিদ্ধ দেখি না। বহু ঋষি স্পষ্টবাক্যে উহা বিহিত বলিয়াছেন। ঋষিরা কি কদাচার বিহিত বলিলেন?

শ্রুতিই আমাদের প্রধানপ্রমাণ। যদি কোন স্মৃতি শ্রুতির বিরুদ্ধ হয় তাহা মান্য নহে (মনু ২ অ। ৬) যদি কোন আচার শ্রুতি ও স্মৃতির বিরুদ্ধ হয় তবে কি তাহা মান্য? এরূপ আচার যাঁহারা পালন করেন তাঁহারা শ্রুতি স্মৃতিকে মান্য করেন না। আমরা তাঁহাদিগকে সাধু বলি না।

মনু যাহা বলিয়াছেন তাহা বেদে আছে (২অ।৭) তিনি পুনর্বিবাহ বিহিত করিয়াছেন অতএব যদি পুনর্বিবাহের বিরুদ্ধ কোন আচার থাকে উহা নিশ্চয় শ্রুতি বিরুদ্ধ এবং মান্য নহে তথাচ বশিষ্ঠ "দেশধর্ম্ম-জাতিধর্ম্ম কুলধর্ম্মান্ শ্রুতি-অভাবাৎ অব্রবীৎ মনুঃ।" (বশিষ্ঠঃ ১অধ্যায়)

পুনর্বিবাহ হিন্দুসমাজ হইতে, একবারে তিরোহিত হয় নাই। ব্রাহ্মণাদি উৎকৃষ্ট বর্ণে উহা ইদানী দৃষ্ট হয়না বটে কিন্তু, ঐ অকরণকে "পারম্পর্য্য ক্রমাগত আচার" বলা যায় না। যখন ভারতবর্ষ ম্লেচ্ছদেশ রূপে পরিণত হয় নাই যখন মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ লিখিত হইয়াছিল তখন পুনর্ভূ পত্নী হইত। পরে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মতভেদ দেখা যায় কিন্তু ইংরাজ রাজত্বের অল্পপূর্ব্বে বীর মিত্রোদয়াদি যে সকল গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে তাহাতেও পৌনর্ভবপুত্র স্বীকৃত। ইংরাজি রাজত্ব স্থাপিত হইলে কুল ও শ্রেণীর বিচার ক্ষমতা রহিত হইলে মত ভেদের অবসর জন্মে নাই।

কার্য্যতঃ বিবাহ নিষ্পন্ন হইয়াছে পতিও স্ত্রীকে ত্যাগ করিতেছেন না এরূপ বিবাহ ব্যবহারতঃ অসিদ্ধ নত্ত কোথাও বলেন নাই। এই হেতুতে এখন ক্লীবপত্নী ক্লীবপত্নীই থাকিয়া যায়। কিন্তু যদি ব্রাহ্মণ শূদ্রার পাণিগ্রহণ করেন তবে কি ফল ঘটে বলা যায় না। বর্ত্তমান কালে যদি কোনব্যক্তি পুনর্ভূর পাণিগ্রহণ করেন তবে তাঁহার পরিণয় অসিদ্ধ হয় না। রানা তাদির পুনর্ভূর পাণিগ্রহণ করেন। সমাজ তাঁহার বিবাহ অসিদ্ধ বলেন নাই। সমাজ যাহাই করুন বিচার পতি তাঁহার (de facto) বিবাহ অসিদ্ধ বলিতে কোন হেতু প্রাপ্ত হন না। সমস্ত লোকেই বালিকার পাণিগ্রহণ করে। বহু শতবর্ষ হইতে এই আচার প্রচলিতও হইয়াছে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি বৃদ্ধাকে বিবাহ করে তবে কি বিচারপতি বলিবেন ঐ বিবাহ অসিদ্ধ। উহা দ্বারা কোন সম্পর্ক স্থাপিত হয় নাই।

সতীদাহ নিবারণ কারী ইংরেজ কি পুনর্বিবাহের অন্তরায় হইতে পারেন? পুনর্বিবাহ সমস্ত পৃথিবীতে প্রচলিত। হিন্দু-

শাস্ত্রে উহা বিহিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি উহা এখন কর্ত্তব্য বলিয়াছেন। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বহু শিক্ষিত লোকে উহা আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন এরূপ অবস্থায় নিষ্পন্ন পুনর্বিবাহে ইংরেজ বিচারপতি হস্তক্ষেপ করিবেন না। তিনি বরকন্যার যাবতীয় বন্ধু বান্ধবের মতামত অপেক্ষা করিবেন না। "পতিত" ব্যবহার পদ এখন বিলুপ্ত। অতএব

১। অপ্রজাতা। ২। সতী।

৩। অচতুর্বিংশতি।

৪। বিবাহ নিষেধ যার করে নাই পতি॥

এরূপ বিবাহ মাত্র শাস্ত্রের বিধান।

৫। অন্যত্র সুসিদ্ধ যথা লোকাচার জ্ঞান॥

সম্পূর্ণ।